সিলেটে গণভোট

সি. এম. আবদুল ওয়াহেদ

সিলেটে গণভোট

সি. এম. আবদুল ওয়াহেদ

পরিবেশক
প্রীতি প্রকাশন
৪৩০/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৪১৭৫৮, ৮৩৯৫৪০ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০
E-Mail: asfaqur@bdonline.com

www.pathagar.com

সিলেটে গণভোট ॥ সি. এম. আবদুল ওয়াহেদ

প্রকাশিকাঃ বেগম নাজমুন্ নাহার ॥ স্বত্বাধিকার ঃ লেখকের
প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৯ ॥ প্রচ্ছদ ঃ প্রীতি ডিজাইন সেন্টার ॥ মুদ্রণ ঃ প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস ॥ পরিবেশক ঃ প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৪১৭৫৮, ৮৩৯৫৪০ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০,
E-Mail: asfaqur@bdonline.com
প্রাপ্তিস্থান ঃ ❑ বন্ধন বুকস ও ফটোস্ট্যাট, পূর্ব রাজাবাজার জামে মসজিদ মার্কেট, ঢাকা-১২১৫, ❑ রিয়াজ লাইব্রেরী, স্কুল রোড, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ,
❑ MST. Mahbuba Akhter Deena, 29 St. James Road, Leicester LE2 1HR U. K.

দাম: ৫০.০০

Sylhete Gonobhut - by C. M. Abdul Wahed. (Refarendum in Sylhet)
Published by: Begum Najmunnahar. **Published on:** April 1999.
Destributor : Preeti Prokashon. 435/Ka, Bara MoghBazar, Dhaka-1217. Phone: 841758, 839540 Fax: 880-2-839540.
E-Mail: asfaqur@bdonline.com

Price: Taka 50.00

ISBN-984-581-139-6

www.pathagar.com

লেখকের কথা

গবেষণামূলক এ গ্রন্থ, "সিলেটে গণভোট" লিখতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অর্ধ শতাব্দীর পুরানো ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। সিলেটে গণভোটের প্রাক্কালে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সময় অনেকের সাথে কাজ করতে হয়েছে। অনেকের নাম এখন স্মৃতিতে আসছে না। অনেক ছাত্রও আছে যাদের নাম স্মরণে আসছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল হয়নি। যদি ভুল হয়ে থাকে তবে সেটা ভুলবশতঃই হয়েছে। আর সে ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অবশেষে সহযোগিতা পেয়েছি বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী সৈয়দ খায়রুল ইসলাম এবং সিলেট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সৈয়দ মুস্তাফা কামাল হতে। তাই তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি ভবিষ্যতে আরো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অভিমত

সিলেট জেলার ইতিহাসে গণভোট একটা অতিশয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাপার। এ গণভোটের ফলেই তার রূপ বদলে গেছে। একরূপ থেকে তা অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় একে নানারূপে দলীয় লোকেরা তাকে নানাভাবে প্রকাশ করেছে। এতে ঐতিহাসিক সত্যের অপপ্রচার হচ্ছে। এভাবেই এ গণভোটের আসল রূপের অপপ্রচারের ফলেই হয়ত একদিন পলাশীর যুদ্ধের মত তার রূপের পরিবর্তন করে তাকে অসত্যবাদী লোকদের ইচ্ছা মত সৃষ্টি রূপের প্রভাব করার ফলে ইতিহাসের বিকৃত করে যারা দেশের ক্ষতি করে তারা দেশের অমঙ্গল সাধন করে– আপাতঃ দৃষ্টিতে তা শোভন বলে মনে হয়।

সি. এম. আব্দুল ওয়াহেদ তাই ইতিহাসের এক বিশিষ্ট রূপকে তার প্রকৃত রূপে প্রকাশ করে দেশের এক মহৎ উপকার সাধন করেছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাসে তার এ দান নিশ্চয়ই স্বীকৃতি লাভ করবে। তার এ অবদান জয় যুক্ত হবে।

মোহাম্মদ আজরফ

১৩.১.১৯৯৯ইং

www.pathagar.com

প্রীতির কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ

নারী নিগ্রহ / আল মাহমুদ
কবিতার জন্য সাত সমুদ্র / আল মাহমুদ
জীবন যেমন দেখেছি / হোমায়রা আহমদ
নাস্তিকতা ও আস্তিকতা / কাজী দীন মুহাম্মদ
বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান / ড: মরিস বুকাইলি
বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের স্বভাবধর্ম / সিরাজ চৌধুরী
রমজানের তিরিশ শিক্ষা / এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
আমি তো তোমাকে দিয়েছি কাউসার / কাজী দীন মুহাম্মদ
মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য / খাদিজা আখতার রেজায়ী
জননী খাদিজার সংগ্রামী জীবন / মুহম্মদ জিল্লুর রহমান নদভী
সহজ কোরআন শিক্ষা পদ্ধতি / খোন্দকার এ. এস. এম শাহ আলম
অভিশপ্ত এনজিও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা নারী / আসগর হোসেন
ছন্দের আসর / আসাদ বিন হাফিজ
ইসলামী সংস্কৃতি / আসাদ বিন হাফিজ
নাম তাঁর ফররুখ / আসাদ বিন হাফিজ
আপোষহীন এক সংগ্রামী নেতা / আসাদ বিন হাফিজ
আল কোরআনের বিষয় অভিধান / আসাদ বিন হাফিজ
ডান-বাম রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস / আসাদ বিন হাফিজ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যারা উপমহাদেশের বিশেষ করে আসাম বাংলায়
ইসলাম প্রচারে এবং এর আযাদী নিশ্চিত করতে সক্রিয় অবদান রেখেছেন;
যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য সব সময় সক্রিয় ছিলেন;
যারা পলাশীর বিপর্যয়ের পর আযাদী উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন;
যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের দরুণ সাফল্যজনক ভাবে সিলেটে গণভোট
অনুষ্ঠিত এবং পাকিস্তান ভূ-পৃষ্ঠে আবির্ভূত;
শত প্রতিবন্ধকতায়ও যারা আজো এ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদের স্মরণে উৎসর্গ করা হলো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঈমান একতা শৃঙ্খলা

সিলেটে গণভোট

আমাদের আযাদী আন্দোলনের শেষ অধ্যায় মানে ১৯৪৭ইং ৬/৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোট। আন্দোলনের সূচনা ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীতে বিপর্যয়ের পর মুহূর্তে। এ বিষয়ে আমাদের অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণ আবশ্যক। সুবে বাংলা বলুন বা আসাম বাংলা বলুন অত্র এলাকায় ইসলামের আর্বিভাব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আমলে। উপমহাদেশের দাক্ষিণাত্যের রাজা বেরুমান পেরুমল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চন্দ্র দ্বিখন্ডিত স্বচক্ষে দর্শন করে মক্কা শরীফ উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (মওলানা আকরাম খাঁর "বাংলার মুসলিম সমাজ'' দ্রষ্টব্য।)

আবি সিনিয়ায় হিজরতকারীর দ্বিতীয় দলের সবাই দেশে ফিরতে পারেন নাই। কারণ ঝড়ের কবলে পড়ে অনেকেই পূর্বদিকে চলে আসেন। মালাবার উপকূল, বাংলাদেশ উপকূল ও আরাকান হয়ে চীনের ক্যানটনে গিয়ে পৌছেন, চীনা ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। টি,ভি ভাষ্যকার মওলানা মহিউদ্দীন খাঁন এ বিষয়ে আরো বলেন বাংলাদেশ উপকূলে হযরত আদমের (আঃ) পুত্র হযরত শীষের (আঃ) কবর বিদ্যমান। অন্য সূত্র মতে অযোধ্যায় বড় এক কবর আছে এবং তা হযরত শীষের (আঃ) সমাধি বলে জনশ্রুতি আছে। (মাসিক পৃথিবী ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং দ্রষ্টব্য)

হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে ৫টা ইসলাম মিশন দল এ দেশে আসেন Arab Review ২৬/৩/১৮৮৩ইং, বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয় ১২০৪ইং এর পূর্বে এদেশে ২৫টা ইসলাম মিশন দল আসে। (আব্দুল গফফার সিদ্দিকী রচিত "শহীদ তিতুমীর'' দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে নীলফামারীতে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত মসজিদ আবিষ্কার, প্রমাণ করে যে ইতিপূর্বে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠায় মসজিদ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় মসজিদ তৈরী করা হয়। ১৩০৩ খৃঃ হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও ৩৬০ আউলিয়া সিলেট জয় করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন। ফার্সী ভাষায় ইসলামী হুকুমত কায়েমের ফরমান জারী করা হয়। দেওয়ান আজরফ সাহেবের ভাষ্য মতে ফরমান খানা আজও দরগাহ শরীফে রক্ষিত।

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিকতায় সিলেট

মানুষ মাত্রই দুইটি শক্তির অধিকারী। একটা শারীরিক শক্তি অপরটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক (রূহানী)। সাধারণতঃ প্রত্যেক লোকই এই শক্তিদ্বয়ের অধিকারী। কমবেশী হতে পারে। উভয় শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও সাধনা। সাধনার ফলেই আসে পূর্ণতা। মুহাম্মদ আলী ক্লে অনুশীলন ও সাধনার ফলেই শরীরে শক্তি অর্জনের পূর্ণতা লাভ করেন। এ রকম বহু আছেন যাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। সাধনার কঠোরতার দ্বারাই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক শক্তি লাভ করা যায়। ফলে আসে কামিলিয়াত। নবী রসূলদের প্রশ্ন উল্লেখ করা সমীচীন নয়। কারণ তাঁরা সাধারণ মানুষের উর্ধে এবং নবুওত প্রাপ্ত। আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তি লাভের জন্য আজীবন সাধনা করেছেন হযরত বড় পীর ছাহেব, গরীবে নেওয়াজ সুলতানুল হিন্দ এবং হযরত শাহজালাল (রাহঃ) আরো অনেকে। তাই তাঁরা কামিলিয়াতও হাছেল করেছেন। যাঁদের সংখ্যা লাখ লাখ বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেখানে শারীরিক ক্ষমতা অপারগ সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি সফল। রাজা গৌড় গোবিন্দের সেনাবাহিনীর নিকট মুসলিম বাহিনী পরাজিত। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে রাজা গৌড় গোবিন্দের বাহিনী শুধু পরাজিত নয় বরং নিশ্চিহ্ন।

সুলতান কর্তৃক প্রেরিত যে সৈন্য বাহিনী, হযরত শাহজালালের সহিত মিলিত হয়েছিল সেই সেনাবাহিনীর সিপাহ সালার ছিলেন সৈয়দ নাসিরুদ্দিন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। কথিত আছে যে ঝড় তুফানে যখন তাঁবুর সব বাতি নিভে গেল, তখন একমাত্র তাঁর তাঁবুর বাতিই জ্বলেছিল। সুলতান তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে সিলেট অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করেন। কারণ রাজা গৌড় গোবিন্দের যাদু বিদ্যার কাছে সামরিক শক্তি পরাজিত। এ যাদুবিদ্যার মোকাবেলা করা যায় একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই। যিনি যত বড় পীর দরবেশ জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সবাই তাঁদেরকে সম্মান ও ভক্তি করেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজমীর শরীফে, সিলেটে ও মাইজভাণ্ডারে।

এই উপ-মহাদেশের হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রাঃ) কে বলা হয় সুলতানুল হিন্দ। মুহাম্মদ ঘোরী সামরিক শক্তি দ্বারা এই উপমহাদেশ জয় করেছিলেন কিন্তু খাজা (রাহঃ) আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা এই উপমহাদেশ জয় করেছেন। যার দরুন আজও এই উপমহাদেশের প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটির অধিক মুসলমান আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। অপরদিকে প্রায় আটশত বৎসর মুসলিম শাসন স্পেনে সগৌরবে বিরাজ করা সত্ত্বেও সেখানে মুসলমান নেই বললেও চলে। কারণ অতি সামান্য। সামরিক শক্তি দ্বারা স্পেন বিজিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক শক্তির অভাব ছিল। আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতিরেকে পার্থিব উন্নয়ন শুধু নিষ্ফলই নয় বরং ধ্বংসকর। আর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী পার্থিব উন্নয়ন ব্যতিরেকে

www.pathagar.com

অসম্পূর্ণ। কারণ দুনিয়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হয় তাই দুনিয়ার উন্নয়ন উপেক্ষা করা যায় না। যেহেতু পার্থিব অভাবমুক্ত না হলে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয়।

১৩০৩ খ্রীঃ হযরত শাহজালাল (রাহঃ) ৩৬০ জন শিষ্যসহ মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে সিলেটের সীমান্তে উপনীত হন। রাজা গৌড় গোবিন্দ গুপ্তচরের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই হযরত শাহাজালালের (রঃ) আগমণ সংবাদ অবগত হয়েছিল। তার যাদুবিদ্যা এখানে অপরাগ হেতু সসৈন্যে মুসলিম বাহিনীর সাথে মোকাবেলার পথ পরিহার করে এবং যাতে হযরত শাহজালাল (রাঃ) সসৈন্যে সিলেট শহরে পদার্পণ না করেন সেই উদ্দেশ্যে অত্র এলাকার নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তাঁর কাছে এসব সমস্যা নয়। কথিত আছে যে হযরত মূছা (আঃ) যেমন তাঁর হাতের ছড়ি নীল নদে নিক্ষেপ করে সড়ক সৃষ্টি করে বনি ইসরাইলসহ নীল নদ পার হয়েছিলেন, অদ্রূপ জায়নামাজ বিছিয়ে হযরত শাহজালাল (রঃ) সুরমা নদী পার হয়েছিলেন। হযরত শাহজালাল সিলেট শহরে উপস্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির বলে গৌড় গোবিন্দের অবশিষ্ট যাদুকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। সিলেট জয়ের সাথে শুধু ইসলামী শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তদসঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির গোড়া পত্তনও করেন। যা ইতিহাসে আজ উজ্জ্বল ও অম্লান হয়ে আছে। সিলেটকে কেন্দ্র করে এই উপ মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আসাম ও বাংলায় তাঁর শিষ্যগণ ইসলাম প্রচারে বের হন, ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁদের কাছে কোন সামরিক শক্তি ছিল না। আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তাঁদের সম্বল। অবশ্য প্রয়োজন বোধে তরবারি ধারণ করে গাজী বা শহীদ হয়েছেন।

তাঁদের এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করা মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। যা সাধারণ লোকের আওতার বাহিরে। তা যদি নবী রসূল এবং পীর দরবেশ দ্বারা সংঘঠিত হয়, তখন বলা হয় অলৌকিক ঘটনা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখন্ডিত অলৌকিক ঘটনা। যা বাস্তব সত্য এবং বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। আমেরিকার নভোচারী চাঁদে অবস্থানকালে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা বেরুমান পেরুমল স্বচক্ষে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করে মক্কায় গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত শাহজালাল (রঃ) হিন্দুস্থান যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর পীর ও মাতুল সৈয়দ কবীর হতে আধ্যাত্মিক সনদ লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দস্থানের দিকে যাত্রা করেন। তার পীর তাঁর হাতে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে বলেন, যে স্থানের মাটির সঙ্গে এই মাটির স্বাদ মিলবে সেখানেই যেন তাঁর আস্তানা করেন। সেই মাটির সাথে সিলেটের মাটির স্বাদের মিল থাকায় সিলেটকেই তাঁর আস্তানা এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ভূমি নির্ধারিত করেন। তখন হতেই সিলেটে আধ্যাত্মিক লীলা খেলার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। আজমীর শরীফ যেমন এই উপ-মহাদেশের আধ্যাত্মিক লীলা খেলার কেন্দ্র ভূমি এই উপ-

www.pathagar.com

মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে তেমনি আধ্যাত্মিক লীলার কেন্দ্রভূমি সিলেট। হযরত শাহজালাল (রঃ) জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়েছিলেন বলে সন্দেহ পোষন করা হয়। ১৯৮২ সালের ৩রা জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় (৭ম ও ২য় পৃঃ) জনৈক ডক্টরের মন্তব্য, সিলেটে বাঁশ, কলাগাছের দূর্ভিক্ষ অতীতে ছিল না। তাই বাঁশ ও কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে হযরত শাহজালাল (রঃ) সসৈন্যে সুরমা নদী পার হন। আর জায়নামাজ বিছিয়েই ছিলেন ভেলার উপর তাই লোকে বলে তিনি জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়েছেন। লেখক সিলেটে বাঁশ ও কলাগাছের প্রাচূর্যতা আবিষ্কার করলেন, কিন্তু প্রশ্ন জাগে হযরত মূসা (আঃ) এর ছড়ির আঘাতে নীল নদের পানি দুভাগ হওয়ায় তিনি ইসরাইলীদের নিয়ে নীল নদ অতিক্রম করেন। এ বিষয়ে তিনি কি বক্তব্য রাখবেন। তাহলে তিনি কি আবিষ্কার করবেন যে শ্রমিক দ্বারা নীল নদের বাঁধ দিয়ে নদী পার হয়েছিলেন। এসব কিছু নয় কল্পনা-জল্পনা মাত্র। লেখক তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং আমরাও ছিলাম না।

আধ্যাত্মিক শক্তি বলে পীর দরবেশগণ প্রকৃতিকে বশে আনতে পারেন। কেননা মানুষ যদি পুরোপুরি তার স্রষ্টার অনুগত হয়, তখন সৃষ্টিও তার অনুগত হয়ে যায়। এসব গাজাখুরী নয়। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর জনৈক শিষ্য শাহ মুস্তাফা হিংস্র বাঘকে ছওয়ারী ও বিষধর সর্পকে চাবুক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এটাকে কি বলা হবে? এসব সম্ভব একমাত্র আধ্যাত্মিক কামিলিয়াতের দ্বারা। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হলে সংসারে বসবাস করে সংসার ত্যাগী হতে হয়। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রভাব শুধু মুসলমানদেরকেই প্রভাবান্বিত করেনি; প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকেও প্রভাবান্বিত করেছে যার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

মারফতি গান ও মুর্শিদী গান আর বাউল গানে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় মিলে। এসব গানে প্রকাশ পায় স্রষ্টার প্রতি সৃষ্ট জীবের আকর্ষণ বা প্রেম। এই আকর্ষণ বা প্রেমই সৃষ্ট জীবকে স্রষ্টার নৈকট্যে পৌছিয়ে দেয়। এসব গানের সুর অতি করুণ। মৌলানা রুমী তাঁর মছনভীতে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, বাঁশী কেন করুণ সুরে ডাকে, তার জবাব তিনিই দিয়েছেন। কারণ বাশের বাঁশী তার মূল বাশ হতে বিচ্ছিন্ন হেতু করুণ সুরে ডাকে। তাই মানুষ তার স্রষ্টা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁকে পাওয়ার জন্য বা তাঁর সহিত পুনঃমিলিত হওয়ার জন্য আকুল সুরে ডাকে। মরমী কবি হাছান রাজার গানে তাই ফুটে উঠেছে। তাছাড়া আরো অনেক আছেন। সিতা লং শাহ, কালা শাহ, আরো অনেকে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাস করতেন না। হরিনাম (স্রষ্টা) জপই ছিল তার ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন জগমোহন। তিনি উচ্চ হিন্দু বংশে জন্ম নিয়েও ব্রাহ্মবাদী হন এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর বাড়ী হবিগঞ্জে। তাঁর অনুসারী রামকৃষ্ণ গোসাইও বাহ্মবাদী ছিলেন। বিথঙ্গলে

www.pathagar.com

আজও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়া বিদ্যমান। জগন্নাথপুরের শ্রী রাধা রমণ, যার বাউল সুরে সিলেটের আকাশ একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এ রকম আরো অনেক আছেন, যারা আধ্যাত্মিক লাইনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হাছান রাজার গান শুধু রেডিও বাংলাদেশই প্রচার করেনি, আকাশবাণী ও রেডিও পাকিস্তান হতেও হাছান রাজার গানের সুর ভেসে আসে। এটা কম গৌরবের কথা নয়। মুর্শিদী, মারফতী ও বাউল গানে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় বর্হিপ্রকাশ।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ প্রয়োজন। সিলেট প্রাচীনকালে বাংলার অংশ ছিল না। বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রায় একশত বৎসর পর ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেট জয় করেন। আর তখন হতে সিলেট বাংলার সুলতানের রাজ্যভুক্ত হয়। ইংরেজ শাসকরা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা হতে সিলেটকে আলাদা করে আসামের সাথে সংযুক্ত করে। ১৯৪৭ খ্রীঃ হযরত শাহজালাল (রঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সিলেট গণভোটের মাধ্যমে সাবেক পূর্ববঙ্গ মারফত পাকিস্তানের যোগদান করে। সেই সময় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ছিল হযরত শাহজালাল (রঃ) এর সিলেটে। সেই সংগ্রামে সিলেটবাসীদের জয়ের পেছনে কাজ করেছে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রভাব। আধ্যাত্মিক শক্তি অপরাজেয়। কারণ তার উৎস্য হলো ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস। অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশাবলী ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়ন। হযরত শাহজালাল (রঃ) পুরোপুরি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন এবং সহজ ও সরল জীবন-যাপন করতেন। সিলেটের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতেও অতীতে সহজ ও সরল জীবন-যাপন করা হত। কারণ হযরত শাহজালাল (রঃ) এর প্রভাব। আজও ঐসব ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলির জীবন যাত্রা অতি সরল এবং ধার্মিকতাও বিদ্যমান। অপরদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত আধুনিক সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির জীবন যাত্রায় যেমন ধার্মিকতা নেই, তেমনি সরলতাও নেই।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত শাহজালালের (রঃ) আধ্যাত্মিক শক্তি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত শ্রী ভূমির স্মৃতি কথায়। তিনি লিখেছেন আখড়া, দেবালয়, মসজিদ, করবস্থান সিলেটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সিলেটের উদার ধর্মীয় অনুভূতির স্বাক্ষ্য বহন করে। কোন পক্ষই অপর পক্ষের ক্রিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করেনি। আমাদের ইতিহাসে কখনও বাংলাদেশের তথা ভারতের বিভিন্ন অংশের ন্যায় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢোল বাজনা প্রভৃতি কারণে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি হয়নি। (ম্যাগাজিন সীমান্তের আলো -১৯৮২-৮৩)

আযাদী সংগ্রামের সূচনা

১৬৭৪ সালে ১২ই জুন সুলতান আলমগীরের অজ্ঞাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত মিঃ হেনরী ডেকসিন গোপনে পাহাড়িয়া এলাকায় পার্বত্য মুষিক শিবাজীর অভিষেক উৎসবে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে হিন্দু ইংরেজ আঁতাত প্রতিষ্ঠা করেন। পরিণতি ২৩শে জুন ১৭৫৭ ইংরেজী পলাশীতে বিপর্যয়। হিন্দুরা আনন্দে আত্মহারা, কারণ প্রভূ বদল। মুসলমানরা রাজ্য হারায়ে দিশেহারা ও মর্মাহত। (ইনকিলাব ২৩/৬/১৯৮৯ইং, অধ্যাপক আসকার ইবনে শায়খ)

দেওয়ান আজরফ সাহেব বলেন, "মুসলমানরা মনে করতেন তারা এদেশে অজেয়। ২৩শে জুন ১৭৫৭ বিপর্যয়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গে।''

শুরু হল সশস্ত্র আযাদী সংগ্রাম। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। সিলেটে ১৭৮২ সালে মহরম দিবসে হাদা মিয়া-মাদা মিয়া বিদ্রোহ। (দেওয়ান আজরফ, সীমান্তের আলো দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠে। কিন্তু বিদ্রোহ সফল হয় নাই। কারণ গোলামীর শত বর্ষ পূর্তিতে ২৩শে জুন ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কথা, যার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মার্চে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে নামে জনৈক সিপাহী ইংলিশ এডজুটেন্টকে গুলি করে হত্যা করে। সামরিক আদালতে তার ফাঁসি হয়, তাই পরিকল্পিত সময়ের পূর্বেই বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। তাছাড়া গুজব ছিল রাইফেলের গুলির কভারে শূকর ও গরুর চর্বি থাকায় হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্মেই আঘাত। এসব কারণে জুনের পরিবর্তে মার্চে বিদ্রোহ শুরু হয়। যার জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। বিদ্রোহের আগুন নিভে নাই। ১৮৭১ ইং এর ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ঈমাম আবদুল্লাহ চীফ জাস্টিস নর্মানকে হত্যা করেন এবং ১৮৭২ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত শের আলী বড় লাট লর্ড মেয়োকে ছোরার আঘাতে খুন করেন। অবশ্য তাদের ফাঁসি হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক ৩১/০৭/৮৬ইং কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী দ্রঃ)।

১৮৮৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার মিঃ হিউমের প্রচেষ্টায় ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। প্রথম এগার বৎসর ইংরেজরা কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলমানদিগকে সতর্ক করে দেন। মুসলিম সমাজ কংগ্রেসকে ও কংগ্রেসের আচরণকে সন্দেহের চোখে দেখে আসেন। ১৯০৬ সালে ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগে ভারতীয় মুসলিম নেতারা এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে ভারতের মুসলমানের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ গঠন করেন। আজকের বাংলাদেশ মুসলিম লীগের অবদান। লীগ গঠনের পেছনে কাজ করেছে তওহীদি জনতার স্বতন্ত্র রক্ষা করার চেতনা। এখানে কারো বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। আত্ম-চেতনা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি ইনকিলাবে জনৈক লেখকের বক্তব্য কৃষক বিদ্রোহ দমনে কংগ্রেস গঠন করা হয়। এটা অনেকটা সত্য, কারণ কৃষক বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ অফিসার কংগ্রেস গঠন করেন। লেখক আরো বলেন কৃষকের বিদ্রোহ দমনে লীগ গঠন করা হয়। এখানে লেখকের অজ্ঞতা ও বোকামী প্রকাশ পায়। ইংরেজরা কংগ্রেস গঠন করে

www.pathagar.com

এবং এগার বৎসর তারাই কংগ্রেস চালায় আর লীগ গঠনে মুসলিম নেতারা আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লীগ গঠন করেন। এখানে আত্মচেতনতার প্রশ্ন।

প্রথমে লীগ কংগ্রেস একই মঞ্চে সভা করেন। আর লীগ কংগ্রেস সমঝোতা হিসাবে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট করা হয় যা প্রশংসনীয় ছিল। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট এ মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বীকৃত ছিল। ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনের স্বার্থে সুবে বাংলাকে (বাংলা-বিহার উড়িষ্যা) ভেঙ্গে একাধিক প্রদেশ গঠন করে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। ঢাকাকে রাজধানী করা হয়। নতুন প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের সরকার হবে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে এবং উন্নতি হবে। সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পাবে। কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ হওয়ায় হিন্দুরা ক্ষিপ্ত। কারণ বঙ্গভঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদ দুর্বল হবে। (আমি সুভাষ বলছি, পরাধীন ভারতে মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার হাত বদল দ্রষ্টব্য)।

মূলকথা নতুন প্রদেশে মুসলমানের প্রাধান্য সার্বিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হিন্দুদের কাছে অসহনীয়, তাই বঙ্গ ভঙ্গ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, আবার এরাই বিয়াল্লিশ বৎসর পর ১৯৪৭ সালে বঙ্গ ভঙ্গের জন্য আন্দোলন করে। কলিকাতার নব্য বাবুরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, ইংরেজের ছত্রছায়ায় নব্য ভদ্রলোক। তাই হিন্দুরা বঙ্গ ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতীয় কংগ্রেস বঙ্গ ভঙ্গকে সর্ব ভারতীয় রূপ দিতে দ্বিধা করেনি। সারা ভারতের হিন্দুরা বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন।

হিন্দুদের সক্রিয়া সহায়তায় ব্রিটিশ এদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সাম্রাজ্য দীর্ঘায়িত করতে হিন্দুদের সমর্থন ছিল গতিকে হিন্দুদের খোশ করতে গিয়ে ১৯১১ খৃঃ দিল্লীর দরবারে বঙ্গ ভঙ্গ আদেশ বাতিল ঘোষণা করে। মুসলিম লীগ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, হিন্দু স্বার্থ রক্ষার্থে কংগ্রেস গঠিত হয়েছে। দূরদর্শী, বিজ্ঞজনেরা এখান থেকে হিন্দু-মুসলিম বিষয়টি আলাদাভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ১৯০৫ সলে বঙ্গ ভঙ্গ রোধ আন্দোলন এবং ১৯৪৭ বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে উভয় ক্ষেত্রে কারণ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যবন বিদ্বেষ। অখণ্ড বাংলায় ১৯৪৭ সালে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে যা তাদের কাছে চক্ষশূল। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে আস্তে আস্তে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৯২০/২১ সালে খেলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলে।

খেলাফত আন্দোলন

আল-কোরআনের সূরা বাকারার ৩০ আয়াতে স্পষ্টভঅবে বলা আছে, আল্লাহর জমিনের উপর তাঁর বিধান কায়েমের উদ্দেশ্যে আদমকে তাঁর খলীফা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে দ্বিমত ও সন্দেহ নেই। এ খেলাফত হযরত আদম (আঃ) হতে চলে আসছে। অবশেষে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬১০-৬৩২) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর

www.pathagar.com

হাতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। আল-কোরআনে খেলাফতের সংবিধান পুরোপুরি বর্তমান। খেলাফতের মূখ্য উদ্দেশ্য সৃষ্টি জগতে ন্যায়-নীতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তবে জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তর করা নিষিদ্ধ (সূরা বাকারা ২৫৬ আয়াত)। হিযরতের পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় (৬২২-৬৩২) খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর রাঃ) (৬৩২-৬৪৪) এবং পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) (৬৪৪-৬৬১) খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ৬৬১ সালে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার পর খেলাফত উমাইয়াদের হাতে চলে যায়। ৬৬১-৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৯০ বৎসর উমাইয়া গোত্রীয়রা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ আমলে ইসলামের বাণী পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন হয়ে সুদূর দক্ষিণ ফ্রান্স ও সুইজাল্যান্ডে পৌছে। পূর্বদিকে মালাবার উপকূল বাংলাদেশ ও আরাকান হয়ে ক্যান্টনে পৌছে।

৭৫০ সালে খেলাফত আব্বাসীদের হাতে হস্তান্তরিত হয় এবং ১২৫৮ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। এ আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। যার ফলে বর্তমান বিশ্ব উন্নতির শিখরে আরোহন করে। তুর্কীস্থানের দিগ্বিজয়ী হালাকু খান, ২০ মহরম, ৬৫৬ হিঃ মোতাবেক ২৭ জানুয়ারী, ১২৫৮ইং খলীফা ও আব্বাসীয়সহ ১৬ লাখ লোককে হত্যা করে ও বাগদাদ নগরী ধ্বংস করে। তখন বাগদাদ নগরী শ্মশানে পরিণত হয়। এভাবে মুসলিম জাহান প্রায় দুই বৎসর খেলাফত বিহীন ছিল। আবুল কাশেম নামে জনৈক আব্বাসীয় যুবক হালাকু খানের হত্যাযজ্ঞ হতে পালিয়ে রক্ষা পায় এবং অবশেষে কায়রো গিয়ে উপস্থিত হয়। মিসরের সুলতান বায়বারসহ সুন্নী জগত খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অবশেষে সুলতান বায়বার প্রধান কাজীসহ আব্বাসীয় যুবক আবুল কাশেমের পূর্ণ পরিচয় অবহিত হয়ে তাঁকে খলীফা মুনতাছির বিল্লাহ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। (১২৬১ইং ১২ই মে মোতাবেক ৬৫৯ হিঃ ১৩ রজব) অবশেষে ওসমানী তুর্কী সুলতান সেলিম ১৫১৭ সালে মিসরের সুলতানকে পরাজিত করায় খেলাফতের দায়িত্ব তুরস্কে স্থানান্তরিত হয়। এ খেলাফত ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে। (১৯১৪-১৯১৮) একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও মিত্রশক্তি অপরদিকে জার্মানী ও তুরস্ক। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য তুর্কী খেলাফতের অধীনে এবং ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীনে। ভারতবর্ষ হতে যুদ্ধের জন্য ইংরেজরা সৈন্য সংগ্রহ করতো। কিন্তু তুর্কীরা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতো না। কারণ বৃটেন অসির সাথে আরবদের প্রতি মসী (কূটনীতি) চালিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদেরকে বিদ্রোহী করে তুলে। ভারত হতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে যে, এ দেশ হতে সৈন্য সংগ্রহ করে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলবে না। যদিও বৃটিশ শাসক যুদ্ধের সময় ওয়াদা করেছিল তথাপি যুদ্ধোত্তরকালে খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত বহু দেশ ফ্রান্স ও

www.pathagar.com

বৃটেন ভাগাভাগি করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। আর ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণা ছিল কোনভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হবে না। এ হলো খেলাফত আন্দোলনের পটভূমি। ভারতীয় মুসলিম সমাজ বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে না পারায় মওলানা মোহাম্মদ আলী গওহর ও মওলানা শওকত আলী জওহর ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপরদিকে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন অর্থাৎ বিদেশী পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক হয়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। গান্ধীজীকে এ খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতা হিসাবে মনোনীত করা হয়। করাচীতে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২১ইং মোতাবেক ২রা জেলকদ, ১৩৩৯ হিঃ মওলানা মুহাম্মদ আলী গওহরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্সের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মতেই খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিলেটের অধিবাসীরাও এদিকে দিয়ে পিছিয়ে নেই। সিলেটের সঙ্গে হবিগঞ্জ মহকুমার অধিবাসীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলন সাফল্যের দিকে চলছিল। কিন্তু গান্ধীজী হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার ঘোষণা করেন।

কারো কারো মতে গান্ধীজীর অহিংস নীতির মধ্যে কূটনীতি লুক্কায়িত ছিল। কারণ সশস্ত্র সংগ্রামে আযাদী লাভ হলে ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে চলে যাবে। তখন হিন্দু ৭৫%, মুসলমান ২৫% ভোটের কাছে অকেজো হয়ে পড়বে। এ আভাস পাওয়া যায় হযরত মওলানা সৈয়দ হুসেন আহমদ মাদানীর (রহঃ) বক্তব্য হতে। তিনি বলেন যদি সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ অগ্রণী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাহলে মুসলমানের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে। খেলাফত আন্দোলনের সময় মালাবারে মোপলা মুসলমানগণ সশস্ত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। যদিও এটা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, তথাপি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথসহ হিন্দুদের কাছে এটা সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত। বৃটিশ সরকারের চালবাজিতে ও কংগ্রেস পার্টির পদস্খলনে আন্দোলনের যবনিকা পতন হয়। গান্ধী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্দোলন হতে সরে পড়লে দলীয় বিচ্ছেদ আরম্ভ হলো। অপরদিকে বিপ্লবী সূর্যসেন ১৯৩৩ সালে মুসলমানের ছদ্মবেশে রাতের আঁধারে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করায় তা হলো আযাদী সংগ্রাম। তাই খেলাফত আন্দোলন এখানেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সূর্যসেনই মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের ইউনিফরম পরে ও মুসলিম ড্রাইভার আহমদকে নিয়ে ডাকাতি করে, পরে আহমদকে খুন করেন। (ইনকিলাব জন-২১-৩-৯৪ইং)

খেলাফত আন্দোলনের গান ছিল 'সাজ সাজ মুসলমান হাতে লওরে জয় নিশান, দ্বীনের কাজে হওরে আগোয়ান। ইসলাম যদি নাহি রবে, কি হবে জীবন রেখে, ভাল হবে ত্যজিলে পরান।' এ গান পরবর্তীকালে গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হওয়ায় এই গানে ভাটা পড়ে। খেলাফত আন্দোলন উপলক্ষে হবিগঞ্জ

www.pathagar.com

মহকুমার খেলাফতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভলান্টিয়ারগণের গ্রেফতারীই ছিল প্রথম, পরে নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। স্থান বানিয়াচং, তারিখ ২৮শে পৌষ, ১৩২৯ বাংলা মোতাবেক ১৯২২ইং গ্রেফতারকৃত ভলান্টিয়ারনগণ হলো ঃ (১) মৌলভী আব্দুল্লাহ (২) মোঃ উবেদুর রহমান (৩) মৌলভী আব্দুল লতিফ (৪) মৌলভী হাবিবুর রহমান চৌধুরী (৫) রমেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (৬) কালাই উল্লা (৭) লতিফ উল্লা এবং (৮) মৌলভী কাজী গোলাম রহমান। পরের দিন তাদেরকে বানিয়াচং হতে হবিগঞ্জ মহকুমা শহরে পাঠানো হয়। রাস্তায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মিছিল বন্দীদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়। বন্দীদের ব্যান্ডপার্টিসহ মাল্য ভূষিতাবস্থায় কোর্টে হাজির করা হয়। হবিগঞ্জ শহর ছিল নিস্তব্ধ। হাট-বাজারে হারতাল ছিল। কোর্ট প্রাঙ্গণসহ সারা শহর লোকে লোকারণ্য ছিল। এদেরকে দেড়মাস হাজতে রাখার পর একদিন ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে সিলেট জেলে পাঠানো হয়। ইতিপূর্বে আটজনের মধ্যে লতিফ উল্লা ও কালাই উল্লাহকে অসুস্থতার কারণে হাজতবাস হতে মুক্তি দেয়া হয়। এই আটজনের বাড়ী বানিয়াচংই। ওরা ছাত্র ও তরুণ ছিলেন। ওরা হবিগঞ্জ মহকুমার রাজনৈতিক বন্দী হয়ে হাতকড়া পরে সিলেট যান।

তখন সিলেট জেলায় প্রায় দেড়শতেরও অধিক রাজনৈতিক বন্দী নেতৃবৃন্দ এই তরুণদেরকে শুভাশীষ জ্ঞাপন করেন। তৎকালে আসামের বিভিন্ন জেলা হতে এবং ত্রিপুরা হতে রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে এ জেলে আটকে রাখা হতো। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে ছিলেন (১) মৌলভী ফজলুল হক সেলবর্ষী (২) মৌলভী আব্দুল মতিন চৌধুরী (ভাদেশ্বর) (৩) মৌলভী আব্দুল্লাহ বি,এল, (সদর) (৪) মওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী (৫) মওলানা জাহেদ উদ্দিন (খুব সম্ভব ভাদেশ্বরী) (৬) মওলানা ইব্রাহীম চৌতুলী (৭) মকবুল হোসেন চৌধুরী (৮) মওলানা নাছির উদ্দিন ও আসামের বাবু কুলধর চালিহা (৯) মৌলভী ফজলুর রহমান (১০) মানিকচন্দ্র গাংগুলী (১১) বাবু নবীনচন্দ্র ধর ও আরো অনেকে। অল্পদিন পরেই বানিয়াচং রাজনৈতিক মহলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এক বৎসরের কারাদন্ড প্রাপ্ত কয়েকজন সিলেট জেলে আসেন। (১) শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস (জন্ম ১৮৭১ইং এবং মৃত্যু ১৯৪৬ইং)। মহল্লা চৌধুরীপাড়া, বানিয়াচং, (২) বাবু প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচায্য, মহল্লা, চতুরংগ রায়ের পাড়া, তিনি ১৯৪৭-এর পূর্বে দেহতাগ করেন। (৩) মওলানা সৈয়দ সিকান্দার আলী, মহল্লা-সাগর দীঘির পূর্বপাড়, পিতা-সৈয়দ ফরজান আলী, তিনি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। (৪) মাস্টার হাতিম উল্লাহ খান, মহল্লা-তোপখানা, বানিয়াচং, জন্ম-১২৯০ বাং, ৫৯ বৎসর বয়সে ১৩৪৯ বাংরা ইন্তেকাল করেন। তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। (৫) মোঃ আবুল হোসেন খান, পিতা মুন্সী হেদায়েত হোসেন খান, সাগর দীঘির পশ্চিম পাড়, বানিয়াচং। মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খানের পিতা। সিলেট কারাগার হতে তখন হাতে লিখে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত। রাজবন্দীরা গ্রাহক ও পাঠক। সম্পাদক-মওলভী ফজলুল হক সেলবর্ষী, পরিচালক,

www.pathagar.com

মওলভী আব্দুল মতীন চৌধুরী। হবিগঞ্জ মহকুমার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ খেলাফত আন্দোলনে ধৃত হয়ে কারাবরণ করে সিলেট জেলে যান। (৬) মৌলভী আবুল হোসেন সাহেব। (৭) মৌলভী রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, বেতাপুর, নবীগঞ্জ। (৮) মৌলভী আব্দুর রহমান। (৯) মৌঃ আব্দুর রশিদ (১০) কাজী হাবিবুর রহমান। (১১) মৌলানা রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ (রাহঃ) জন্ম-১৮৬০ইং, ইন্তেকাল-১৯৩৮ইং, আমীরখানি, বানিয়াচং, পিতা-মৌলভী দুস্ত মুহাম্মদ।

মৌলানা রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ (রহঃ) একজন আধ্যাত্মিক পীর ছিলেন। সিলেট, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জেলায় তার বহু মুরীদ ছিল। তিনি খেলাফতের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় এবং গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয় কিন্তু জনসাধারণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলে সব বাতিল হয়ে যায়। (১২) বাবু শ্যামচরণ দেব, বি, এ, বানিয়াচং, মহল্লা.রঘু চৌধুরী পাড়া, জন্ম-১২৭৭ বাংলা ২১শে কার্তিক, খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করায় এক বৎসর কারাদন্ড ভোগ করেন। (১৩) অক্ষয় কুমার বিশ্বাস, বানিয়াচং। (১৪) মোঃ হুসেন ঠাকুর, বানিয়াচং (১৫) মোঃ হুসেন খান, বি.এ. বানিয়াচং, (১৬) ডাঃ ইলিয়াস, বানিয়াচং, এম,সি, কলেজের ছাত্র থাকাকালীন খেলাফতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। (১৭) মোঃ আদম আলী মিয়া খানী, বানিয়াচং খেলাফত আন্দোলন কালে শ্বেতাংগ এস,ডি,ও,এর বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি একজন নির্ভীক সেবক ছিলেন। (১৮) মৌলভী সৈয়দ আবুল ফজল, জন্ম-১৯০৬ইং, ইন্তেকাল-১৩৫৩ বাং, পিতা-সৈয়দ আবুল মহসিন, মীর মহল্লা, বানিয়াচং। তিনি একবার স্পেশাল পুলিশের আদেশ অমান্য করায় একদিনের কারাদন্ড ভোগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অগ্রবর্তী কর্মী হিসাবে পশ্চাৎপদ থাকতেন না। (১৯) মৌলভী আব্দুল্লাহ, পিতা-এলাহী বক্স, মহল্লা-তোপখানা, বানিয়াচং। তিনি খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদন্ড ভোগ করেন। তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন। (২০) মৌলভী হাবিবুর রহমান চৌধুরী, পিতা-আব্দুল মজিদ চৌধুরী, চতুরংগ রায়ের পাড়া, বানিয়াচং, ছাত্র জীবনে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন। (২১) মৌলভী আব্দুল লতিফ, বানিয়াচং, ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন। (২২) মোঃ উবেদুর রহমান, বানিয়াচং, ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন। (২৩) রমেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, বানিয়াচং, ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদনড ভোগ করেন। (২৪ ও ২৫) কালাই উল্লাহ ও লতিফ উল্লাহ, বানিয়াচং-এ দুজন অসুস্থতার কারণে হাজতবাসকালে মুক্তি পান। (২৬) মৌলভী কাজী গোলাম রহমান, পিতা-মৌলভী গোলাম আমজাদ, তগবাজখানী, বানিয়াচং, জন্ম-১৯০৫ইং, ছয় মাসের কারাদন্ড (বিনাশ্রম) ভোগ করেন ছাত্র জীবনেই। এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি "বানিয়াচং দর্পণ'' নামে একখানা ইতিহাস লিখেন। এ প্রবন্ধ লিখতে ঐ দর্পণের পুরোপুরি সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি

www.pathagar.com

মনে হয় খেলাফতে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র মুজাহিদ যিনি আমাদের মধ্যে আজও আছেন। হবিগঞ্জ ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ তাঁকে সম্বর্ধনা দিলে প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। এছাড়া আরো অনেকে খেলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। হয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কিন্তু তাদের ইতিহাস রক্ষিত নয়। ছোট বেলা গ্রামের মুরুব্বীদের আলাপ করতে শুনা যেত কিন্তু তখন এসব বুঝার বয়স ছিল না, তাই আগ্রহও ছিল না। তবে দুটি শব্দ ঘনঘন শুনা যেত। শব্দ দুটো হলো- জেহাদ ও খেলাফত। মৌলভী ওমর আলী, গুনই, ফকির বাড়ী, থানা-বানিয়াচং খেলাফত অংশগ্রহণ করেন। তিনি লেখকের গ্রামে প্রায়ই আসতেন। তাঁর সাথে লাঠি থাকতো যার দৈর্ঘ প্রায় ৫ ফুট। লাঠি রাখা তিনি সুন্নাত মনে করতেন। তিনি প্রায়ই খেলাফত ও জেহাদের কথা বলাবলি করতেন। এছাড়া আরো কয়েকজন নাম উল্লেখ করা হলো (১) মৌলভী মোঃ ইসমাইল, রাইয়াপুরী, নবীগঞ্জ। (২) মওলানা মোঃ আসাদুল্লা (রাহঃ) রায়ধর, হবিগঞ্জ এবং তারই শিষ্য। (৩) ক্বারী মওলানা মিছবাহুজ্জামান, কদুপুর, থানা-বানিয়াচং, প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮৪ বাং ইন্তেকাল করেন। (৪) হাজী অছিয়ত উল্লাহ (রহঃ) আলাপুর হবিগঞ্জ এবং তারই শিষ্য (৫) মুন্সী আব্দুল লতীফ, কদুপুর, থানা-বানিয়াচং।

যাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। কারণ রেকর্ডের অভাব। খেলাফত আন্দোলনের পরবর্তী সংস্করণ শুরু হয় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী তৎপরতায় এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আন্দোলনকে পাকিস্তানী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ যে ইতিহাসের ধারা। অপ্রাসংগিক হলেও বলতে হয়, বৃটিশ আমলে আসামের জমিদারদের অনুরোধে বংগদেশ হতে অনেক মুসলমান কৃষক আসামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। মুখ্য উদ্দেশ্য পাহাড়-জংগল কেটে আবাদ করা। কিন্তু ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর মন্ত্রিসভা গঠন করেই এ 'বাঙাল খেদা' অভিযান চালায়। এতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মুসলমানদেরকে বাঙাল বলা হতো। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন হওয়ায় লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। এতে বাঙাল খেদা বিতাড়ন বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে বাঙাল খেদা অভিযান পুনর্জীবিত করে। এতে সারা আসামে মিছিল বের করে প্রতিবাদ জানানো হয়। এদিকে হবিগঞ্জ পিছিয়ে নেই। শহরে বিরাট মিছিল বের হয়। গুর্খা সৈন্যরা গুলী চালায় তবে কেউ আহত ও নিহত হয়নি। একমাত্র দেয়ালে গুলী প্রতিফলিত হয়ে জাহেদ মিয়ার হাতে ছিটকে পড়ে। জাহেদ মিয়া নাছির উদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই। (মাসিক মদীনা ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯২৩ সালে দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশ হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নে বেঙ্গল প্যাকট প্রণয়ন করেন। উদ্দেশ্য মহৎ। অপরদিকে চরমপন্থী হিন্দুরা প্যাকট-এর বিরোধীতা করে। সি আর দাশের পরলোক গমনের সাথে সাথে বেঙ্গল প্যাকট-এর বিলোপ সাধিত হয়।

www.pathagar.com

প্যাকট-এ বঙ্গ দেশে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত ছিল। ব্যতিক্রম কয়েকজন ছাড়া হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রে মুসলিম সমাজকে তাদের অধীনস্থ করে রাখা। ১৯২৫ সালে লাহোরে আর্য সমাজের নেতা হর দয়াল দৈনিক উর্দু প্রতাপ পত্রিকায় ৪ দফা পেশ করেন। (১) হিন্দু সংগঠন (২) হিন্দু রাষ্ট্র (৩) মুসলমানদের শুদ্ধি আন্দোলন অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে রূপান্তর এবং (৪) আফগান ও সীমান্ত এলাকা দখল করে বিজয় প্রতিষ্ঠিত করা। সীমান্ত এলাকা বর্তমান পাকিস্তান। (সৌজন্যে দৈনিক সংগ্রাম তারিখ ২৭-১২-৮৪ইং আফগান দিবস। ১৯৩৬ সালে লাহোরে হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ঘোষনা ঃ Hindustan is primarily for Hindus who live for the preservation and development of ARYA cultare and Hindu Dharma. In Hindustan National race, religion and language outht to be that of Hindus.

উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা কারা

হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় বেহেস্ত হতে অবতীর্ণ হন যথাক্রমে সরন্দীপে (বর্তমান শ্রীলংকা) ও জেদ্দায়। শয়তানও নিক্ষিপ্ত হয় এশিয়া মাইনরে। এককালে সরন্দীপ (শ্রীলংকা) ভৌগোলিক দিক দিয়ে উপমহাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। হযরত আদম (আঃ) শ্রীলংকা হতে কৃষ্ণা নদীর তীর দিয়ে আরবের দিকে চলে যান। কৃষ্ণা নদীর তীরে তিনি অবস্থান করে ছিলেন এ মতামত কোন কোন ঐতিহাসিকের। তবে অবস্থান কতক্ষণ বা কতদিন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রায় তিনশত বৎসরের কাঁদাকাঁদির পর আরবের এক ময়দানে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার মিলন ঘটে। এ কারণে যে ময়দানে তাদের পুনর্মিলন বা পরিচয় হয় সে ময়দানের নাম হয় আরাফাত। এটি আরবী শব্দ বাংলা অর্থ পরিচয় বা জানাজানি। এই আরাফাতে হাজিগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য একই লেবাছে জিলহজ্ব মাসে মিলিত হন। কালের আবর্তনে তাদের বংশধর বৃদ্ধি হতে থাকে। হযরত আদম (আঃ) দশম পুরুষ হযরত নূহের (আঃ) আমলে তাঁর স্বজাতিগণ আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করে। এ মূর্তিরা তাদের দেবতা, এদের সংখ্যা পাঁচ। হযরত নূহ (আঃ) সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তার স্বজাতির মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করে ব্যর্থ হন। পরিণতি খোদায়ী গজব নেমে আসে তাদের উপর।

আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আঃ) একখানা জাহাজ তৈরী করেন। জাহাজের দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট, প্রস্থ ৭৫ ফুট ও উচ্চতা ৪৫ ফুট। জাহাজখানা গফরান কাঠের তৈরী এবং জাহাজে লোহার পেরেকও ব্যবহৃত হয়। জাহাজে আশ্রয় গ্রণকারীদের সংখ্যা কারো মতে ৭২ জন আবার কারো মতে ৮০ জন বনি আদম। তাছাড়া প্রত্যেক প্রকারের জোড়া জোড়া পশু ও পাখি। জাহাজের আরোহী ও জনৈক বৃদ্ধা ব্যতিরেকে সব মানুষ ও জীব-জন্তু ধ্বংস

www.pathagar.com

হয়েছিল। ধ্বংস লীলা ঘটেছিল তুফানের কারণে। এ তুফানে সারা বিশ্বে চলেছিল। তুফান ও প্লাবনের কাল ছয় মাস, ১০ রজব হতে ১০ মহরম, অবশেষে জাহাজ খানা যুদি পাহাড়ে অবরতণ করে। তুরস্ক, ইরান ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যুদি পাহাড় অবস্থিত। জাহাজ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী জনৈক গবেষক ১৯৬২ সালে আবিষ্কার করে আল কোরআনে বর্ণিত তুফানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাস্তব প্রমাণ করেছেন। (দৈনিক ইত্তেফাক ১০ মাঘ, ১৩৮০ বাংলা এবং সূরা কমর।)

তুফানের পর হযরত নূহ (আঃ) ৫০০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। হযরত নূহ (আঃ) আবার নতুন করে জীবন যাত্রা আরম্ভ করেন। তাই তাকে দ্বিতীয় আদম ও বলা হয়। হযরত নূহের (আঃ) তিন ছেলে (১) হেম (২) শেম ও (৩) জুপিটার বা ইয়াফিস। তাদের সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি হতে থাকে। এভাবে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় তারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েন। প্রথম পুত্র হেমের এক ছেলে হেন্দ যার বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি উপমহাদেশের দিকে চলে আসেন। হযরত নূহের পৌত্র এবং হেমের পুত্র হেন্দ উপমহাদেশে আসে বসবাস করতে থাকেন, তাই তার নামানুসারে উপমহাদেশের নামকরণ হেন্দস্থান বা হিন্দুস্থান যা ঐতিহাসিক সত্য। এ কারণে উপমহাদেশের বাহিরে আরবেও এশিয়া মাইনর ইত্যাদি দেশসমূহে উপমহাদেশ হিন্দুস্থান বলে পরিচিত। ইংরেজ নাম দেয় ইন্ডিয়া। আর ভারত বর্ষ নাম হয় স্থানীয় কারণে যা অনেকটা পৌরানিক। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। হেন্দের সন্তানাদিও বেশ কয়েকজন ছিল। তারাও সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েন। তার পুত্রদের মধ্যে বাঙাল, আসাম, গুজরাট, মাদ্রাজ ইত্যাদি। এরা উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে যান এবং তাদের নামানুসারে এলাকার নামকরণ হয়। বাঙাল অত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এবং তার নাম অনুসারে এ দেশের নাম হয় মূলকে বাঙাল। উর্দু ও ফার্সী এবং আরবী ইতিহাসে ইহা মূলকে বাঙাল বলেই পরিচিত। এবং হেন্দ ও তার বংশধরেরা তওহীদ পন্থী ছিলেন তা নিশ্চিত। এ কারণে ইংরেজ আমল পর্যন্ত হিন্দুরা মুসলমানদেরকে বাঙাল বলে ডাকতো। এ তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ফেরেশতা দ্বিতীয় খন্ডে এবং গ্রন্থখানা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। এছাড়া আল-কোরআনে আদম সৃষ্টি, আল্লাহর আদেশ লংঘন, নূহের তুফান ইত্যাদির উল্লেখ বিদ্যমান। সূরা বাকারা ২১৩ আয়াতে ও সূরা ইউনুস ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ মূলতঃ এক ছিল পরবর্তীতে নানা বর্ণের ও নানা ভাষায় রূপান্তরিত। এখানে বলা আবশ্যক যে ঐ ঐতিহাসিক গ্রন্থে আর্যদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। আর্য ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি। অতীত কোন ইতিহাস নেই।

[দুই]

বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ভি,সি পিলার বলেন, "আর্য আগমণের পূর্বে এ দেশে দ্রাবিড়দের শাসন ছিল। (গোলাম মুস্তাফা সংকলন পৃঃ ১৬৯)। আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের পতন

www.pathagar.com

ঘটায়। এই ভিনদেশী আগন্তুক আর্য নামে পরিচিত হয় আরো বহুকাল পরে। ১৮ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও আর্য শব্দ শুনা যায় নাই। এর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৭৮৬ সালে তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এবং প্রেসিডেন্ট অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল স্যার উইলিয়াম জোনস বলেন, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী, পাহলভী, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভাষার মূল ঐক্য আছে। এসব ভাষাভাষী লোকেরা অতীতে এক স্থানে বাস করতো। বংশবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। ঐ পৃঃ ১৭৮। আল-কোরআন তাই বলে।

এ ইঙ্গিতে জার্মান পন্ডিতদের মধ্যে এক চিন্তার উদ্রেক হয়। এদিকে আলোচনায় মনোনিবেশ করেন– ম্যাক্স (Max), মূলার (Mullar), বপ (Bopp), কালা প্রথ (Kalaproth) ১৮৪৪ সালে স্যার টমাস ইয়ং নামক জনৈক মিশর ভাষাবিদ পন্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলিকে "ফেমিলি অব ইন্দো ইউরোপীয়ান ল্যাংগুয়েজ'' বলে অভিহিত করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে "ইন্দো ইউরোপীয়ান রেইচেস'' নামে পরিচয় দেন। এর পরই ইন্দো এরীয়াস বা এরীয়ান নামের উৎপত্তি। (ঐ পৃঃ -১৭৭)। আধুনিক যুগে জার্মান জাতির দ্বারা আর্য থিওরীর সৃষ্টি ও উৎপত্তি। বৃটিশ আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চ ইংরেজী স্কুলসমূহে ৭ম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত "ভারত বর্ষের ইতিহাস'' পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। এ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খৃস্ট জন্মের প্রায় দুই হাজার সাল পূর্বে আর্যরা এশিয়া মাইনর হতে উপমহাদেশে আগমণ করে। ওরা মূর্তি পূজক ছিল। এর আগে দ্রাবিড় সভ্যতা বিরাজ করেছিল। আগন্তুকরা আর্য এবং স্থানীয়রা অনার্য। ঐ ইতিহাসে পরস্পর বিরোধী তথ্য ছিল। সঠিক ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কারণ বাংলাদেশে যারা ব্রাহ্মণ তারা আর্য, বাকীরা অনার্য। এ ধারণার পর থেকে উপমহাদেশের হিন্দুরা বিশেষ করে বর্ণ হিন্দুরা গর্বিত যে তারা আর্য এবং তাদের আর্য সভ্যতা উচ্চ ধরনের। বাস্তবে প্রমাণ নেই। এরা আবার এ দেশে বাঙালী বলে হৈ চৈ করে। আর্য অনার্যের কথা বললে বাঙালী প্রশ্ন অবাস্তব ও অবান্তর।

প্রত্যেক প্রাচীন জাতির একটি আদিম বাসস্থান ছিল। তাদের জাতীয় সংস্কৃতির কিছু না কিছু নিদর্শন আছে। যেমন মিশরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর, বৌদ্ধদের নালিন্দা ও তক্ষশীলা, দ্রাবিড়দের হারাপ্পা ও মহেনজোদাড়ো। আর্যদের তেমন কিছু নেই, মূর্তি পূজা ও যবন বিদ্বেষ ব্যতিরেকে। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম,এ,বি,এল তাই আর্য সমাজের সভ্যতার প্রাচীনতার দাবী মিথ্যা বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এরীয়ান থিওরী ইজ মাইথ অব বেইসড অন সলিড বেসিস অব সেন্টিমেন্ট অব এ হিস্টরিক্যাল নন সেনস। আর্য ধারণা পৌরানিক অথবা আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা ঐতিহাসিক কান্ডজ্ঞান বর্জিত। কোনক্রমে আর্যরা উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা নয়। প্রাচীন সভ্যতা হলো দ্রাবিড় সভ্যতা। তাছাড়া

www.pathagar.com

তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বর্ণ হিন্দু মহাদেবের জটা হতে এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু চরণ যুগল হতে সৃষ্ট। যা অমানবিক এবং সভ্যতার পরিপন্থী। সতীদাহ জঘণ্যতম ও হৃদয় বিদারক কান্ড।

[তিন]

দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার আগে আর্যদের পরিচয় জানার উদ্দেশ্য তাদের আগমন কাল সম্পর্কে অভিহিত হওয়া উচিত। তাদের আগমণ কাল খৃঃ পূঃ দুহাজার সালে। হয়ত কিছু এদিক ওদিক হতে পারে। এটা সর্বজন বিদিত যে ওরা মূর্তি পূজক। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং নমরুদের সময় প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার সালে। নমরুদ মূর্তি পূজক। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তওহীদ বাদী। নমরুদ বেবিলনের সম্রাট। বেবিলন হচ্ছে বর্তমান ইরাক। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদকে তওহীদের দাওয়াত দেন। এতে নমরুদের হিংসা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয়। কারণ সে মূর্তিপূজক। বাতিলের প্রতীক। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে জ্বালিয়ে শেষ করার উদ্দেশ্যে সে এক প্রকান্ড অগ্নিকুন্ড তৈরী করে। এতে বেশ সময় লাগে। অবশেষে একদিন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে এক লম্বা গাছের মাথায় বেঁধে দূর থেকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে। নমরুদের বিশ্বাস ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ) অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাবেন এবং সে নিষ্কন্টক হয়ে যাবে। কিন্তু এ সংগ্রাম ছিল হক ও বাতিলের। ঈমান কোন দিন অগ্নিতে জ্বলে না, পানিতে ডুবে না। ইব্রাহিম (আঃ) ঈমানের বলে অগ্নিতে দগ্ধ হন নই। কারণ অগ্নি তার দাহন শক্তি হারিয়েছিল (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৬৯) হে অগ্নি, ইব্রাহিমের (আঃ) উপর প্রয়োজন মত শীতল হয়ে যাও। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সুদীর্ঘ ৪০ দিন পর অক্ষত অবস্থায় অগ্নি হতে বের হয়ে আসেন। আল্লাহর প্রতি ইব্রাহিমের ইস্পাত কঠিন ঈমানই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছে। এটা আমাদের আদর্শ ও শিক্ষা। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঈমানই আণবিক শক্তি।

বেবিলন বা বর্তমান ইরাকের চারিদিকে আরব, ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও তুরস্ক। নিশ্চয় নমরুদের তৈরী অগ্নিকান্ডের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) অক্ষত অবস্থায় অগ্নিকুন্ড হতে বের হয়ে আসায় নমরুদ দিশে হারা। অবশ্য ইব্রাহিমের (আঃ) স্রষ্টাকে হত্যা করার জন্য শকুনের সাহায্য নিয়ে উপরে উঠে ও ব্যর্থ। অবশেষে খোদায়ী গজব নেমে আসে। এখানে মশার আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। নমরুদের শেষ নিঃশ্বাস লেংরা মশার কামড়ে। বেবিলনের সম্রাট নমরুদের মৃত্যু লেংরা মশার কামড়ে। খোদাদ্রোহীরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেকের মতে খোদায়ী গজবে ভীত হয়ে ঐ এলাকার জনগণ তাদের মূর্তিসহ পূর্ব দিকে চলে আসে। হয়তো প্রথমে ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার দৃশ্য উপভোগ করেছিল। কিন্তু ইব্রাহিম (আঃ) এর অক্ষত অবস্থায় অগ্নি হতে পরিত্রাণ লাভ এবং অপর দিকে নমরুদের উপর খোদায়ী গজব নাযিল হওয়া দর্শন করে ঐ এলাকা হতে তারা

www.pathagar.com

দূরে চলে আসে। সাথে নিয়ে আসে মূর্তিপূজা। এবং নমরুদকে স্মরণ করার জন্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার দৃশ্য সঙ্গে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়, এ পূজা চৈত্র মাসের শেষ তারিখ। কথিত আছে নমরুদ নাকি চড়ক গাছের সাহায্যে ইব্রাহিম (আঃ) কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল। ওরা নমুরুদের সুন্নাত চড়ক পূজা পালন করে এবং তওহীদী জনতা কোরবানীও হজ্ব মারফত ইব্রাহিমের (আঃ) সুন্নাত পালন করেন। এ চড়ক পূজার দ্বারা প্রমাণিত যে ওরা ভয়ে ভীত হয়ে এদিকে আসে উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং নিজেদের আর্য বলে প্রচার করে। ওরা নমরুদের স্বগোষ্ঠী বা সমসাময়িক জনগোষ্ঠী যারা বাতিল বলে গণ্য।

এছাড়া হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) ভাতিজা হযরত লূত (আঃ) বর্তমান ফিলিস্তিনে ছিলেন। তারা নবীর আদেশ মত না চলায় খোদায়ী গজব নেমে আসে, এ এলাকা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ খোদায়ী গজবের ভয়ে ভীত হয়ে আশপাশের দেশের জনগোষ্ঠী পূর্বদিকে চলে আসে। এদের আগমণ সময় এবং হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) সময় একই সময় বলে মনে হয়। তাছাড়া আর্যদের উপমহাদেশে আগমণ ঐ একই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দুই হাজারসালে। একমাত্র চড়ক পূজার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আর্যরা নমরুদের গোষ্ঠী বা অনুসারী। মেয়েদের কপালে লাল ফোটা দেয়া নমরুদের সুন্নাত। এর প্রচলন উপ-মহাদেশে। এছাড়া সাম্প্রতিক তথা কথিত আর্য কর্তৃক বাবরী মসজিদ ধ্বংস ৬-১২-৯২ইং। ওরা প্রমাণ করে দিল যে তারা নমরুদের স্বগোষ্ঠী বা অনুসারী। সত্যি বলতে কি বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে নমরুদ ও ইব্রাহিমের (আঃ) সংগ্রাম।

[চার]

দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রায় খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে। সম্প্রতি এর ধ্বংসাবশেষ পাকিস্তানের মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তওহীদী আদর্শের উপর ভিত্তি করে। মনে হয় ওরা পথভ্রষ্ট হওয়ায় ধ্বংস লীলা শুরু হয়। যেমন ঃ আদ, ছামুদ ইত্যাদি জাতিরা খোদায়ী গজবে ধ্বংস হয়। দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ বিশেষ যত্ন সহকারে মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত। বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় চিন্তাবিদ, ই, ভি, রামস্বামী নাইকার ১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ এক বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করছেন যে তামিলদের ধর্ম ছিল ইসলাম। তিনি তার জাতিকে এই বলে আহ্বান জানান যে, অনুগ্রহপূর্বক ইসলামকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্ম মনে করে অবজ্ঞা করবেন না। দ্রাবিড়দের ধর্ম নবী মুহাম্মদ (সাঃ) খৃষ্ট, বৌদ্ধ, কিংবা আর্যদেবতা রাম, শিব ও বিষ্ণুর থেকে প্রাচীন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দ্রাবিড়দের ধর্ম ইসলাম ছিল। (সৌজন্যে মাসিক পৃথিবী ফেব্রুয়ারী ৮৮)। দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠে আর্য আগমণের পূর্ব যুগে। এবং আর্যরা পৌত্তলিক। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

[পাঁচ]

উপমহাদেশে "বেদ'' ধর্মগ্রন্থ হিসাবে খ্যাত। তবে বেদের যুগ নিয়ে একাধিক মত বিরাজ করছে। বেদে মূর্তির পূজার গন্ধ নেই। বেদে একেশ্বর বাদের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সবাই একমত। এমন কি বেদে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী বিদ্যামন। বেদ ঐশী গ্রন্থ কিনা এ বিষয় বিতর্কিত। তবে বেদের শিক্ষা ঐশ্বরিক শিক্ষার পরিপন্থী নয়। এ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় উপমহাদেশে মূর্তি পূজা সৃষ্টি হয় নাই। পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলেন, মূর্তি পূজা এ দেশে সৃষ্টি হয় নাই। গ্রীক বা আশে-পাশের দেশ হতে আমদানী। মূর্তি পূজা এমনই আসে নাই। হয়ত যারা বাহির থেকে আসছে তারাই মূর্তিপূজক ছিল। মূর্তি পুজকদের আগমণ ঐ নমরুদের উপর খোদাই গজব নাযিল হওয়ার কারণে। গজব নাযিল হওয়ার সাথে বা কিছু পরে ওরা আসে। নমরুদের বহু দেতা ছিল।

[ছয়]

ভারত বর্ষ নামকরণে ইতিহাসের চেয়ে পৌরাণিক কাহিনীই প্রাধান্য পায়। কথিত আছে কন্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা নামে এক বালিকা ছিল। রাজা দুষ্মন্ত বনে প্রবেশ করেন। শকুন্তলার সাথে ঘটনাক্রমে রাজার সাক্ষাত হওয়ায় রাজা শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। কিছু দিন পর মুনি শকুন্তলাকে রাজ দরবারে প্রেরণ করেন। রাজ দরবারে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান হয়ে আশ্রমে ফিরে আসে। কয়েকদিন পর তার এক ছেলে হয়। মুনি নাম রাখেন ভরত এবং ঘোষণা দেন যে ভরত হতে এদেশের নাম ভারত বর্ষ হবে। তাহলে এর আগে এখানে জনবসতি ছিল এবং এলাকার নামকরণও ছিল। এ উপমহাদেশে অতীতে ও বর্তমানে অনেক কিছু কল্পনার কারণে অপভ্রংশে রূপান্তরিত। যেমন কারো মতে নূহকে মনু করা হয়েছে। দশরথ, রাম শব্দ ইত্যাদি বাহির হতে আমদানী। বাহারায়ে আরবকে ভৈরব, সাবা+উর কে সাভার, ঈশা খার দিঘীকে ঈশ্বরদী, মদীনাপুরকে মেদিনীপুর, বড় দেওয়ানকে বর্ধমান ইত্যাদি। অযোধ্যায় এক মন্দিরের কাছে বড় এক সমাধি বিদ্যমান। জনমত হলো হযরত আদমের (আঃ) পুত্র হযরত শীষের (আঃ) সমাধি। (মাসিক পৃথবী, ফেব্রুয়ালী ৮৮ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশে হউক আর অযোধ্যায় হউক এটা নিশ্চত যে হযরত শীষ (আঃ) তার দলবলসহ এদেশে আসেন তা না হলে তাঁকে কেমন করে দাফন করা হলো। এ উপমহাদেশে একজন নবীর সমাধি প্রমাণ করে তওহীদী জনতা এদেশের আদি বাসিন্দা। অবশ্য এ বিষয়ে আরো গবেষণা আবশ্যক। রাসূলে পাকের (সাঃ) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত ঘটনা দাক্ষিণাত্যের রাজা বেরুমান পেরুমল স্বচক্ষে দর্শন করে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ কনের। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ।

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠকবর্গ অত্র নগণ্য লেখকের তথ্যাদি আপনাদের সামনে পেশ করা হলো এখন নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে অনুরোধ রইলো। একাধিক কারণে একেশ্বরবাদীরা এ দেশে আদি বাসিন্দা এবং আর্যরা বহিরাগত। আল্লাহর জমিনে তাঁর অনুগত বান্দারাই আদি বাসিন্দা হওয়া স্বাভাবিক। হযরত ইব্রাহিম কর্তৃক পুনর্নির্মিত কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তির সমাবেশ হওয়ায় কাবা শরীফের আদি বাসিন্দা মূর্তি পূজক হতে পারে না। তাওহীদবাদীরাই কাবা শরীফ এলাকার আদি বাসিন্দা। তথাপি বিস্তারিত গবেষণার জন্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উপমহাদেশে মুসলমানরা আদি বাসিন্দা আর আর্যরা বহিরাগত। জামালে মোস্তফা মৌলভী আবুল মুহসেন হাসান সাহেব রচিত তাফরিহুল আছকিয়া ফি আহওয়ালিল আম্বিয়া গ্রন্থের ১০৩ পৃঃ বাবে আদম। উল্লেখ্য আছে যে, হযরত আদম (আঃ) স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে স্বরণদ্বীপে আবতীর্ণ হন এবং ফেরেশতার সাহায্যে ৪০/৪৫ বার আরবে অবস্থিত বর্তমানের খানায়ে কাবা তোয়াফ করেন। এ গ্রন্থের ১২২ পৃঃ বলা হয়, হযরত শীষের (আঃ) সমাধি তার পিতার সমাধির কাছে বা বর্তমান অযোধ্যায়। (মাসিক ইসলামী জীবন, আগস্ট সংখ্যা ও সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৯৪ ইং ছাপা হয়েছে।

হিন্দু সমাজে মুসলমানকে বিলীন করার ষড়যন্ত্র

১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ইতিহাসে ইহা নেহেরু রিপোর্ট হিসাবে খ্যাত। রিপোর্টের বক্তব্য মুসলমানকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে বিলীন হতে হবে। যুক্তি হলো শক, হুণ ও গ্রীকরা উপমহাদেশে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা আলাদা থাকবে কেন? পন্ডিত মতিলাল নেহেরু নিশ্চয় পন্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু ইতিহাসে আনাড়ী। শক, হুণ ও গ্রীকদের কোন আদর্শ ছিল না। তাই হিন্দু সমাজে মিশে যায়। অপরদিকে মুসলমানরা ঐশ্বরিক আদর্শের অনুসারী। এ দেশে তাদের আগমণ ইসলামের বাণী নিয়ে বিজয়ী হিসাবে। দলীত সমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করা তাদের আদর্শ। তারা কখনও পৌত্তলিক সমাজে বিলীন হতে পারে না। তাদের স্বতন্ত্র বহাল রাখতে হবে। নেহেরু রিপোর্টকে মুসলিম লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও মওলানা মুহাম্মদ আলী ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কায়েদে আযম মুসলমানের স্বতন্ত্র রক্ষার্থে ও সংখ্যা লঘুর রক্ষা কবচ হিসাবে ১৪ দফা পেশ করেন। যাতে ভারতের অখন্ডতা বহাল থাকে। ১৪ দফা দাবীর মধ্যে প্রধান ৫টি দফা উল্লেখ করা হলো ঃ

১ম-ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

২য়-প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত বিষয়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকবে।

৩য়-কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক তৃতীয়াংশ মুসলমান পাবে।

৬ষ্ঠ-সরকারী চাকুরীতে মুসলমানের ন্যায্য অধিকার থাকবে।

www.pathagar.com

৭ম- ধর্ম-কর্মে মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

কংগ্রেস মুসলিম লীগের ১৪ দফা গ্রহণ করতে রাজী নয়। ভারতের লোক সংখ্যা ৪০ কোটি। হিন্দু ৩০ কোটি, অর্থাৎ ৭৫% এবং মুসলমান ১০ কোটি অর্থাৎ ২৫% তাদের উদ্দেশ্য ভারতকে স্পেনের মত মুসলিম শূন্য করা যা সম্ভব নয়। তাই ২৫% কে ৭৫% এ বিলীন করা তাদের উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ৭৫% এর কাছে ২৫% মূল্যহীন। তাই সংখ্যা লঘুর রক্ষা কবচ ছিল ১৪ দফায়। হিন্দুরা এর ঘোর বিরোধী। মওলানা মুহাম্মদ আলী হিন্দুদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে বিলেতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রাক্কালে উত্তর ভারত মুসলমানের এবং দক্ষিণ ভারত হিন্দুদের জন্য প্রস্তাব করেন। মওলানা মুহাম্মদ আলীর আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।) দুঃখের বিষয় মওলানা দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নাই। তিনি ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩১ ইংরেজী লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। জেরুজালেমে তাঁকে দাফন করা হয়। ৯ বৎসর পর লীগ ভারত বিভাগ প্রস্তাব পাশ করে।

১৯৩৭ সালে লীগ সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নাই। কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৭টা প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে ওয়ার্দা স্কীম চালু করে। ওয়ার্দা স্কীম মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গান্ধী পূজা এবং বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত হিসাবে চালু। জাতীয় সংগীত হিসাবে অনৈসলামিক আদর্শ বন্দে মাতরমকে ঘোষণার দ্বারা কংগ্রেস প্রমাণ করলো সে হিন্দু প্রতিষ্ঠান। শেখ আব্দুল্লাহ বলেন, বন্দে মাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে কংগ্রেস প্রমাণ করল সে সাম্প্রদায়িক হিন্দু প্রতিষ্ঠান। তিনি আরো বলেন, হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণমনা। মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা-আযাদ, জাকির গং অরনামেন্টেল হেড অর্থাৎ শোভা বর্ধনকারী অলংকারের মত, জিন্নাহ এ সবের উর্ধ্বে। কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহ প্রণীত The Burning of Chinar বইটি দ্রষ্টব্য। কায়েদে আজম মওলানা আযাদকে কংগ্রেসের "শো-বয়" বলতেন। বাস্তবে তাই ছিল।

মওলানা আজাদ ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় দুইজন মুসলমানকে অন্তর্ভূক্ত করতে পন্ডিত নেহেরুকে অনুরোধ করে ব্যর্থ হন। যদি ঐ দুজন মুসলমানকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হতো তাহলে সহাবস্থান গড়ে উঠতো এবং ইতিহাস স্বাভাবিকভাবে সঠিক পথে চলত "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম"। এখানে বলতে হয়, কয়েদে আযম প্রথম জীবন হতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাই মিসেস সরোজিনী নাইডুকে বলতে শুনা যায় জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। Jinnah is an Ambassador of Hundu-Muslim unity. স্বীকৃতিস্বরূপ বোম্বেতে পাবলিক জিন্নাহ হল বিরাজ করছে। সেখানে জিন্নাহ হলের নাম গান্ধী হল করা হয়নি।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বাস্তবে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দেন গান্ধীজী। ১৯১৫ সালে তিনি নাটাল হতে দেশে ফিরেন। তাকে সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়। গুজরাট অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান করা হয় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে। তখন গান্ধীজীর

www.pathagar.com

বক্তব্য এখানে কি কোন হিন্দু ছিল না? (পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা ১৯৮৭ইং)। সান্ধ্য উপাসনায় গান্ধীজীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায়। একদিকে তিনি মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বীকার করেন না, কিন্তু তার উপাসনা অনুষ্ঠানে বেদ ও বাইবেলের সাথে সুরা ফাতেহা পাঠ করা হত। আবার তিনি বলতেন, আমার মরা লাশের উপর দিয়ে ভারত বিভাগ হবে। অথচ মাউন্ট ব্যাটন বড় লাট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ শুনে ভারত মাতা দ্বিখন্ডিত করার সাথে বঙ্গমাতা ও পাঞ্জাব মাতাকে দ্বিখন্ডিত করার দাবী করেন। উভয় প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এ ক্ষেত্রেও গান্ধীজীর নীতি মুসলমানের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতে সাম্প্রদায়িকতার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।

১৯৩৯ইং ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার ডানজিগ আক্রমণ করে। বৃটেন ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বৃটিশ দরদী কংগ্রেস নেতা গান্ধীজী বড় লাট লর্ড লিন লিথগোর সাথে দেখা করে জানালেন, "এ যুদ্ধে তার সহানুভূতি সম্পূর্ণ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দিকে। হিটলারের বোমার ঘায়ে ওয়েস্ট মিনিস্টার ও এ্যাব বা পার্লামেন্ট ভবন ধ্বংস হবে, সে দৃশ্য তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার অভিমত বৃটিশের সংকটকালে তার সহযোগিতা ভারতের কাম্য। এটা অহিংসার পথ (আমি সুভাষ বলছি পৃঃ-৪৬৮)। এ বিষয়ে পন্ডিত নেহেরুর বক্তব্য "বৃটেন যে সময়ে জীবন মরণ সংগ্রাম ব্যাপৃত, সে সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হলে ভারত বর্ষের পক্ষে সেটা সম্মান হানিকর কাজ হবে।'' (ঐ ৪৬৮ পৃষ্ঠা)।

সমর পরিষদ গঠন নিয়ে মত বিরোধ হওয়ায় প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগ এই পদত্যাগকে ২২-৯-১৯৩৯ ইং নাজ্যত দিবস পালন করে। Day of Deliverance) হরিজন নেতা ডঃ আম্বেদকর লীগের এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান। কংগ্রেস গঠিত হয় ইংরেজের সহায়তায়। তখন হিন্দু গ্রাজুয়েট সংখ্যা ১৬৫২ এবং মুসলমান গ্রাজুয়েট সংখ্যা ২৬ জন। কংগ্রেস গঠিত হওয়ার সময় হতে সক্রিয় ও দূরদর্শী মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের নীতি ও আরচণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আসছেন। সেই কংগ্রেসের হিপোক্রেসী নীতি ও আচরণ বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হিন্দুদের কাছে পৃথ্বিরাজ (পেরাডাইস লস্ট) স্বর্গচ্যুতি। আর পার্বত্য মুষিক শিবাজী (পেরাডাইস গেইন্ড) স্বর্গলাভ। বোম্বেতে গঠিত হলো হিন্দু ধর্ম অন্তরায় অপসারণ সমিতি এবং কলিকাতায় গোরক্ষা সমিতি, নারী রক্ষা সমিতি গঠন করা হয়। যা মুসলমানের অনুকূলে নয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে রচিত ও প্রকাশিত "শিবাজীর দীক্ষা'' বইর ভূমিকা লিখেন। এতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং শিবাজী উৎসবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয়। তাছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর ইতিহাস থেকে সর্বজন স্বীকৃত কোন নেতা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ পুতানা হতে আমদানী করা হয়। "লেঃ কর্নেল জেমস টড লিখিত Anals of

www.pathagar.com

Antique of Rajastan পুস্তক হতে সব গৃহীত। রাজপুত ব্যক্তিগুলিকে মহান ও শক্তিধর হিসাবে চিত্রিত করে হিন্দু জাতীয়তাবোধে সৃষ্টি করা হয়। হিন্দু জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে গোপাল কৃষ্ণ, গোখলে, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিন চন্দ্রপাল অগ্রগামী। শিবাজীর আদর্শ হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের আদর্শ ইন্ডিয়া ডকট্রিন, অখন্ড ভারত ও রাম রাজত্ব অর্থাৎ স্পেনের মত ভারতকে মুসলিম শূন্য করা। অন্তত তাদের লক্ষ্য ৭৫% হিন্দুতে ২৫% মুসলমান সমাজকে বিলীন করা। হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ১৭৬১ সালে ১৪ই জানুয়ারী পানি পথের রণাঙ্গনে বাতাসে বিলীন হয়ে যায়। ফজরের পর যুদ্ধের দামামা বাজে, আছরের আগেই মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়। আবদালীর মুজাহিদ ৫০ হাজার এবং মারাঠা ২ লক্ষ ৫০ হাজার।

কংগ্রেসও হিন্দু নেতাদের নীতি ও আচরণে অতিষ্ট হয়ে ১৯৪০ সালে ২৩শে মার্চ লাহোরে কায়েদে আযমের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের উপস্থাপনায় এক প্রস্তাব পাশ করা হয় যে উপ-মহাদেশের বিপরীত এলাকাদ্বয়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্টেটস গঠন করা। লাহোরে কেন এ প্রস্তাব পাশ করা হলো। তার ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান। লাহোরে ১৯২৫ সালে দৈনিক উর্দু প্রতাপে ঘোষণা এবং ১৯৩৬ সালে হিন্দু মহাসভার ঘোষণা যা প্রবন্ধের প্রথমে বলা হয়েছে। এ কারণে লাহোরে প্রস্তাব পাশ করা হয়। ইতিহাসে এটা "লাহোর প্রস্তাব'' নামে পরিচিত।

এখানে সুভাষ বসুর প্রতি কংগ্রেসী নেতা গান্ধী, নেহেরু গংদের মনোভাব উল্লেখ করা যায়। বলা আবশ্যক সুভাষ বসু বাঙ্গালী আর গান্ধী, নেহেরুরা অবাঙ্গালী বা মাড়ওয়ারী। হরিপুর কংগ্রেসে ও ত্রিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ বসুকে নানাভাবে অপমান করা হয়। হরিপুর কংগ্রেসে নির্বাচিত সুভাষ বসুর ভাষণে গান্ধীবাদী নেতারা অবাক; কারণ চরখার কথা নেই, গো-রক্ষা সমিতির কথা নেই, আছে শুধু সংগ্রামের কথা। (আমি সুভাষ বলছি ৪২৮ পৃষ্ঠা)। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষ বসুর বক্তব্য "ভারতের সামনে আজ এক মহা সুযোগ এগিয়ে এসেছে কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা, যে হোক না কেন, তারা যদি আসন্ন এ সংগ্রামে রাজী হয় তবে প্যাক্ট তো দূরের কথা আমি আজীবন তাদের গোলামী স্বীকার করে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না। ইংরেজের গোলামীর শেষে যদি দেশবাসীর গোলামী আমাকে করতে হয় তবে আমি সব সময়ই প্রস্তুত।'' (ঐ পৃষ্ঠা -৪৭৫)। নাগপুর সম্মেলনের শেষে তাঁর ভাষণ "আমাদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা কোন দল নয়, কোন সম্প্রদায় নয়, ব্যক্তি বিশেষও নয়, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই বহু আকাংখিত স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হবে। কারণ ভারত শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, সবারই। আমি সচ্চিন্তকরণে বিশ্বাস করি যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সন্তোষজনক মিমাংসা করা এমন কিছু কষ্টকর কাজ নয়।'' (আমি সুভাষ বলছি)।

www.pathagar.com

২৯শে জুন ১৯৪০ইং এলবার্ট হল। হল ওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সুভাষ বসুর বক্তৃতা। ৩রা জুলাই ১৯৪০ ইংরেজী আন্দোলন শুরু হবে। সুভাষ বসু নিজে ১ম দিনের বাহিনী পরিচালনা করবেন। সুভাষ গ্রেফতার হলেন ২রা জুলাই ১৯৪০ ইংরেজী। প্রতিবাদ করলেন মেয়র মিস্টার সিদ্দিকী ও এ কে ফজলুল হক। এর প্রতিবাদে বোম্বে করপোরেশন তাদের অধিবেশন স্থগিত রাখলো। অথচ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং সুভাষ বসুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। ১৩-৭-৪০ইং তারিখে আব্দুল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা হলো এলবার্ট হলে। ইংরেজের নির্দেশে খবরের কাগজে ছাপা হবে না, সভা সমিতি বন্ধ। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা রুখে দাঁড়ান। পুলিসের লাঠি চার্জ পরে সমস্ত ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে এল। হল ওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ হলো (আমি সুভাষ বলছি)। গান্ধীজীর ভাষায় সুভাষ "Spoilt Child" নষ্ট ছেলে। তাকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সুভাষ বসু কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণকরে দেশ ত্যাগ করেন। সুভাষ বসুর গোপনে দেশ ত্যাগের পশ্চাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রাহঃ)। যিনি প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর পরামর্শে সুভাষ বসু দাঁড়ি-গোঁফ রাখেন। সুভাষ বসু কাবুলীওয়ালার পোশাকে এবং মওলানা জিয়া উদ্দিন নাম গ্রহণ করে সীমান্ত দিয়ে দেশ ত্যাগ করে কাবুলে পৌছেন এবং সেখান থেকে জাপানে যান। তার সঙ্গে মওলানার পরিচয়পত্র থাকায় তার কোন অসুবিধা হয়নি। এছাড়া সুভাষ বসু মওলানার একখানা চিঠি নিয়ে জাপান সামরিক বাহিনীর সেনাপতির কাছে রিপোর্ট করায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। (সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ২৫ নবেম্বর হতে ১লা ডিসেম্বর ৯৮ইং)।

প্রাচ্যের রণাঙ্গণে বৃটিশ বাহিনী জাপানের কাছে পরাজয়বরণ করে। জাপান, বার্মা, সিংগাপুরসহ প্রাচ্যের সবগুলো দেশ দখল করে নেয়। বহু বৃটিশ বাহিনীর সেনারা জাপানের কাছে যুদ্ধ বন্দী হয়ে যায়। সুভাষ বসু যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। আযাদ হিন্দ ফৌজ নব উদ্যমে আক্রমণ চালায় এবং মনিপুরের বিষণপুর অঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে। অপরদিকে বৃটিশ বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ণ উদ্যমে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জাপানকে পরাজিত করে। ফলে আযাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে ভারতে ফিরে আসে। যুদ্ধ বন্দীদের সামরিক আদালতে বিচার হয়। তাদের পক্ষে হরতাল হয়। অবশেষে যুদ্ধ বন্দীরা খালাস পান।

যুদ্ধের সূচনাতে কংগ্রেসী নেতারা বৃটিশ দরদী হয়ে উঠলেও পরবর্তীতে এ দরদী ভাব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। Spoilt Child আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করায় কংগ্রেস "ভারত

www.pathagar.com

ছাড় প্রস্তাব পাস করে। ৮ই আগস্ট ১৯৪২ইং হতে স্কুল কলেজে হরতাল ডাকা হয়। মুসলমান ছাত্ররা হরতাল হতে দূরে থাকেন। কয়েক মাস পর হরতাল প্রত্যাহার করা হয়।

সিলেটে গণভোট ১৯৪৭

১৯৪৫ সালের আগষ্টে আমেরিকার সন্ত্রাসী তৎপরতা অর্থাৎ পরাজিত জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহরদ্বয়ের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস লীগ ও অন্যান্য নেতাকে সিমলা সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। সবাই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্টের পুনরাবৃত্তি ঘটায় সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পন্ডিত মতিলাল নেহেরু কর্তৃক প্রণীত "নেহেরু রিপোর্ট"- এ বলা হয়েছিল মুসলমানের স্বতন্ত্র গ্রহণীয় নয়। তারা যেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। লীগ, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও মওলানা মুহাম্মদ আলী ঘৃণাভরে এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। আর সিমলা সম্মেলনে পন্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু পিতারসুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা দিলেন, "ভারতে দুটো দল ঃ একটা ভারত সরকার অপরটা কংগ্রেস। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সবার প্রতিনিধিত্ব করে।" লীগ হাই কমান্ড প্রত্যুত্তরে বলেন, ভারতে আরেকটা দল আছে মুসলমানের প্রতিষ্ঠান লীগ। কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। বাস্তবে কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় বরং বর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসে মুসলমান ও তফসিলীদের স্থান নেই। এখানে বলতে হয় নেহেরু পরিবারের যবন বিদ্বেষই উপমহাদেশের দু অঞ্চলে দুটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে, যা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য।

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের মার্চে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে লীগ ও কংগ্রেসের অবস্থান ফয়সালার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান মুসলিম ছাত্র সমাজকে সম্বোধন করে বলেন, পরাধীন দেশে এম, এ; বি, এ, ডিগ্রী লাভের চেয়ে স্বাধীন দেশে মুর্খ থাকাও শ্রেয়। এ আহ্বানে ভারতের মুসলিম ছাত্র সমাজ ব্যালট যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিলেটের ছাত্র সমাজও এ আন্দোলনে পিছিয়ে নেই। এ ব্যালট যুদ্ধকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্যে পূজার ছুটির সময় (১৯৪৫) সিলেটের ছাত্র সমাজ এক সম্মেলনের আয়োজন করে; মজুমদারীতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ ও মৌলভী বাজার হতে ছাত্ররা এ সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া সদর সিলেটের ছাত্ররাও রয়েছেন। লেখকও হবিগঞ্জ দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব মতে, প্রথম করণীয়-মহিলাসহ

www.pathagar.com

ভোটার তালিকায় ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনগণের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করা। নির্বাচন উপলক্ষে ১৯৪৬ সালে কায়েদে আযম মার্চের প্রথম সপ্তাহে সিলেট ভ্রমণ করেন এবং সিলেটের শাহী ঈদগাহে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দেন। এ ছাড়া লিয়াকত আলী খান ও হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হবিগঞ্জ ভ্রমণ করেন। হবিগঞ্জ ঈদগাহে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁরা ভাষণ দেন। কলিকাতার মওলানা নূরুজ্জামান হবিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ জনসভায় নির্বাচন উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন প্রমাণ করে দিল যে, লীগ ও কংগ্রেস যথাক্রমে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৪৬ ইংরেজীর সাধারণ নির্বাচনের পরপর মুসলিম লীগ নির্বাচিত সদস্যদের দিল্লীতে এক সম্মেলনে হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্রদ্বয়ের পরিবর্তে রাষ্ট্র-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এং কনভেনশনে তা পাশ হয়। এটা যুক্তিসঙ্গত ছিল, যেহেতু কোন অংশই একা দাঁড়াতে পারতো না। ১৫ই আগস্ট ৪৭ইং পূর্ব পাকিস্তানে ১৭ টা জেলার প্রায় ১৫টি জেলার ডি. সি. ছিলেন সিলেটি। মানিক মিয়া সংকলন ১৯৭৩ইং প্রদত্ত তথ্য ১৯৪৬ই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সময় বঙ্গদেশে মাত্র ৬ জন মুসলিমএস. ডি. ও . ছিলেন।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের অবস্থান আরো দৃঢ় হলো। যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্যে বৃটিশ সরকার তিনজন মন্ত্রী (ক্রিপস, প্যাথিক লরেন্স ও আলেকজান্ডার) নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন ভারতে পাঠায়। এ মিশন লীগ ও কংগ্রেসসহ ভারতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৬মে মন্ত্রী মিশন তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁদের পরিকল্পনায় গ্রুপিং প্রথা ছিল। ভারত বর্ষকে ৩ গ্রুপে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রে থাকবে প্রতিরক্ষা, অর্থ ও বৈদেশিক বিষয়। ৩টা গ্রুপের অধীনে থাকবে প্রদেশসমূহ। ১নং গ্রুপ 'এ' এতে থাকবে বিহার উড়িষ্যা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ। ২নং 'বি' গ্রুপে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ। ৩ নং 'সি'তে আসাম ও বাংলা। এ অনেকটা লাহোর প্রস্তাবের নামান্তর মাত্র। কারণ 'সি' হলো পুর্ব পাকিস্তান; 'বি' পশ্চিম পাকিস্তান এবং 'এ' ভারত। লীগ ও কংগ্রেস নীতিগতভাবে এ গ্রুপিং প্রথা গ্রহণ করে। এতে কংগ্রেসের অখন্ড ভারত ও লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা ছিল। মৌলানা আজাদ এ সম্পর্কে বলেন ঃ It is a good event that a country is going to achieve independent without any blood shed. এটা শুভ লক্ষণ যে এ একটা দেশ বিনা রক্তপাতে আজাদী লাভ করতে যাচ্ছে। যদি সে মুহূর্তে মওলানা আজাদ পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতেন তাহলে ইতিহাস তার নির্ধারিত পথেই চলতো। এ সময়ে মৌলানা আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি না করে পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করায় ইতিহাস তার পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেল।

—৩

www.pathagar.com

নব নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই বোম্বেতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন। অনেকের মতে, তাঁর অসময়োপযোগী বক্তব্যই পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ। তাঁর বক্তব্য হলো ঃ আমরা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ক্ষমতায় আসার জন্য; ক্যাবিনেট মিশন প্লান বাস্তবায়ন করা নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছার উপর। এখানে বলা আবশ্যক কংগ্রেসের তিনটা ভোট ৭৫% এবং লীগের একটা ভোট ২৫% । গণতান্ত্রিক ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। মওলানা আজাদের মন্তব্য "এটা এমন একটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যা ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে।'' মওলানা আজাদ এ বিষয়ে বিশেষভাবে মর্মাহত হন।

এখানে বৃটিশ সরকর বিট্রে করলো। কারণ ৩রা জুনের রাজকীয় ফরমান বাস্তবায়নের দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের। আইনগত দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের। তাছাড়া লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই ৩রা জুনের ফরমান নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসলো। বাস্তবায়নের অভাবে গ্রুপ প্রথা বাতিল হয়ে যায়। বৃটিশ সরকার মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সুবে বাংলা ও ভারত বৃটিশরা মুসলমানের কাছ থেকে ধুরন্ধরী নীতি প্রয়োগ করে নিয়ে যায়। তাই মুসলমানের কাছে ফেরত দেওয়া সমীচীন ছিল। বৃটিশরা ধূর্ত শিয়ালের ভূমিকা পালন করলো।

বৃটিশরা ধূর্ত ও ধূরন্ধর এবং বিশ্বাসঘাতক। তাদের ধূরন্ধরী ও ধূর্তামীর কারণে আফগানিস্তানের বাদশাহ আমির আমানুল্লাহ সিংহাসন চ্যুত হন। বৃটিশ একাধিক যুদ্ধে আমীর আবদুল্লাহর কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করে এবং আমীর আমানুল্লাহকে বেগমসহ বিলেত ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এসব ত্রিশের দশকের ঘটনা। বিলেত ভ্রমণকালে ধূর্ত ইংরেজরা কলা-কৌশল অবলম্বন করে গোসল খানায় বেগম সুরাইয়ার নগ্ন ফটো নিয়ে আফগানিস্তানের জনগণের মধ্যে ফটো বিলি করে আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে জনগণকে। ঐ সময় ইংরেজের প্ররোচনায় পাহাড়ী সর্দার বাচ্চা সাকু কাবুলে মসনদ দখল করে নেয়। এতে সহায়তা করে জনৈক ফকির করম আলী শাহ। পরে দেখা যায় ঐ ফকির করম আলী বাস্তবে ইংরেজের গুপ্তচর। আমীর আমানুল্লাহর আর দেশে ফিরা হয় নাই।

ইরানের ডঃ মুসাদ্দেকের পতন ও ইন্দোনেশিয়ার ডঃ শুকরানার পতনের জন্য দায়ী ঐ ধূর্ত শোষক ইংরেজরা।

এর পেছনে কাজ করেছে হিন্দুদের ইংরেজ প্রীতি। হিন্দুদের সহায়তায় ইংরেজ উপমহাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং দীর্ঘায়িত হয় তাদের সহযোগিতায়। তাই ইংরেজরা যাবার কালে হিন্দুদেরকে বোনাস হিসাবে মুসলমানদের প্রাপ্য অংশ হতে বেশ কিছু অংশ দিয়ে যায়।

প্রথম হতে লীগ কংগ্রেসের নীতি ও আচরণ সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি পন্ডিত নেহেরু সেই সন্দেহকে বাস্তবে রূপ দিলেন। কেননা গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থায় ২৫% ভোট মূল্যহীন। লীগ যদিও লাহোর প্রস্তাব পাস করেছিল তথাপি আপোষের পথ খোলা রেখেছিল। এমনকি লীগ সংখ্যা লঘুর রক্ষাকবচ হিসাবে কেন্দ্রে ৩৩% আসন দাবী করেছিল; এতে ভারত অখন্ড রয়ে যেত। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক এ দাবীটিও প্রত্যাখ্যান করা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ চূড়ান্ত মনে করে। লীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক ১৬ আগস্ট (শুক্রবার) ১৯৪৬ইং রমজান ১৭, (বদর দিবস) ভারতীয় মুসলমানরাও সক্রিয় সংগ্রাম দিবস পালন করেন। এদিন সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। কোন মুসলিম ছাত্র স্কুল-কলেজে যায়নি। শহরে দোকানপাঠ বন্ধ থাকে। অফিস-আদালতে হরতাল হয়। শহরের বাহির থেকে কোন ধরনের মালামাল শহরে আসেনি। হাটবাজার পুরোপুরি বন্ধ ছিল। তেমনি কোর্ট কাছারিতেও কোন কাজকর্ম হয়নি।

হবিগঞ্জে ১৬ই আগস্ট, শুক্রবার, জুম্মার নামাযের পর জাতীয় বাহিনী (National Guards), ছাত্র ও জনসাধারণের এক মিছিল কাছারি মসজিদ হতে সমগ্র মহকুমা শহর প্রদক্ষিণ করে টাউন হলে শেষ হয়। তারপর টাউন হলে এক জনসভা হয়। বিভিন্ন বক্তা পাকিস্তান অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা করেন। ঐ দিনে মিছিল ও জনসভা গণজাগরণের সাক্ষ্য বহণ করে। কলিকাতার মত শহরে নিরস্ত্র ও রোজাদারী মিছিলের উপর হামলা করার মত কোন কিছু করার সাহস প্রতিপক্ষ পায়নি। সক্রিয় সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) পালনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো ভারত বিভাগই একমাত্র সমাধান; নতুবা চির গোলামী। অবশ্য আজকাল কিছু লোক হীনস্বার্থে সক্রিয় সংগ্রাম দিবসের অপব্যাখ্যা করছে। বাস্তবে লীগের জন্ম হয়েছিল বাধ্য হয়ে আত্মচেতনায় সময়ের প্রয়োজনে আর কংগ্রেসের জন্ম ইংরেজের গোলামীর আবরণে হিন্দু জাতীয়বাদ গড়ে তোলা এবং যবন বিদ্বেষ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় লাহোর প্রস্তাব লীগ নেতাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাক্ষ্য বহণ করে। শিখরা ৪০ বছর পর তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে যে যুক্তি ও কারণ ছিল ৫০ বছর পর ভারতের উজিরে আজম ভি,পি, সিংহের ক্ষমতা গ্রহণকালের উক্তি এবং তাঁর মন্ত্রী সভার পতনের কারণে, লাহোর প্রস্তাব পাসের যুক্তি ও কারণ একশ গুণ বৃদ্ধি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে কংগ্রেস একাই অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করে। লীগ তা বয়কট করে। সমস্যা সমাধানের জন্যে বৃটিশ সরকার লীগ,কংগ্রেস ও অন্য নেতাদের বিলেতে গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করে। যদিও ভারত বিভাগ সম্পর্কে লীগের দাবী অতীতে নমনীয় ছিল, তবে গোল টেবিল বৈঠককালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে লীগের দাবী চূড়ান্ত। ভারতীয় নেতারা গোল টেবিল বৈঠক হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিলেতে যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয়ে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। মিঃ চার্চিলের স্থলে মিঃ এটলী প্রধানমন্ত্রী হন। এদিকে লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভায় যোগদান করে। শ্রমিক

www.pathagar.com

দলীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে ভাইসরয় হিসাবে নিয়োগের ঘোষণা দেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে নিয়োগ সম্পর্কে প্রবন্ধের শেষে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কারণ এ নিয়োগে বড় ধরনের চক্রান্ত রয়েছে।

লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। লিয়াকত আলী খান অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ও তার সহযোগী দল প্রচার চালাতো যে, লীগ নওয়াব ও জমিদারের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারতের প্রথম বাজেট-এ লীগ প্রমাণ করে দিল যে, লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান। আর কংগ্রেস ডালমিয়া ও বিড়লাদের সংগঠন। এ বাজেট গরীবের বাজেট বলে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত। লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর হতে কর প্রত্যাহার। বিলাস দ্রব্যের উপর কর আরোপ। এতে বিড়লা গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগে। যদিও কংগ্রেস এ বাজেটকে প্রথমে স্বাগত জানিয়েছিল, তথাপি পরবর্তীতে বিড়লাদের স্বার্থে কর আরোপ সংশোধন করা হয়। পরিষদে কংগ্রেসের ভোট ৭৫% এবং লীগের ভোট ২৫%। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হলো।

মার্চে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে আসলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটন। ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল ১৯৪৮ সালে। এর আগে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা আবশ্যক। লীগের দাবী লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন এবং কংগ্রেস এর ঘোর বিরোধী। গান্ধীজী ঘোষণা দিলেন তাঁর লাশের উপর দিয়ে ভারতকে বিভক্ত করা হবে। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটন দায়িত্বভার গ্রহণ করার সাথে সাথে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতারা ভারত বিভাগের সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। যা ছিল অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অমানবিক। কারণ অতীতে ভারত কখনও অখন্ড ছিল না বরং বাংলা ও পাঞ্জাব অখণ্ড ছিল। কায়েদে আজম-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি শরৎ -সোহরাওয়ার্দী প্লানেও জিন্নাহ ও মাউন্ট ব্যাটনের সমর্থন ছিল আর গান্ধী-নেহেরু এর বিরোধী ছিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুনে রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়। ১৯৪৮ সালের পরিবর্তে ১৫ আগস্ট ৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ভারত বিভাগের সাথে বাংলাকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এবং পাঞ্জাবকে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে ভাগ করা হবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানে, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতে। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশে গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হবে। সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে না ভারতে যোগ দিবে। বিশাল ভোটে সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেয়। পূর্ববঙ্গ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান। আর সিলেট পাকিস্তানের যোগ দেবে, না ভারতে যোগ দেবে সিদ্ধান্ত হবে গণভোটের মাধ্যমে। গণভোটের তারিখ ছয়-সাত জুলাই মোতাবেক একুশ-বাইশ আষাঢ়। দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে; এদের সংখ্যা ৫৬৭।

www.pathagar.com

সিলেট জেলা পাকিস্তানে না হিন্দুস্তানে যোগ দেবে তা গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হবে। এ রাজকীয় ফরমান ইতিহাসে "৩রা জুন ঘোষণা" বলে খ্যাত। বর্তমান আলোচনার মূল বিষবস্তু সিলেটে ঐতিহাসিক গণভোট। এ গণভোট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে গণভোটের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি জানা আবশ্যক। তাই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বহু কিছু লিখতে হয়েছে। এসব অপ্রসঙ্গিক নয় বরং উল্লেখ করা অপরিহার্য। ইতিপূর্বে লেখক হবিগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৩রা জুনের পূর্বে ব্যক্তিগত কারণে বাড়ী চলে যান। ৩রা জুনের ঘোষণা শুনার পরদিন লেখক হবিগঞ্জ ফিরে আসেন। তখন মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য ছিল। যারা শহরে ছিল তারাও ত্বরিত গতিতে গ্রামে চলে গিয়েছে।

লেখক হবিগঞ্জ পৌছেই পরদিন শায়েস্তাগঞ্জ চলে যান। ডাক বাংলোয় ছাত্রদের কাম্প। ডাক বাংলোকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা চারদিকে গ্রামে প্রচারকার্যে নিয়োজিত। লেখক ও ডাক বাংলোয় অবস্থান নেন। রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত গ্রামে এক বাড়িতে লেখক খাওয়া-দাওয়া করতেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমাদের অনুকূলে আবহাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে বলে লেখকের ধারণা হলো। ইতিপূর্বে হবিগঞ্জ মুসলিম ছাত্র রেফারেণ্ডাম কমিটির পক্ষ হতে মুসলমান ভাইদের কাছে ছাত্রদের আবেদন বিজ্ঞাপন মারফত করা হয়। বিজ্ঞাপনখানা নিম্নে দেয়া হলো।

মুসলমান ভাইগণের নিকট ছাত্রদের আবেদন

মুসলমান ভাইগাণ,

আগামী ৬/৭ জুলাই, ২১-২২ আষাঢ় ভোটের দ্বারা ঠিক করিতে হইবে আপনারা পাকিস্তান চান না হিন্দুস্থান চান? হিন্দুর গোলামী চান না মুসলমানী হুকুমত চান? বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনর ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব বাংলা পাকিস্তান ও আসাম প্রদেশ হিন্দুস্তানে পড়িয়াছে। আপনারা সিলেটবাসী মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পাকিস্তানে যুক্ত হইয়া জাতি হিসাবে স্বাধীন হইতে পারিবেন।

মনে রাখবেন যে, আসামের সঙ্গে যুক্ত থাকিলে চিরকালের জন্য আপনারা হিন্দুদের গোলাম হইয়া থাকিবেন। এই সেদিন হিন্দুদের বিশিষ্ট নেতা রামকিষণ ডালমিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুস্থানে গরু কোরবাণী বন্ধ করিয়া তাহাদের হিন্দু রাজ্যে শাসনের শুরু করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা রবিশংকর শুক্ল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছে যে হিন্দুস্তানে মুসলমানদিগকে নিজের ঘরে মুছাফিরের ন্যায় বাস করিতে হইবে ও তাহাদের সকল রকমের অধিকার ছিনাইয়া নেওয়া হইবে অর্থাৎ মুসলমানগণকে হিন্দুস্থানে কুলি-মজুরের মত বাস করিতে হইবে।

www.pathagar.com

হিন্দু জমিদার মহাজনরা টাকা-পয়সার লোভ দেখাইয়া মুসলমানের ঈমান ক্রয় করিয়া মুসলমানগণকে হিন্দুস্তানের পক্ষে ভোট দিবার জন্য নানা প্রকর ষড়যন্ত্র করিতেছে। সাবধান ভাইগণ, আপনারা এইসব কাফের মোনাফিকদের ধোকায় পড়িয়া নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইবেন না। সামান্য স্বার্থের লোভে মহামূল্য ঈমান বেঁচিবেন না। ঈমানই মুসলমানের সম্বল। কুচক্রীদের ছলনাময় মিথ্যা প্রচারণায় ও লোভের মোহে পথভ্রষ্ট হইয়া নিজের ও জাতির মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবেন না।

সুতরাং ভাই মুসলমানগণ, আপনারা এদেশে মুসলমানের ধর্ম, শিক্ষা, ঈমান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, আল্লাহর পবিত্র শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, হিন্দুদের নানা প্রকার অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দুনিয়ায় মানুষ হিসাবে বাঁচিবার জন্য প্রত্যেকটি ভোট পাকিস্তানে দিন। ইহাই মুসলামানদের শেষ পরীক্ষা। ২৫-৬-৪৭ইং।

প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কুমিল্লা আব্দুল গফফার দ্বারা মুদ্রিত

তিন-চার দিন এখানে অবস্থান করার পর স্থানীয় হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আকছির মিয়াকে নিয়ে লেখক এক বিকালে শায়েস্তাগঞ্জ হতে ট্রেনে উঠে লস্করপুর যান। লস্করপুর হতে পদব্রজে সড়ক পথে বাহুবল রওয়ানা হন। দূরত্ব প্রায় ৭ মাইল। গন্তব্য বাহুবলের মওলানা আবুল হাশিম সাহেবের আস্তানা। রাত প্রায় আটটায় মওলানা সাহেবের বসায় গিয়ে হাজির। খোঁজনিয়ে জানা গেল মওলানা সাহেব বাসায় নেই। পূর্বদিকে পাহাড়িয়া এলাকায় এক গ্রামে প্রচার অভিযান উপলক্ষে গিয়েছেন। মওলানা সাহেব অত্র এলাকার লীগের নেতা। জানানো হলো, ফিরতে দেরী হবে, মওলানা সাহেবের জন্য কাল বিলম্ব না করে লেখক সাথীসহ পাহাড়িয়া পথ ধরে হাঁটা শুরু করলেন। আঁধার রাত আষাঢ় মাস। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। পাহাড়িয়া পথে নিরাপত্তার অভাব। তথাপি চলতে হবে। থামলে চলবে না। বাঁচা মরার প্রশ্ন, জোনাকি তার ডানা মেলে পথ দেখাচ্ছিল। ঘন্টা খানেক হাঁটার পর গন্তব্য স্থানে লেখক সাথীসহ পৌছেন। মওলানা সাহেব গ্রামের সবাইকে গণভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করায় গণভোটের আবহাওয়া পাকিস্তানের পক্ষে বলে বিশ্বাস হলো। আর মওলানা সাহেবের প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল। ইতিপূর্বে মওলানা সাহেবের সাথে লেখকের জানাশুনা ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের দুজন ছাত্র কর্মীর উপস্থিতিতে মওলানা সাহেব অতিশয় আনন্দিত, উৎসাহিত। পরে তাঁর সাথে বাহুবলে তাঁর বাসায় ফিরে আসা হয়। বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে লেখক সাথীসহ শুয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে বাহুবলের জনগণের সাথে গণভোট সম্পর্কীয় আলোচনা করে জানা যায় যে, জনগণ পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দেবেন সংবাদ শুনে লেখক আনন্দিত হন। পরদিন সকালে নাশতা শেষ করে মওলানা সাহেবের দোয়া নিয়ে লেখক সাথীসহ পদব্রজে পুটিজুরী রওয়ানা হন। পুটিজুরীর দূরত্ব প্রায়

www.pathagar.com

৫/৬ মাইল। বিকালে পুটিজুরীতে লীগের জনসভা। হবিগঞ্জ হতে লীগ সভাপতি বদরুদ্দিন সাহেব আসবেন। প্রায় দু ঘন্টা হাঁটার পর লেখক সাথীসহ পুটিজুরী পৌছেন।

সেখানে পৌছার পর থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিকালে পুটিজুরীতে জনসভা। সময় মত লীগ সভাপতি উপস্থিত। বিভিন্ন বক্তা-বক্তৃতা করেন। অবশেষে লীগ সভাপতি গণভোট সম্পর্কে ভাষণ দেন। পুটিজুরী এলাকায় পাকিস্তান আন্দোলন সবার মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। এখানে দু'তিন দিন অবস্থান করার পর লেখক সাথীসহ পুটিজুরী ত্যাগ করেন। লেখকের গন্তব্য স্থান গজনভীপুর। পুটিজুরী হইতে দিনারপুরের পাহাড়ের আঁকাবাকা ও উঁচুনীচু পথ ধরে লেখক সাথীসহ পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন। পুটিজুরী হতে গজনভীপুর দূরত্ব সাত-আট মাইলের মত। পাহাড়িয়া এলাকায় ঘন্টায় তিন মাইল হাঁটা সম্ভব নয়।

কয়েক মাইল চলার পর কানে "নারায়ে তাকবির-আল্লাহু আকবার; লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান; পাকিস্তান-জিন্দাবাদ'' ধ্বনি বাজলো। মনে হলো, কোন মিছিল চলছে পাহাড়িয়া এলাকায়। কিছুক্ষণ পরে মিছিলের সম্মুখীন হন লেখক ও তার সাথী। জানা গেল, এলাকার নাম 'সাতাইহাল' । পথিমধ্যে মিছিলের নেতাদের সাথে আলাপ হলো। তাদেরকে অনুরোধ করা হলো– যে কোন উপায়ে যে কোন ধরনের অঘটন ধৈর্য্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়া। কারণ প্রতিপক্ষ কোন ধরনের অঘটন বাঁধায়ে গণভোট বানচাল করার চেষ্টায় লিপ্ত। গণভোট না হওয়া মানে আমাদের পরাজয়। হবিগঞ্জ হতে আগত দু'জন ছাত্র কর্মীর উপস্থিতি মিছিলকারীদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

অবশেষে পাহাড়িয়া এলাকার পথ ধরে গজনভীপুর গিয়ে লেখক তাঁর সাথীসহ উপস্থিত হন। মরহুম কে, বি হায়দরের বাড়ী গজনভীপুর (কাজি বাড়ী)। এ বাড়ীতে ক্যাম্প। জানা-অজানা অনেকের সাথে দেখা হলো। উদ্দেশ্য সবার এক ও অভিন্ন। লেখক সাথীসহ ঐ ক্যাম্পে অবস্থান নেন। যাতে শান্তি বজায় রাখা যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্যে সবাই একমত। নতুবা গণভোট বানচাল হয়ে যাবে। এখানে অবস্থানকালে একদিন বিকালে প্রতিপক্ষের ছাত্ররা এক মিছিল বের করে। অপরদিকে মুসলমান ছাত্ররা এক মিছিল করে আসছে। তাদের শ্লোগান হলো "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবার, লড়কে লেংগে পাকিস্তান।'' দুই মিছিলের মধ্যে ব্যবধান দু'তিন ফার্লং। মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ অনিবার্য। সংঘর্ষ যে কোন মূল্যে পরিহার করতে হবে। তাই উপস্থিত মরুব্বীরা এ বিষয়ে লেখককে অনুরোধ জানান, যাতে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। লেখক মুসলমান ছাত্রদের মিছিলের সম্মুখীন হন। মিছিলকারীরা প্রত্যুত্তরে জানান যে, যদি তারা সামনে এগিয়ে না যায় তবে প্রতিপক্ষ বলবে ওরা ভীরু ও কাপুরুষ। প্রতিপক্ষের ভয়ে তারা ভীত নয়। এদের বক্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলা হলো যে, বর্তমান অবস্থায় যে কোনভাবে সংঘর্ষ এড়াতে হবে। সংঘর্ষের পরিণতি গণভোট বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিপক্ষ চায় গন্ডগোল বাঁধিয়ে গণভোট বন্ধ

www.pathagar.com

করে দিতে। এতে আমাদের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হবে না। যাক অবশেষে মিছিলকারীরা লেখকের কথায় অন্যপথ ধরে। সংঘর্ষ এড়ানো গেল। অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়।

লেখক একদিন সাথীসহ গজনভীপুর হতে পদব্রজে সদরঘাট পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। সদরঘাট গাজী বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। সংবাদ পেয়ে দু'জন প্রবীণ এসে উপস্থিত। গণভোট সম্পর্কে আলাপ হলো। তারা গণভোট সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হলো। এখানে অতিরিক্ত একটি সামাজিক বিষয় নিযে আলাপ হলো। সমাজে একাধিক শ্রেণী রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিও বিভিন্ন। নতুন সামাজিক অবস্থানে প্রত্যেককেই খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রবীণদের কাছে লেখকের অনরোধ রইলো। হবিগঞ্জ সায়েস্তাগঞ্জ-বাহুবল-পুটিজুরী-গজনভীপুর-সদরঘাট এলাকায় গণভোটের অনুকূলে জনমত পরিলক্ষিত হলো। গজনভীপুরের তিন-চার দিন প্রচার অভিযান চালানোর পর এক সন্ধ্যায় সাথীসহ লেখক এক গয়না নৌকায় হবিগঞ্জ রওয়ানা হয়ে মহকুমা সদর অফিসে ফিরে আসেন ভোর বেলায়। দিন-তারিখ সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। ৪৫ বছরের পুরানো স্মৃতি ধরে রাখার পর আজ লিখছি। তবে হবিগঞ্জ সায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, পুটিজুরী, সদরঘাট ইত্যাদি এলাকায় প্রচারণা এবং হবিগঞ্জ প্রত্যাবর্তন ৫ জুন এবং ২০ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত–এতে সন্দেহ নেই।

হবিগঞ্জ শহরে ছাত্ররা প্রায় অনুপস্থিত। কারণ সবাই গ্রামে চলে গিয়েছে। গণভোটের অনুকূলে প্রচারণা চালানোর জন্য। যেহেতু আমাদের ভোটার গ্রামেই বেশী। শহরে আমাদের ভোটারদের সংখ্যা নগণ্য। দু'এক দিন সদর অফিসে অবস্থান করে নৌকাযোগে বানিয়াচং যাত্রা। পরদিন বড়বাজার মধ্যবঙ্গ স্কুল প্রাঙ্গণে লীগের জনসভা। একাধিক ছাত্র কর্মীর সাথে দেখা। তন্মধ্যে একজন হলেন সিরাজ মিয়া। (সিরাজুল হুসেন খান মন্ত্রী পরবর্তীতে) তিনি ও লেখক সিদ্ধান্ত নিলেন আরো দু'এক জন ছাত্রকর্মী নিয়ে মারকুলি যাবেন এবং ফেরার পথে ঐ এলাকার গ্রামগুলোতে প্রচারণা চালিয়ে আসা হবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। লেখক ও সিরাজ মিয়া ছাড়া শরীফ খানীর মুস্তাফা মিয়াসহ (অছাত্র) আরো কয়েকজন ছিলেন। এদের নাম স্মৃতিতে আসছে না। খুব সম্ভব কদ্দুছ মিয়া (কলেজ ছাত্র) ও সরদার (স্কুল ছাত্র)। পরের দিন সকালে বড় বাজার হতে নৌকাযোগে মারকুলি যাত্রা। আষাঢ় মাস। হাওর এলাকা থৈ-থৈ পানি। তথাপি যেতে হবে। বিকালে মারকুলি গিয়ে উপস্থিত। মারকুলি বাজারের মুরুব্বীদের সাথে গণভোটে আমাদের সফলতা অর্জন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এতে আবহাওয়া অনুকলেই ছিল।

মারকুলি বাজারের কাছে দু'টি বড় মসলিম প্রধান গ্রাম। নওয়াগাঁও ও দৌলতপুর। ঐ দুই গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে দেখা করা হয়। তাদের সাথে আলাপের মাধ্যমে জানা যায় যে, গণভোটের বাণী তাদের কাছে পৌছেছে। তথাপি তারা বিস্তারিত সবকিছু অবগত হননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তাদেরকে অবহিত করা হলো। গণভোট ছয়-সাত জুলাই

www.pathagar.com

মোতাবেক একুশ-বাইশ আষাঢ় উভয় গ্রামের জনসাধারণ আমাদেরকে পেয়ে অতিশয় আনন্দিত। কারণ প্রতিপক্ষ তাদেরকে আর বিভ্রান্ত করতে পারবে না। যেহেতু গণভোট সম্পর্কে এখন তারা পুরোপুরি অবগত হয়েছেন। মারকুলি হতে আমাদের প্রচারণার সূচনা। মারকুলি হলো বানিয়াচং থানার শেষ উত্তর সীমানা। তথা হতে বগী, চমকপুর, মখা ইত্যাদি গ্রামে গিয়ে প্রচার কার্য চালানো হয়। কোথাও বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় না। সবাই এ বিষয় জ্ঞাত। ইতিপূর্বে গণভোটের সংবাদ তাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরও গণভোট কি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। অবশেষে কাগাপাশা গ্রামে উপস্থিত ছোট বড় সবাই গণভোটে আমাদের পক্ষে সাফল্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু গ্রামের জনৈক হাজী সাহেব প্রধান প্রতিবন্ধক। তিনি হযরত মওলানা সৈয়দ হুসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) সাহেবের শিষ্য। তাই তিনি শেখুল হিন্দের অনুসারী।

হাজী সাহেবকে বলা হলো যে, ৩রা জুনের ঘোষনার পর শেখুল হিন্দ্ মাদানী সাহেব চিঠি দিয়ে তাঁর সিলেটী শিষ্যদেরকে জানিয়েছেন যে, যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তখন সিলেটীদের কর্তব্য পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়া। আরো কথা হলো–মওলানা ছহুল উসমানী সাহেবও এ বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন। তবুও তিনি জেদ ধরলেন যে, তিনি স্বয়ং সে চিঠি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাছাড়া মওলানা ছহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়াও বিশ্বাস করতে রাজী নন। অবশ্য গ্রামবাসীদের উপর তার কোন প্রভাব ছিল না। কেননা ৪৬-এর নির্বাচন মুসলিম জনসাধারণকে পাকিস্তান অর্জনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ৪৬-এর নির্বাচন দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। তবুও তাকে নীরব থাকতে অনুরোধ করা হলো। কারণ এটাও সত্য যে, একটি ভোটও অনেক সময় জয়-পরাজয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

রাতেই কাগাপাশা ত্যাগ করে উমরপুর ও চানপুরে কিছুক্ষণ প্রচার চালিয়ে অবশেষে দাউদপুর গিয়ে উপস্থিত। এক বাড়ীতে বসে গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে গণভোট নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এ দিকে সবাই সজাগ যাতে প্রতিপক্ষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে এর প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। সবাই গণভোটে অংশ নিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহী। রাত প্রায় শেষ, পরবর্তী গন্তব্যস্থান কদুপুর। এ গ্রামেই লেখকের বাড়ী। গ্রামের মাতব্বরগণ লীগ পন্থী। সমস্যা লেখকের বাড়ীতে এক মাত্র লেখকই লীগ পন্থী। এখানে রয়েছেন মওলানা মিছবাহুজ্জামান ও আরো অনেকে। মওলানা সাহেব পাক্কা দেওবন্দী। তিনি মাদানী সাহেবের অনুসারী যদিও রাজনীতিতে জড়িত নন। এ বাড়ীতে আলেমের সংখ্যা বেশী।

৩রা জুনের ঘোষণার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লেখক কোন কিছু জানতে পারেন নাই। ৩রা জুনের পর লেখক হবিগঞ্জ চলে যান। প্রায় মাসেক পর বাড়ী ফিরছেন। এখন তাদের প্রতিক্রিয়া কি? লেখকের মনে এসব চিন্তা-ভাবনা। সবাইকে নিয়ে বাড়ী পৌছে

www.pathagar.com

যদি বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। এ গ্রামে লেখকের বাড়ী থাকায় অন্য বাড়ীতে উঠাও লেখকের পক্ষে শোভন নয়। সময় সকাল, কেউ ফজরের নামায শেষ করেছেন, আবার কেউ নামায পড়তে যাচ্ছেন। সুখের বিষয়, গ্রামের মধ্য দিয়ে নৌকাযোগে যাওয়ার সময় এক ছাত্র বলে ফেললো ঐ বাড়ীতে উঠা যাক। লেখকের বাড়ী আরো সামনে একটু এগিয়ে গেলে। সে বাড়ীতে উঠার সাথে সাথে একজন এসে বলে ফেললেন মোরগ জবাই করা হয়েছে আপনাদের জন্যে। আপনাদের দাওয়াত আমার ঘরে। ও বাড়ীকে বলা হয় বড় বাড়ী। যদিও আগের অবস্থা নেই। মেজবান হলেন লেখকের বড় মামা দুলামিয়া। এ ত্বরিত আয়োজনে লেখক অতিশয় আনন্দিত। এর দ্বারা মনে হলো গ্রামে আবহাওয়া পাকিস্তানের অনুকূলে।

কিছুক্ষণ পর লেখক নিজ বাড়ী পৌছে বুঝতে পারলেন আবহাওয়া অনুকূলে বইছে। একটু পরে ক্বারী মৌলানা মিছবাহুজ্জামান (পিতামহ) সাহেবের ও অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ। মওলানা ছহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়া, মাদানী সাহেবের চিঠি, সিলেটের আলেম সমাজের মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে বলে লেখক তার বাড়ীতে প্রমাণ পেলেন। মওলানা সাহেব ও অন্যরা লেখকের প্রচারকার্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। মাদানী সাহেবের চিঠির সত্য-মিথ্যা লেখক দ্বারা যাচাই সম্ভব হয়নি। কিন্তু মওলানা ছহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়ার কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। আজও আছে। ফতওয়ার কপি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মৌলানা ছহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়া

হযরত মৌলানা ছহুল উসমানী সাহেব গত ১২ই জুন ১৯৪৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার হজরত শাহজালাল (রহঃ) মাজারের দরগা শরীফে ওয়াজের মাহফিলে কোরান ও হাদিসের প্রমাণ দ্বারা যে বাণী দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ-

১।*ভোটের দ্বারা শ্রীহট্ট জিলার মুসলমানগণকে পাকিস্তান কায়েম করা সরিয়ে জেহাদ এবং প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরজে আইন, মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রী যে কোন ব্যক্তি হেলায় উক্ত জেহাদে যোগদান না করেন তবে তারা কোরআন ও হাদিসের রায় দ্বারা মহাপাপী হইবে।*

২। *যদি কোন মুসলমান উক্ত জেহাদে তাহার ধন বিলাইয়া দিতে বিরত হয়। তবে তাহার যাবতীয় ধন হরাম হইয়া যাইবে।*

৩। *যদি কোন মুসলমান উক্ত জেহাদের খবর পাওয়া মাত্র তাহার সমস্ত দুনিয়াদারি ছাড়িয়া উক্ত ভোট দান কার্যে সাহায্যের জন্য হেলা করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে জবাব দিতে হইবে।*

www.pathagar.com

মৌলানা ছব্বুল উসমানী সাহেবের ফতওয়া।

হজরত মৌলানা ছব্বল উছমানি সাহেব গত ১২ই জুন ১৯৪৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার হজরত শাহজালাল মুজররদের দরগা শরিফে ওয়াজের মহফিলে কোরাণ ও হাদিছের প্রমাণ দ্বারা যে বাণী দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

১। ভোটের দ্বারা শ্রীহট্ট জিলার মুছলমানগণকে পাকিস্থান কায়েম করা সর্বোৎকৃষ্ট জেহাদ এবং প্রত্যেক মুছলমানদের জন্য ফরজে আইন, মুছলমান পুরুষ ও স্ত্রী যে কোন ব্যক্তি যদি জেলার উক্ত জেহাদে যোগদান না করেন তবে তাহারা কোরাণ ও হাদিছের রায় দ্বারা মহাপাপী হইবেন।

২। যদি কোন মুছলমান উক্ত উক্ত জেহাদে তাহার ধন বিলাইয়া দিতে বিরত হয়, তবে তাহার যাবতীয় ধন হারাম হইয়া যাইবে।

৩। যদি কোন মুছলমান উক্ত জেহাদের খবর পাওয়া মাত্র তাহার সমস্ত দুনিয়াদারি ছাড়িয়া উক্ত ভোটদান কার্যে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে জবাব দিতে হইবে।

৪। যদি কোন মুছলমানের নিজের স্ত্রীর ভোট থাকে এবং আপন স্ত্রীকে ভোট দিতে বিরত রাখেন বা সাহায্য না করেন তবে সেই স্বামী ছকত গোনাহগার হইবেন।

৫। যদি কোন মুছলমান তাহার জানা মত নিঃসহায় (অন্ধ, আতুর, রোগী ইত্যাদি) মুছলমান স্ত্রী পুরুষ ভোটারকে সাহায্য করিয়া ভোটকেন্দ্রে লইয়া না যান তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আল্লার নিকট জবাব দিতে হইবে।

৬। জেহাদের সময় বিবি লোকের পর্দার কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই। বোরকা যদি থাকে তবে ভাল নতুবা চাদর দ্বারা শরীর ঢাকিয়া যাইতে হইবে অথবা বিবেচনায় যে কোন মতেই ভোট দিতে হইবে।

৭। যদি শ্রীহট্ট জিলার মুছলমানেরা নিজের ইচ্ছাকৃত গাফলতির দরুন শ্রীহট্ট জিলাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে বিরত রাখেন তবে বর্তমান মুছলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কেয়ামতের ময়দানে দাড়াইয়া খোদার নিকট বলিবেন ঐ আমাদের পূর্বপুরুষ মুছলমানগণ আমাদিগকে দারুল ইসলামে যাইতে বাধা দিয়াছেন, ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি হউক।

৮। শ্রীহট্ট জিলা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইলে খাওয়া পাইব না কাপড় পাইব না দুঃখ কষ্ট ভোগ করিব এই সকল শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল কোন কথাই আসিতে পারে না, দেশকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে নতুবা হিজরত করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

www.pathagar.com

৪। যদিকোন মুসলমানের নিজের স্ত্রীর ভোট থাকে এবং আপন স্ত্রীকে ভোট দিতে বিরত রাখেন বা সাহায্য না করেন তবে সেই স্বামী হুকত গোনাহগার হইবেন।

৫। যদি কোন মুসলমান তাহার জানা মত নিঃসহায় (অন্ধ, আতুর, রোগী ইত্যাদি) মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ভোটারকে সাহায্য করিয়া ভোট কেন্দ্রে লইয়া না যান তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হইবে।

৬। জেহাদের সময় বিবি লোকের পর্দার কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই। বোরখা যদি থাকে তবে ভাল। নতুবা চাদর দ্বারা শরীর ঢাকিয়া যাইতে হইবে। অবস্থা বিবেচনায় যে কোন মতেই ভোট দিতে হইবে।

৭। যদি শ্রীহট্ট জিলার মুসলমানরা নিজের ইচ্ছাকৃত গাফলতির দরুণ শ্রীহট্ট জিলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে বিরত রাখেন তবে বর্তমান মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধররা কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়াইয়া খোদার নিকট বলিবেন ঐ আমাদের পূর্ব পুরুষ মুসলমানগণ আমাদিগকে দারুল ইসলামে যাইতে বাধা দিয়াছেন। উহাদের উপযুক্ত শাস্তি হউক।

৮। শ্রীহট্ট জিলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলে খাওয়া পাইব না কাপড় পাইব না দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিব এই সকল শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না, দেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে নতুবা হিজরত করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৯। এবার ভোট দেওয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয়, কোন প্রতিষ্ঠানকে নয়, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর প্রাণের চেয়েও বড় প্রিয় জিনিস দারুল ইসলাম অর্থাৎ পাকিস্তান বানাইবার জন্য ভোট দিবেন।

উপরোক্ত উপদেশগুলো প্রায় ২ ঘন্টা তকরির করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। মোনাজাত করিবার সময় তিনি বিলাফ সুরে ক্রন্দন করে বলেন –হে পরওয়ারদেগার এখনও শ্রীহট্টের অনেক মুসলমান পাকিস্তানের বিরোধীতা করিতেছেন, তাহাদিগকে দারুল ইসলাম কায়েম করিবার জন্য একত্রিত করিয়া দাও। দোয়ার সময় উপস্থিত প্রায় তিন হাজার মুসলমান বিলাফ সুরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। সে করুণ মর্মবিদারক দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিঃ দ্রঃ- কাগজের অভাবের দরুণ অতি অল্প ছাপা হইয়াছে। একজনে পড়িয়া আর একজনকে দিবেন এবং বহুল প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে গিয়া শুনাইবেন ওসকলকে বুঝাইয়া দিবেন। রামচরণ প্রেস হবিগঞ্জ।

খাদেমুল কওম, ওয়াছিফ উল্লা (সম্পাদক)
শ্রীহট্ট জিলা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম
শাহ আবু তোরাব রোড, শ্রীহট্ট।

www.pathagar.com

কদুরপুর ও আশপাশের গ্রামসহ অত্র এলাকায় মওলানা মিছবাহুজ্জামানের প্রভাব অত্যধিক। তিনি ১৯২৯ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপন করে দেশে ফেরেন। পর্দানশীল মহিলারা যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন তার বিশেষ তাগিদ দেন। লেখক তার গ্রামের নর-নারী ভোটারদের সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। কদুপুর পৌছার দিন ছিল ৩রা জুলাই ৪৭। কদুপুর থেকে লেখক অন্যদের হতে আলাদা হয়ে যান। কারণ ভোটের দিন ঘনিয়ে আসছে। বাকীরা নৌকাযোগে বানিয়াচং প্রত্যাবর্তন করেন। ২৩শে জুন ১৭৫৭ইং পলাশীর আম্রকাননে ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটায় ৩রা জুলাই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে, ১৯০ বছর পূর্বে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মুনাফিক কর্তৃক শাহাদত বরণ করেন। এ শাহাদতের মধ্যে আর গণভোট তথা পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে আত্মিক যোগসাধন। গণভোটের দিন ঘনিয়ে আসছে ছয়-সাত জুলাই। পরের দিন লেখক তার বাড়ী হতে নবীগঞ্জ চলে যান। গণভোটের রায় পাকিস্তানের পক্ষে যাবে বলে লেখক সুনিশ্চিত। লেখক নবীগঞ্জ থাকাকালে মহকুমা লীগ অফিস হতে মোঃ উমির চৌধুরী, লেখক ও লেখকের সহপাঠী দাইমুদ্দিনকে মান্দারকান্দি ভোট কেন্দ্রে এজেন্ট ও দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার জন্য বলা হয়েছে। লেখকের ভোটকেন্দ্রও মান্দাকান্দি। মান্দারকান্দি ভোট কেন্দ্রে বানিয়াচঙ্গ থানার ১২ ও ১৩নং সার্কেল এবং নবীগঞ্জ থানার ও ২টা সার্কেলের অধিবাসী ভোট দেবেন। এ ভোটকেন্দ্রে আরো দুজনের নাম–ভদরদির মোঃ আহমদ হুসেন ও ছোট আলীপুরের মোঃ হাবিবুর রহমান, তাদের কর্ম তৎপরতার জন্যে উল্লেখ করতে হয়। নতুবা লেখকের কার্পণ্যতা প্রকাশ পাবে। অত্র এলাকার তফসিলী সম্প্রদায়কে বলা হলো তাদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হলে প্রতিপক্ষ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এদিকে প্রায় সফলকাম।

নবীগঞ্জ থাকাকালে লেখক প্রতিপক্ষের শ্লোগানের সাথে পরিচিত হন। শ্লোগান হলো–"ও স্বজনী সিলেট ভেঙ্গে গোড়া করতায়নি'' এবং "পূর্ববঙ্গে যাব না ঘোড়ার ধান খাব না।'' এর তাৎপর্য সীমানা কমিশনের রায় বের হওয়ায় বোঝা গেল। প্রবন্ধের শেষ ভাগে এ বিষয় আলোচনা করা হবে। ছয়-সাত জুলাই গণভোট আষাঢ় মাস একুশ-বাইশ। নবীগঞ্জ হতে মান্দাকান্দি ৪ মাইল। পদব্রজে যেতে হয়। তবে নৌকায় নদীনালা পার হতে হয়। এমতাবস্থায় লেখক ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই মান্দাকান্দি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত। উপরে বর্ণিত সবাই উপস্থিত। ভোটাররাও লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। তুলনামূলকভাবে আমাদের কর্মী ও ভোটারদের চেয়ে প্রতিপক্ষ শিক্ষিত। কিন্তু আমাদের ভোটারদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈমানী শক্তি প্রবল ও ধৈর্য লক্ষ্য করা যায়। ভোট আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি। এতে কর্মী ও ভোটাররা নিরুৎসাহিত হননি। প্রতিপক্ষ বহুবার সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে সকলেই ধৈর্য্যের সাথে এসব সহ্য করে চলেন। কারণ তখন সবাই বুঝতেন যে, সংঘর্ষ বাধিয়ে গণভোট বানচাল করার অর্থ

www.pathagar.com

আমাদের পরাজয়, যেখানে জয় সুনিশ্চিত। ছয়-সাত জুলাই ভোট গ্রহণ করা হলো। এলাকার পর্দানশীল মহিলারাও এদিকে পৌছিয়ে নেই। কারণ মওলানা ছহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়া সবাইকে ঈমানী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় দিন ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিপক্ষের কর্মীরা শ্লোগান দিতে শুরু করে। শ্লোগান হলো "হিন্দু-মুসলিম–ভাই ভাই''। এরাই ভোট প্রদানকালে আমাদের বিরুদ্ধে বাঁধার সৃষ্টি করেছিল। মান্দাকান্দি ভোটকেন্দ্রে জয় সুনিশ্চিত। ভোটের সংখ্যা স্মরণ নেই। মুসলমান ও হিন্দু ভোটের অনুপাত ৩ এবং ২ অর্থাৎ ৩ ঃ ২। এসব আল্লাহর রহমত। ভোট গ্রহণ কালে (৬/৭ জুলাই) কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাথে মান্দারকান্দি ভোটকেন্দ্রে পরিচয় হয়। আজ কারো নাম স্মরণ নেই। ঐ সময়ে তাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল রামপুরে দাইমুদ্দিনদের বাড়ী। এখানে প্রচার অভিযান সম্পর্কে বলতে হয়। প্রচার অভিযান চলে আসছে ১৯৪৬ইং নির্বাচন হতে। "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবার'', "পাকিস্তান জিন্দাবাদ'' মৌলানা আকরম খাঁর "লড়কে লেঙে পাকিস্তান।''

তাছাড়া হবিগঞ্জের কবি শামসুদ্দিন আহমদের রচিত "গফফার খানের টপকা গানে'' সীমান্তে ফুটে না শত দল'' ইত্যাদি গান জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

কংগ্রেসের প্রচারণায় লেখকের আদর্শে ও নীতিতে কোন পরির্তন আসেনি। তবে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কর্মীদের সামনে আসতে হয়েছে লেখককে। তাদের বক্তব্য হলো একজন পথিক রাস্তায় চলছেন, সামনে রয়েছে একটা বাঘ যে পথিকের শত্রু। আর বাঘ হলো পথিক ও শূকরের কমন শত্রু। তাদের মতে শূকরের সহায়তায় বাঘকে তাড়িয়ে পরে শূকরের সাথে ফয়সালা হবে। আজকাল প্রচার করা হচ্ছে কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কংগ্রেস চায় একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্থাৎ হিন্দু আধিপত্যবাদ। তাই ১৯৩৭-এর র্নিাচনের পর মওলানা আজাদ যুক্ত প্রদেশে দুজন মুসলমান মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করতে পন্ডিত নেহেরুকে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, পন্ডিত নেহেরু তখন পাকিস্তানকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেন। যদিও তখন লাহোর প্রস্তাব পাশ হয়নি।

আবার পূর্বের ঘটনায় যাওয়া দরকার। প্রতিপক্ষের ৩টা ভোট আর পথিকের ১টা ভোট গণতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যা গরিষ্ঠরা ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্বের বহুদেশের লোক সংখ্যা ভারতীয় মুসলমানের চেয়ে কম সত্ত্বেও ক্ষমতার অধিকারী। দশ কোটি মুসলমান আজ ভারতে সংখ্যা লঘু আর অখন্ড ভারতে ২৫% (১০ কোটি) মুসলিম আজীবন সংখ্যা লঘু হয়ে থাকতেন। হিন্দুদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মওলানা মুহাম্মদ আলী তৃতীয় গোল টেবিল যাবার প্রাক্কালে ভারত বিভাগ করার প্রস্তাব দেন। তার বিভাগ হলো উত্তর ভারত মুসলমানের এবং দক্ষিণ ভারত হিন্দুদের। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে লীগের মত জমিয়ত

www.pathagar.com

ওলামায়ে হিন্দ্ ও মওলানা মুহাম্মদ আলী নেহেরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩১ই বিলেতে ইন্তেকাল করেন এবং জেরুজালেমে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৫ আগস্টের আগেই গণভোটের ফলাফল বের হয়। সমগ্র সিলেট পাকিস্তানে যোগদান করে। কিন্তু সীমানা কমিশনের রায় ১৫ আগস্ট পর বের হয় যা ছিল লীগের জন্য বড় দুঃখজনক। ১৫ আগস্ট অর্থাৎ ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বারোটা বেজে ৩ মিনিটে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন করাচীতে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং কায়েদে আজম ভাইসরয় হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময়ে লেখক হবিগঞ্জ কোর্ট প্রাঙ্গণে অন্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সময় ছিল রাত ১২টা ৩ মিনিট। এ রাত ছিল শবে কদরের রাত। পরদিন শুক্রবার। ২৭শে রমজান। পরদিন ১৫-৮-৪৭ইং শুক্রবার সকাল ৮টায় এস,ডি,ও মিঃ কহলী (মাদ্রাজী ভদ্রলোক) আই, সি, এস, পাক-পতাকা উত্তোলন করেন এবং হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ)-এর পূণ্য ভূমি সিলেটের প্রশংসা করে বাংলায় একটা বক্তৃতা করেন। আজকাল ১৪-৮-৪৭ইং বলা হয়। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত উপমহাদেশে ইউনিয়ন জ্যাক উড়েছিল যা বাস্তব সত্য। প্রত্যেক অফিস-আদালতে রেকর্ড আছে। সারা সিলেটে ১৫-৮-৪৭ইং পাকিস্তান দিবস পালিত হয়। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে গুরুদাসপুর জেলা এবং পূর্বপাকিস্তানে পশ্চিম দিনাজপুরে ১৫-৮-৪৭ পালিত। গণভোটের ফলাফল পক্ষে ২৩৯৬২৯ এবং বিপক্ষে ১৮৪০৪১। এ বিষয়ে ছাত্রদেরকে অভিনন্দন দেয়া হলো ঃ

ছাত্র ভাইদের প্রতি অভিনন্দন

হে আমাদের জাতির নিশান বরদার, আলোর দিশারী, অগ্রপথিক তরুণ ছাত্র ভাইয়েরা, তোমরা আজিকার এই আজাদীর মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের অন্তরের নিবিড় প্রদেশের তছলিম গ্রহণ কর।

তোমাদের প্রতি এই অভিনন্দন শেরেফ নতুন কিছু নয়, ইহা যৌবনধর্মী, কর্মস্পৃহা তরুণদের প্রতি যুগ যুগান্তের মানুষের হৃদয়ের গহন কন্দরের মোবারকবাদ।

তোমাদের সংখ্যা অযুত, নিযুত, তোমাদের শক্তি দুর্বার, দুর্দ্দম, তোমাদের আদর্শ উচ্চ, মহান। তোমাদের খড়গ কৃপাণ অত্যাচারীর মুন্ডচ্ছেদে সর্বদা উন্মুক্ত, তোমাদের কোমল দরদীচিত্ত মজলুম নিগৃহীতের জন্য চির অবধারিত।

ছাত্র ভাইসব! মুসলিম ভারতের এই আজাদীর দিনে তোমাদের দান অসীম। শ্রীহট্টের তথা হবিগঞ্জের ছাত্র ভাইরা অকথিত অভাব, অসুবিধার ভিতর দিয়া কর্পদ্দকহীন অবস্থায় একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লার উপর নির্ভর করে মুসলিম জাতির এই পরাধীনমনা জাতির ঈমান, আমান ও ধর্মের মৃত্যুকে মুনাফিক ও কাফেররূপী আজরাইলের হাত থেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শত ব্যঙ্গোক্তি এবং বক্র চাহনির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিপক্ষের দিগন্ত বিস্তৃত

www.pathagar.com

ছাত্রভাইদের প্রতি অভিনন্দন

হে আমাদের জাতির নিশান বরদার, আলোর দিশারী, অগ্রপথিক তরুণ ছাত্র ভাইয়েরা, তোমরা আজিকার এই আজাদীর মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের অন্তরের নিবিড় প্রদেশের তছলিম গ্রহণ কর।

তোমাদের প্রতি এই অভিনন্দন শেরেফ নূতন কিছু নয়, ইহা যৌবনধর্ম্মী, কর্ম্মস্পৃহ তরুণদের প্রতি যুগ-যুগান্তের মানুষের হৃদয়ের গহন কন্দরের মোবারকবাদ।

তোমাদের সংখ্যা অযুত, নিযুত, তোমাদের শক্তি দুর্ব্বার, দুর্দ্দম, তোমাদের আদর্শ উচ্চ, মহান। তোমাদের খড়্গ কৃপাণ অত্যাচারীর মুণ্ডচ্ছেদে সর্ব্বদা উন্মুক্ত, তোমাদের কোমল দয়দাচিত্ত মজলুম নিগৃহীতের জন্য চির অবধারিত।

ছাত্র ভাইসব! মুছলিম ভারতের এই আজাদীর দিনে তোমাদের দান অসীম। শ্রীহট্টের তথা হবিগঞ্জের ছাত্র ভাইরা অকথিত অভাব, অসুবিধার ভিতর দিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আল্লার উপর নির্ভর করে মুছলিম জাতির এই পরাধীন [illegible] জাতির ইমান, আমান ও ধর্ম্মের মৃত্যুকে মুনাফিক ও কাফেররূপী আজরাইলের হাত থেকে রক্ষা করিবার [illegible] বাক্যোক্তি এবং বক্র চাহনির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিপক্ষের দিগন্ত বিস্তৃত মায়াজালকে ছিন্ন [illegible]দের দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্নকে যে সফল করিয়া তুলিয়াছ তার জন্য আমাদের রিক্ত অন্তরের [illegible] জ্ঞাপন করিতেছি।

বন্ধুগণ! কুটিল বুর্জোয়া সরকার ও কাফের মুনাফিকরা আমাদিগকে আমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যে গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা পরপারের পীর হজরত শাহজালালের দোয়া ও মুমীন মুছলমানের ইমানের ফুৎকারে জলবুদ্বুদের ন্যায় নিমিষে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমাদের অভিপ্রেত পাকিস্তান সিলেট ভূমিতে শিকড় গাড়িল। কিন্তু এই নবাঙ্কুরকে দুনিয়ার বুকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহাকে ফলে ফুলে মুকুলিত করিয়া পাপ-তাপ দগ্ধ, অভাব অনটনক্লিষ্ট, অনাচার অবিচারে জর্জ্জরিত এবং ভূমিকে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য যে বিপুল দায়িত্ববহন সমস্যা আমাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে তাহাকে আমাদের বিপ্লবী আত্মার অধীর সংঘাতে মুক্তির পথ করিয়া দিতে হইবে। তার জন্য চাই আমাদের মাঝে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য।

উপসংহারে তোমাদের নিকট আমাদের এই আরজ চলার পথে সংখ্যা লঘু প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি শাশ্বত ইসলাম ধর্ম্মের বিধান অনুযায়ী উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, জাতি-বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মীয় অর্থনৈতিক ও নাগরিক অধিকারে অংশীদার করিবার জন্য আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনশক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে। আমিন।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ছাত্র সংহতি জিন্দাবাদ।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আরজ গোজার—

এস. এ খালিক (কনভেনার) এস. এন. ইসলাম চৌধুরী (চেয়ারম্যান)

এম. এ. ওয়াহেদ (মেম্বার)

এম. এ. শহীদ ,,

শাহ ফরিদুল ইসলাম ,,

এম. এ. মন্নান ,,

এস. ইসলাম ,,

আর্ট প্রেস, হবিগঞ্জ

www.pathagar.com

মায়াজালকে ছিন্ন করিয়া আমাদের দিনের চিন্তা, রাতের স্বপনকে যে সফল করিয়া তুলিয়াছ তার জন্য আমাদের রিক্ত অন্তরের উন্মুক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বন্ধুগণ! কুটিল বুর্জোয়া সরকার ও কাফের মুনাফিকরা আমাদিগকে আমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যে গোলক ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা পরপারের পীর হযরত শাহজালালের দোয়া ও মুমীন মুসলমানের ঈমানের ফুৎকারে জলবুদবুদের ন্যায় নিমিষে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমাদের অভিপ্রেত পাকিস্তান সিলেট ভূমিতে শিকড় গাড়িল। কিন্তু এই মহীরূহকে দুনিয়ার বুকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহাকে ফলে ফুলে মঞ্জুরিত করিয়া পাপ-তাপ দগ্ধ, অভাব অনটনক্লিষ্ট, অনাচার-অবিচারে জর্জরিত ভারত ভূমিকে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য যে বিপুল কর্মবহুল সমস্যা আমাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে তাহাকে আমাদের বিপ্লবী আত্মার অধীর সংঘাতে মুক্তির পথ করিয়া দিতে হইবে। তার জন্য চাই আমাদের মাঝে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য।

উপসংহারে তোমাদের নিকট আমাদের এই আরজ চলার পথে সংখ্যা লঘু প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি শ্বাশত ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, জাতি-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বপ্রকার ধর্মীয় অর্থনৈতিক ও নাগরিক অধিকারে অংশীদর করিবার জন্য আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সংঘ শক্তিতে নিয়োজিত করিতে হইবে। আমিন।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ছাত্র সংহতি জিন্দাবাদ।
ইনক্লাব জিন্দাবাদ
আরজ গোজার

এম, এ খালিক (কনভেনার)　　এম,এন, ইসলাম চৌধুরী (চেয়ারম্যান)

এম,এ, ওয়াহেদ　(মেম্বার)
এম,এ, শহীদ　,,
শাহ ফরিদুল ইসলাম　,,
এম,এ, হান্নান　,,
এস, ইসলাম　,,

আর্ট প্রেস হবিগঞ্জ।

১৫ আগস্টের পর সীমানা কমিশনের রায় বের হয়। এতে দেখা যায় সিলেট এক ইউনিট হিসেবে পাকিস্তানে যোগদান করা সত্ত্বেও সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার বেশীর ভাগ অংশ ভারতকে দেয়া হয়। পশ্চিম দিনাজপুরও ভারতকে দেয়া হয়। মুসলিম অধ্যুষিত গুরুদাসপুর জেলা ভারতকে উপহার দেয়া হয়। এ বিশ্বে গণভোটের উপর কোন রায় নেই। এতদসত্ত্বেও গণভোটে পাকিস্তানে যোগদানকারী করিমগঞ্জের আড়াইটা থানা অন্যায়ভাবে

www.pathagar.com

ভারতকে উপহার দেয়া হয়। লীগকে ঘুণেধরা ও পোকায় খাওয়া পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দাবী ছিল সুবে বাংলা অন্ততঃ আসাম-বাংলা। ইংরেজ হিন্দুদের সহায়তায় রাজ্য বিস্তার করে এবং তাদের সহায়তায়ই রাজ্য দীর্ঘায়িত হয় গতিকে তাদেরকে বোনাস দিয়ে যায়। Freedom at Midnight-এর লেখকদ্বয় উল্লেখ করেছেন গুরুদাসপুর ভারতকে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ভৌগোলিক দিক দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতে যোগদানের সুবিধা দান। তেমনি ত্রিপুরাকে ভারতে যোগদানের জন্যে সিলেট ভেঙ্গে কিছু অংশ অন্যায়ভাবে ভারতকে দেয়া হলো। পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খাঁ বলেন, "লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারতে ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিলেতে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। র‍্যাডক্লিফ কমিশন ভাওতা মাত্র।" এ তথ্য আমাদের প্রতিপক্ষের জ্ঞাত ছিল গতিকে তারা শ্লোগান দিত "ও স্বজনী সিলেট ভেঙ্গে গোড়া করতায়নি।"

লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে ভাইসরয় নিয়োগ এবং ৪৮-এর পরিবর্তে ৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তর মুসলমানের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি? এ ষড়যন্ত্র সম্রাট আলমগীরের সময় রচিত হয়। ১৬৭৪ সালের ১২ জুন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত হেনরী ডেকসিন গোপনে পাহাড়ী এলাকায় অনুষ্ঠিত শিবাজী অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করে খৃষ্টান-হিন্দু ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরিণতি পলাশীতে বিপর্যয়। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ। উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আমাদের সন্দেহ আজ পুরোপুরি বাস্তব বলে প্রমাণিত।

Freedom at Midnight বই-র ৮ পৃঃ নোট লীগের অজ্ঞাতে কৃষ্ণমেনন ও ক্রীপস অতি গোপনে শরাপরামর্শ করে লুইস মাউন্ট ব্যাটনকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। যতদিন ওয়াভেল ভাইসরয় পদে থাকবে ততদিন কংগ্রেস প্লান বাস্তবায়িত হবে না। এ সিদ্ধান্ত মেনন ১৯৭৩ ফেব্রুয়ারী মৃত্যুর পূর্বে একজন লেখকের নিকট প্রকাশ করেন ঃ English version attached, ~Although Mountbatten didn't know it, the idea of sending him to India had been suggested to Attlee by the man at the Prime Minister's side, his Chancellor of the Exch-quer, Sir Stafford Crippes. It had come upat a secret conversation in London in December, between Crippes and Krishana Menon, an outspoken Indian left-winger and intimate of the Congress leader Jawaharlal Neheru. Menon had suggested to Crippes and Neheru that congress saw little hope of progress in Indida; so long as Wavell was. Viceroy In response to a query from the British leader, he had advanced the name of a man. Neheru held in the highest regards. Louis Mountbatten. Aware that Mountbatten's usefulness wouldbe destroyed if India's Moslim leaders learned of the genesis of his appointment the too men had agreed to reveal the details of their talk to no one. Menon revealed the details of his conversation with Crippes in a series of conversations with one of the authors in New Delhi in

www.pathagar.com

February 1973, a year before his death. "Freedom at midnight লেখক। Larry collins 2. DOMINIQUE LAPIEPRE ১৩শ সংস্করণ ১৯৮৩। বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিঃ, বিকাশ হাউস জেলা গাজিয়াবাদ, ভারত।

পরিকল্পনা ছিল মাউন্ট ব্যাটেনকে উভয় ডোমিনিয়নের ভাইসরয় করা হবে এবং ১৫-০৮-৪৭-এর পর সারাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হবে। পাকিস্তানকে দায়ী করে ভাইসরয় আবার রাজকীয় ফরমান দ্বারা দুই ডোমিনিয়নকে অখণ্ড ভারতে রূপায়িত করা হবে। লীগ এসব আঁচ করতে পেরে আলাদা ভাইসরয় চায়। ১৫-০৮-৪৭ এর পর প্যাটেল এদের প্লান বাস্তবায়নে মুসলিম নিধন ও মুসলিম তাড়াতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। আর পণ্ডিত নেহেরু হায়দরাবাদ, জুনাগড় ও মানভাদরের হিন্দু প্রজার পক্ষ অবলম্বন করে সামরিক অভিযান চালিয়ে রাজ্যত্রয় দখল করেন। যদিও রাজা মুসলিম ছিলেন। অপর দিকে কাশ্মীরী হিন্দু রাজার পক্ষাবলম্বন করে সেখানে সামরিক হামলা চালান। আজও চলছে। যদিও প্রজা মুসলিম। এসব অভিযান ওরা জুন ঘোষণার পরিপন্থী। নেহেরুজীর ন্যায়নীতি হলো হিন্দু পক্ষ সমর্থন। তার জীবনের আদর্শ হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি উচ্চ ধরনের সাম্প্রদায়িক। পাকিস্তান কি এবং কেন এ সম্পর্কে লেখক সবক নেন জনৈক কম্যুনিস্টের কাছ থেকে ছাত্র জীবনে ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ সালে নবীগঞ্জ থাকাকালেই। কম্যুনিস্টরা গণভোটের সময় মান্দাকান্দি ভোটকেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালায় যে, কংগ্রেসের প্রতীক কুঁড়েঘরে ভোট দিলে সুরমা ভেলিস্থান হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গণভোটের কর্মীদের প্রতি জনগণের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। তার একটা উদাহরণ দেয়া গেল। পদব্রজে লস্করপুর হতে বাহুবল যাবার পথে পথিমধ্যে কয়েকজন যুবকের সাথে সাক্ষাত। তাদের সাথে পথিমধ্যে গণভোট সম্পর্কে কিছু আলাপ হলো। এদের একজন অন্যজনকে বলছে লেখক ও তার সাথী সম্পর্কে। যুবকের মন্তব্য হলো– এ দুজন সহজেই বেহেশতে চলে যাবে। এছাড়া লেখকের উপরোক্ত দুটো (১) হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ-বাহুবল-পুটিজুরী-গজনভীপুর প্রচার অভিযান এবং (২) হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-মারকুলী চককপুর-কাগাপাশা-দাউদপুর-কদুপুর প্রচার অভিযানে থাকা খাওয়ার জন্য ভাবতে হয় নাই। গণভোট সম্পর্কে জনগণের উচ্চ ধারণাই প্রকাশ হলো। সিলেট জিলার ছাত্র সমাজ ও হবিগঞ্জ মহকুমার ছাত্রসহ ভারতের মুসলিম ছাত্রগণ ৪৫-৪৭ আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখে ধন্য হয়েছেন। যার বদৌলতে পূর্ব পাকিস্তান হতে আজকের বাংলাদেশ। যেমন হিজরী সন হতে বাংলা সন। কিন্তু আজকাল গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দসহ অনেকেই ছাত্রদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের পিছনে তাঁদের দৃষ্টি যায় না। মনে হয় তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ৪৫-৪৭ আন্দোলন ব্যতিরেকে পরিবর্তী আন্দোলন মূল্যহীন। একটি উদাহরণ দিতে হয়। জনৈক বিশিষ্ট লেখকের পুস্তক হতে উদ্ধৃত করে জনাব বদরুদ্দিন উমর বর্ণনা দেন– "২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে

www.pathagar.com

শলাপরামর্শ করছেন কিভাবে ২১শের হরতাল প্রতিহত করা যায়।" বাস্তব ইতিহাস হলো লিয়াকত আলী খান ১৬-১০-৫১ ইং পিন্ডিতে আততায়ীর গুলীতে শাহাদতবরণ করেন এবং তখন হতে খাজা নাজিমুদ্দিন পাক প্রধানমন্ত্রী। এর চেয়ে জঘণ্যতম মিথ্যা আর কি হতে পারে? মিথ্যার উপর আল্লাহর লানত (সূরা এমরাঁন আয়াত-৬১)

৪৫-৪৭ পাকিস্তান আন্দোলনে সিলেটের ছাত্র নেতা ও কর্মীদের সাথে কাজ করায় অনেকের সাথে সামনা-সামনি বা কাগজে-কলমে লেখক পরিচিত। কিন্তু ৪০/৪৫ বছর পর এদের অনেককেই বিস্মৃত। গণভোটে তাদের দান অতীব প্রশংসণীয়। তাঁদের অনেকের আবার পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে লেখক অজ্ঞাত। তাঁদের নাম স্মরণ না করলে হীনমন্যতা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। এ,টি,এম, মাসুদ (বিচারপতি), দেওয়ান ফরিদগাজী ও,এম,এ, সামাদ (উভয়ই মন্ত্রী), শাহেদ আলী (অধ্যাপক), এন, ফজলুর রহমান (গ্রুপ ক্যাপ্টেন), জিয়াউদ্দিন আহমদ, আব্দুল হাই আজাদ, আব্দুননূর চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, এম, দেলওয়ার হুসেন, কাজী মজিবুর রহমান, সি,এ, রাহমান আরো অনেকে।

হবিগঞ্জ মহকুমার ছাত্র নেতা ও কর্মীদের নাম শাহ শামসুল কিবরিয়া (প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব ও বর্তমানে অর্থমন্ত্রী)। এম,এ, শহীদ (সেকশন অফিসার), এম,এ, জব্বার (ডি,এস,পি), এম,এ, ওয়াহাব (আনসার এডজ্যুটেন্ট), এম,এ, কাদের (শিক্ষক), এম, এ, গাফফার (হিসাব বিভাগ), আশিক উদ্দিন চৌধুরী (ম্যাজিস্ট্রেট), মহীউদ্দিন (আলীগড়), ওলিউর রহমান, এফ, এম, জামী, আফতাব উদ্দিন আহমদ, এ, এইচ, খান, নজরুল ইসলাম, কাজি সিরাজ উদ্দিন, এম, এ, খালেক, নূরুল হক, শাহ ফরিদুল ইসলাম, শাহ শামসুল হুদা, এম, জেড চৌধুরী, এম, আবুল হোসেন, মোবারক আলী, কাজী আলাউদ্দিন, মোঃ রউফ, এম, এ, মান্নান, এম, ইসলাম, এছাড়া আরো দুজন ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করতে হয়। ওঁরা হলেন মৌলভী আব্দুল্লাহ (বানিয়াচঙ্গ) ও মৌলভী রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বেতাপুর)। তাঁরা দুজনে খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়া ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে কারাবণ করেন। মৌলভী আব্দুল্লাহ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। আমাদের সংগ্রামের উৎস আত্মচেতনা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। আমাদের সংগ্রাম ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত থাকায় সাত বছরের (৪০-৪৭) মধ্যে ব্যালট দিয়ে আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা করা হয়, ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য ঘটনা। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র উদ্ধারে নয়টা বছর (৮২-৯০) সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি অলৌকিক ঘটনা মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভি. পি. সিংহ আমাদের সংগ্রামের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। গদীতে আরোহণ কালে তাঁর বক্তব্য "ভারতকে তাঁর আঞ্চলিক মুরুব্বীগিরী পরিহার করতে হবে।" এবং গদী ত্যাগ কালে তাঁর বক্তব্য "সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ভারতকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিবে।"

www.pathagar.com

তাঁর মন্ত্রী সভার পতনের অন্তরালে লাহোর প্রস্তাব পাসের কারণ নিহিত। তিনি চেয়েছিলেন নিম্ন বর্ণ হিন্দুদেরকে তাদের ন্যায্য দাবী অর্থাৎ চাকুরিতে ৫০% প্রদান। বর্ণ হিন্দুদের পক্ষ থেকে এতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। যারা নিজের স্বধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য হিস্যা দিতে চায় না, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কি আশা করতে পারে? তাদের ধর্মমতে বর্ণ হিন্দু ও তফসিলীরা যথাক্রমে মহাদেবের জটা ও চরণ হতে সৃষ্ট আর মুসলমানরা ম্লেচ্ছ এবং ভারত মাতাকে শাসন করার অধিকারএকমাত্র বর্ণ হিন্দুদের। আমাদের সংগ্রামের সূচনা ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুনের ভাগ্য বিপর্যয়ে। কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দাবী, ইংরেজ-হিন্দু চক্রান্তের কারণে বাস্তবায়ন হতে পারেনি। দাবী ছিল সুবে বাংলা অন্ততঃ আসাম-বাংলা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, এক সময়ে বৃহত্তর বাংলার কথা উঠেছিল– কিন্তু বৃহত্তর বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

এর সহায়তায় আশা করি ভবিষ্যতের বংশধররা, প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং অযথা প্রচারে তারা বিভ্রান্ত হবে না। কারণ সত্য ও বাস্তবকে সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে রাখা যায়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলতে হয় লীগের চিন্তাধারা Freedom at Midnight বইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আজকাল ভারতের বলরাম বাবুর মত কেউ কেউ এদেশে ৪৭ পূর্ব ভারতের কথা বলা শুরু করেছেন। তাহলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। তখন প্রশ্ন আসবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী না উর্দু এসব চিন্তা কি তাদের মগজে ঢুকে। ইনশাআল্লাহ্ এসব মগজ ধোলাই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়ন হবে না। কথা হলো যে পরের ঘর ভাঙে আল্লাহ্ তার ঘর ভাঙেন।

ইতিহাসে যারা আনাড়ী এবং রাজনীতিতে মুর্খ তারা ভারত বিভাগ সম্পর্কে আবুল-তাবুল বকছেন। তবে তাদের মধ্যে একটা জিনিস প্রবল ও কমন যাতে উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শের গোলামী। যারা সত্যিকারের চিন্তাশীল ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তারা সত্য প্রকাশে দ্বিধা করেন না। গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৯৮ইং দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় মিষ্টার গৌতম রায় (সাংবাদিক, কলাম লেখক, গবেষক এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা) এর লেখা "দেশ ত্যাগের পরিকল্পনা করে হিন্দুরাই'' শিরোনামে ছাপা হয়। লেখক ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে লেখাটি বাংলা বাজার পত্রিকার জন্যে পাঠিয়েছেন। যা সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ সত্য প্রকাশে এক ধাপ অগ্রগামী, যদিও তিনি হিন্দু। দুঃখের বিষয় পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসব পালনে আমরা বঞ্চিত। আমরা ইংরেজ বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যবাদ হতে নাজাতের পঞ্চাশ বছরের পূর্তি উৎসব পালনে বঞ্চিত কেন? কে এর কৈফিয়ত দিবে? ১৫-০৮-৪৭ইং শুক্রবার এবং পঞ্চাশ পূর্তিতে ১৫-০৮-৯৭ইংও ছিল শুক্রবার।

এখানে লেখকের সম্পূর্ণ প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। তবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি। আশা করি যাদের জন্য ১৯৪৭ইং এর পর তারা উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

১৯২৪ সালের লাহোর হতে প্রকাশিত ট্রিবিউনে প্রকাশিত লালা লাজ পত রায় প্রথম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র ঔষধ হিসাবে দেশ বিভাগের প্রেসক্রিপশন দেন। তিনি লিখেন–Under my scheme the muslims will have four muslims states (1) Western Punjab (2) The Pathan province of the north-west frontier (3) Sind and (4) Eastern Bengal. It means a clear partition of India and non Muslims India.

বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রবর্তিত ১৮৯৫ সালে "শিবাজী উৎসব" হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এক নগ্ন প্রকাশ। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা আজ যেভাবে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করে সত্য কে অস্বীকার করতে চাইছেন, সেই একই ধারায় তিলক এই শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে আফজল খাঁ কর্তৃক শিবাজী হত্যার পরিকল্পনা তৈরী করে সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে উসকে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ জিন্নাহকে আতংকিত করে তোলে। যে জিন্নাহ ১৯২৮ সালে বলেছিলেন We are all sons of this land. We have to live together. সেই জিন্নাহ ১৯৩৪ সালে মাধব শ্রী হরি আনে এবং মদন মোহন মালব্য কর্তৃক কংগ্রেসের ভিতর থেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে একত্রিত করে গান্ধী বিরোধীতার জন্য প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় আতংকিত হয়ে পড়েন। কারণ তার আগেই ১৯৩৩ সালে হিন্দু মহাসভার আজমীর অধিবেশনে ভাই পরমানন্দ বলেছেন (তিনি সভাপতি) Hindustan is the land of Hindus alone and Muslims and Christians and other nations living in India are only our guests. They can live here as long as they wish to remain as guests. এ সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে পুনে শহরে গান্ধীজীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। এ ঘটনাবলীই জিন্নাহকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় যে ইংরেজ চলে যাওয়ার পর এখানকার মুসলমানদের হিন্দুদের দয়ার উপর বেঁচে থাকতে হবে। কংগ্রেসে গান্ধী যুগ যে বেশী দিন স্থায়ী হবে না ঘটনাক্রমেই জিন্নাহকে পৃথক আবাসভূমি সিদ্ধান্তে ঠেলে দিয়েছিল।

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ইং ১৭ রমজান সক্রিয়া সংগ্রাম দিবস পালন উপলক্ষে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা একজন ছাত্র প্রতিনিধিসহ ২৪ জন সদস্য। নিম্নে প্রাপ্ত তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো ঃ

(১) তালেব উদ্দিন আহম্মদ, বি,এল, উকিল, রাইয়াপুর, নবীগঞ্জ, (২) এ, জেড আব্দুন্নর চৌধুরী, মোক্তার, শিউরিকান্দি, চুনারুঘাট, (৩) নাছির উদ্দিন চৌধুরী, উকিল, এম, এল, এ, পরবর্তীতে মন্ত্রী, পিয়াইম, মাধবপুর, (৪) সৈয়দ এ, বি, মাহমুদ হোসেন, উকিল, লীগ সেক্রেটারী, প্রধান বিচারপতি, লস্করপুর, (৫) মাঃ মনোওর তরফদার, মোক্তার, হবিগঞ্জ, (৬) সৈয়দ মমিদুল হুসেন, হবিগঞ্জ, (৭) আবদুর রহমান মোক্তার, এম, এল, এ, ৩৭ইং শ্রীকুটা, চুনারুঘাট, (৮) আলী আকবর তরফদার, মোক্তার, হবিগঞ্জ, (৯) জহির উদ্দিন চৌধুরী, হবিগঞ্জ, (১০) নূরুল হুসেন খান, এম, এল, এ, চেয়ারম্যান লকেল বোর্ড,

www.pathagar.com

সাগর দীঘির পশ্চিমপাড়, বানিয়াচং, (১১) সৈয়দ মাহমুদ উল্লাহ, হবিগঞ্জ, (১২) বদর উদ্দিন চৌধুরী, উকিল, লীগ প্রেসিডেন্ট, তেঘরিয়া, লাখাই, (১৩) শাহাব উদ্দিন মোক্তার, সালারে আলা, হবিগঞ্জ মহকুমা এম, এন, জি, চতুরঙ্গ রায়েরপাড়া, বানিয়াচং, (১৪) আশরাফ উদ্দিন মার্চেন্ট, গোপায়া, হবিগঞ্জ, (১৫) রফিক উদ্দিন মার্চেন্ট, নিজামপুর, হবিগঞ্জ, (১৬) জহির উদ্দিন কন্ট্রাক্টর, হবিগঞ্জ, (১৭) শফি উদ্দিন হাওলাদার (ঢাকাই) চৌধুরী বাজার, হবিগঞ্জ, (১৮) কাজী আবদুল গফুর মোক্তার, ময়নাবাদ, চুনারুঘাট, (১৯) মাঃ এবাদ আলী, হবিগঞ্জ, (২০) আবদুল রসূল, উকিল, হবিগঞ্জ, (২১) মাঃ উমর চৌধুরী, উজিরপুর, বানিয়াচং, (২২) আব্দুল কদ্দুছ চৌধুরী, ভদরদি নবীগঞ্জ, (২৩) ছুরত আলী, হবিগঞ্জ, (২৪) মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ (ছাত্র) পাক বিমান বাহিনী ১৯৫১-১৯৬৩ইং পাউবো ১৯৬৪-১৯৮২ইং (অবঃ) সহকারী পরিচালক, কদুপুর, বানিয়াচং।

সংগ্রাম দিবস পালন উপলক্ষে ৮-৮-৪৬ইং একখানা পোস্টার ছাপা হয় এ সময়ে গণ আন্দোলনের সূত্রপাত। তাই পরবর্তীকালে সিলেট গণভোটে বিস্ময়করভাবে বিস্ফোরণ ঘটে। এই সময়কার একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ পোস্টারে পাকিস্তান আন্দোলন সময়কার গণআন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠে। পোস্টার খানা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মুসলীম লীগ সভা।

সক্রিয়া সংগ্রাম দিবস পালন

স্থান ঃ টাউন হল

তারিখ ঃ ১৬ই আগস্ট মোতাবেক ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার

সময় ঃ বেলা ৩ ঘটিকা।

ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মন্ত্রী মিশন বিগত ১৬ই মে তারিখে যে রোয়েদাদ দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে পাকিস্তান লাভের সম্ভাবনা থাকায় মুসলিম লীগ উক্ত রোয়েদাদ মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু উক্ত রোয়েদাদ সম্পর্কে মন্ত্রী মিশন ও কংগ্রেস কর্তৃক পরবর্তী বিশ্লেষণের ফলে ও কর্তৃপক্ষের মধ্যবর্তী গভর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কিত প্রাথমিক কার্যকলাপে মুসলমানদের পাকিস্তান লাভের আশা নির্মুল হইয়াছে। ফলে ২৯শে জুলাই তারিখে অল-ইন্ডিয়া লীগ কাউন্সিলের বোম্বাই বৈঠকে মুসলিম লীগ উক্ত রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং সক্রিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

সক্রিয় সংগ্রাম দিবস পালন।

স্থান—টাউন হল।

তারিখ—১৬ই আগষ্ট মোতাবেক ৩১শা শ্রাবণ শুক্রবার
সময়—বেলা ৩ ঘটিকা

ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মন্ত্রী মিশন বিগত ১৬ই মে তারিখে যে রোয়েদাদ দিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে পাকিস্থান লাভের সম্ভাবনা থাকায় মুসলীম লীগ উক্ত রোয়েদাদ মানিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু উক্ত রোয়েদাদ সম্পর্কে মন্ত্রী মিশন ও কংগ্রেস কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী বিকৃত বিশ্লেষণের ফলে ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কিত প্রাথমিক কার্য্যকলাপে মুসলমানদের পাকিস্থান লাভের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। ফলে ২৯শা জুলাই তারিখে অল ইণ্ডিয়া লীগ কাউন্সিলের বোম্বাই বৈঠকে মুসলীম লীগ উক্ত রোয়েদাদ প্রত্যাখান করিয়াছেন এবং সক্রিয় সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

তদনুসারে আগামী ১৬ই আগষ্ট ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার সক্রিয় সংগ্রাম দিবস পালনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ দিবস প্রধান প্রধান পল্লীতে সহরে বন্দরে বাজারে হরতাল পালন করিতে হইবে। উকিল, মোক্তার, ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করিতে ঐ দিবস বিরত থাকিবেন এবং মিছিল করিয়া সভা করতঃ বড়লাট ও মন্ত্রী মিশনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন ও বোম্বেতে লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন।

আগামী ১৬ই আগষ্ট মহাসমারোহে হবিগঞ্জ সহরে সক্রিয় সংগ্রাম দিবস পালন করা হইবে। জুম্মার নামাজের পর কাছারী মসজিদ হইতে জাতীয় বাহিনী, ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়া সহর প্রদক্ষিণ করিবে এবং বেলা ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউন হলে মুসলমানগণের এক সাধারণ সভা হইবে। এই সভায় ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইবে। মিছিলের সঙ্গে লাঠীখেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। মুসলমান ভাইদের মিছিল ও সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইতেছি। ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে আজ দুইটী সমস্যা উপস্থিত হয়—পাকিস্থান লাভ—নয় চিরদিনের জন্য পরাধীনতা বরণ। লীগ জিন্দাবাদ॥ ৮।৮।৪৬ ইং

নিবেদক—

তালেব উদ্দিন আহাম্মদ	সৈয়দ মাহমুদ উল্লা
এ. কে. এম. আব্দুর রব চৌধুরী	নুরুল হোসেন খাঁ এম, এল, এ
সাহিদ উদ্দিন চৌধুরী এম, এল, এ	আবদুর রহমান, মোক্তার
সৈয়দ মাহমুদ হোসেন লীগ সেক্রেটারী	বদর উদ্দিন চৌধুরী লীগ প্রেসিডেন্ট
মোঃ মনোওর তরফদার	সাহাব উদ্দিন, মোক্তার
সৈয়দ মুজিবুল হোসেন	আসরফ উদ্দিন আহাম্মদ
আলী আকবর তরফদার	রফিক উদ্দিন
জহির উদ্দিন চৌধুরী	জহির উদ্দিন কন্ট্রাক্টার
কাজি আবদুল গফুর	সফি উদ্দিন তালুকদার
মোঃ এবাদ আলী	আবদুল মন্নান
মোঃ মুরত আলী	মোঃ উমর চৌধুরী
মোঃ আবদুল ওয়াহেদ ([illegible])	আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী

আর্ট প্রেস, হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

তদনুসারে আগামী ১৬ই আগস্ট ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার সক্রিয়া সংগ্রাম দিবস পালনের নির্দেশ দেয়া হইয়াছে। ঐ দিবস প্রধান প্রধান পল্লীতে, শহরে, বন্দরে, বাজারে হরতাল পালন করতে হবে। উকিল, মোক্তার, ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করিতে ঐ দিবস বিরত থাকিবেন এবং মিছিল করিয়া সভা করতঃ বড়লাট ও মন্ত্রী মিশনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন ও বোম্বেতে লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন।

আগামী ১৬ই আগস্ট মহাসমারোহে হবিগঞ্জ শহের সক্রিয়া সংগ্রাম দিবস পালন করা হইবে। জুম্মার নামাজের পর কাছারী মসজিদ হইতে জাতীয় বাহিনী, ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়া শহর প্রদক্ষিণ করিবে এবং বেলা ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউন হলে মুসলমানগণের এক সাধারণ সভা হইবে। এই সভায় ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইবে। মিছিলের সঙ্গে লাঠীখেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। মুসলমান ভাইদের মিছিল ও সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইতেছি। ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে আজ দুইটি সমস্যা উপস্থিত হয়-পাকিস্তান লাভ-নয় চিরদিনের জন্য পরাধীনতা বরণ। লীগ জিন্দাবাদ!! ৮-৮-৪৬ইং।

নিবেদক

তালেব উদ্দিন আহাম্মদ	*সৈয়দ মাহমুদ উল্লা*
এ,জেড, আব্দুন্নুর চৌধুরী	*নূরুল হুসেন খাঁ, এম,এল, এ,*
নাছির উদ্দিন চৌধুরী, এম,এল,এ,	*আবদুর রহমান, মোক্তার*
সৈয়দ মাহমুদ হুসেন, লীগ সেক্রেটারী	*বদর উদ্দিন চৌধুরী, লীগ প্রেসিডেন্ট*
মাং মনোওর তরফদার	*সাহাব উদ্দিন, মোক্তার*
সৈয়দ মুমিদুল হুসেন	*আসরফ উদ্দিন আহাম্মদ*
আলী আকবর তরফদার	*রফিক উদ্দিন*
জহির উদ্দিন চৌধুরী	*জহির উদ্দিন কন্ট্রাক্টার*
কাজি আব্দুল গফুর	*সফি উদ্দিন হাওলাদার*
মাঃ এবাদ আলী	*আবদুল রছুল*
মাঃ ছুরত আলী	*মাৎ উমর চৌধুরী*
মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ (ছাত্র প্রতিনিধি)	*আবদুল কদ্দুছ চৌধুরী*

আর্ট প্রেস হবিগঞ্জ।

ছাত্রনেতা ও কর্মীদের প্রাপ্য তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ

(২৫) এম, এ, শহীদ, (অবঃ) সেকশন অফিসার, ঢাঃ বিঃ, নওয়াগাঁও, বানিয়াচং, (২৬) শাহ্ শামসুল কিব্রিয়া, পররাষ্ট্র সচিব, এসকাপ সেক্রেটারী, অর্থমন্ত্রী, জালাল সাপ

www.pathagar.com

নবীগঞ্জ, (২৭) নূরুল ইসলাম চৌধুরী (অবঃ) কাস্টমস অফিসার ১০-৫-৯৮ ইং ৭৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল। দত্তগ্রাম নবীগঞ্জ, (২৮) শাহ শামসুল হুদা, জালাল সাপ, (২৯) শাহ ফরিদুল ইসলাম, কর্মজীবন অজ্ঞাত, হবিগঞ্জ, (৩০) জাহিদ উদ্দিন চৌধুরী, পিয়াইম মাধবপুর, কর্মজীবন অজ্ঞাত, (৩১) এম, এ, ওয়াহাব (অবঃ) আনসার এডজুটেন্ট, বিরামচর, সায়েস্তাগঞ্জ, (৩২) আমিরুল ইসলাম, সরকারী বিদ্যালয়, কর্মজীবন অজ্ঞাত, হবিগঞ্জ, (৩৩) সৈয়দ আরশাদ আলী, বকতারপুর (মুস্তাফাপুর) সুনাইত্যা, বিলেত প্রবাসী, (৩৪) মোঃ কুতুব, কর্মজীবন অজ্ঞাত, শ্রীকুটা, চুনারুঘাট, (৩৫) এম, এ, খালেক, চাকুরীজীবী, রাজনগর, হবিগঞ্জ, (৩৬) এম, এ, মান্নান, কর্মজীবন অজ্ঞাত, হবিগঞ্জ, (৩৭) এস, ইসলাম -ঐ-, (৩৮) এফ, এম, জামী, কর্মজীবন অজ্ঞাত, গাজীপুর, চুনারুঘাট, (৩৯) আশিক উদ্দিন চৌধুরী (অবঃ) ম্যাজিস্ট্রেট, পিয়াইম মাধবপুর, (৪০) কাজী সিরাজ উদ্দিন, সিলেট, (৪১) আবুল হুসেন, বানিয়াচং, (৪২) এম, নূরুল হক, হবিগঞ্জ, (৪৩) আব্দুল গফফার, হিসাব রক্ষণ অফিসার, পাউবো, চুনারুঘাট, (৪৪) সালেহ উদ্দিন, পুটিজুরী হাই স্কুল, (৪৫) মাহতাব উদ্দিন খান, পুলিশ অফিসার, সাগর দীঘির পশ্চিমপাড়, (৪৬) মোঃ আব্দুর রউফ, জে, কে, স্কুল, হবিগঞ্জ, (৪৭) মোঃ মোবারক আলী, সম্পাদক, রাজকীয় স্কুল, হবিগঞ্জ, (৪৮) আবু বকর, সায়েস্তাগঞ্জ মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ, (৪৯) কাজী আলাউদ্দিন, জগদীশপুর হাইস্কুল, হবিগঞ্জ, (৫০) গোলাম কদ্দুস চৌধুরী, কৃষি অফিসার, উজিরপুর, বানিয়াচং, (৫১) আহমদ হুসেন খান, সেকশন অফিসার, ও এ,পি,পি, সাগর দীঘির পশ্চিমপাড়, (৫২) আমীরুল ইসলাম, সরকারী বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ, (৫৩) নজরুল ইসলাম, সালারে স্কুল, খাদ্য বিভাগে চাকুরী, হবিগঞ্জ, (৫৪) আবদুল মোতালেব, বানিয়াচং, (৫৫) মদব্বির হুসেন, জে, কে, স্কুল, হবিগঞ্জ, (৫৬) শরাফত মিয়া, (অবঃ) যুগ্ম সচিব, ভাদৈ, হবিগঞ্জ, (৫৭) সিরাজুল হুসেন খান, মন্ত্রী, সাগর দিঘীর পশ্চিম পাড়, (৫৮) এম, এ, কাদের (অবঃ) শিক্ষক, হবিগঞ্জ, (৫৯) সালেহ উদ্দিন, আলীগড়ী, সাংবাদিক, নিজামপুর, হবিগঞ্জ, (৬০) ওলিউর রহমান, নিজামপুর, -ঐ- (৬১) আবদুল মুকতাদির (অবঃ) হেড মাওলানা, শ্রীমঙ্গল ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, কদুপুর, বানিয়াচং, (৬২) দাইমুদ্দিন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, তাদের বাড়ীতে গণভোট উপলক্ষে কলিকাতা হতে আগত ছাত্রকর্মীরা থাকতেন, রামপুর, নবীগঞ্জ, (৬৩) আব্দুল আজীজ চৌধুরী, হেড মাস্টার ও এম, পি, চরগাঁও, নবীগঞ্জ, (৬৪) দরছ মিয়া (অবঃ) হেড মাস্টার, সিলেট সরকারী স্কুল, ইনাতাবাদ, নবীগঞ্জ, (৬৫) আরব আলী, শিক্ষক, নবীগঞ্জ, রাজনগর, নবীগঞ্জ, (৬৬) এম, এ, জববার, ডি, এস, পি, বহুলা, হবিগঞ্জ, (৬৭) সৈয়দ নুরুজ্জামান, চাকুরীজীবী, হবিগঞ্জ, (৬৮) শফিকুর রহমান, হাইস্কুল শিক্ষক, কুরগাঁও, নবীগঞ্জ, (৬৯) আফতাব উদ্দিন, চুনারুঘাট, (৭০) এম, এ, খালেক, হেলথ সহকারী, বুরহানপুর, নবীগঞ্জ, (৭১) আঃ গণি চৌধুরী, হেলথ সহকারী, মোল্লারাই, নবীগঞ্জ, (৭২) শরীফ উদ্দিন, কাজীরগাঁও, -ঐ-, (৭৩) আবদুল মতিন চৌধুরী,

www.pathagar.com

প্রাইমারী শিক্ষক, বিলপাড়, নবীগঞ্জ, (৭৪) সৈয়দ তবারক আলী, শিক্ষক, কান্দিগাঁও, দিনারপুর, (৭৫) মাহবুবুর রহমান, শিক্ষক, বাউসা, নবীগঞ্জ, (৭৬) শাহ মাসুদ, বেতাপুর, নবীগঞ্জ, আমেরিকা প্রবাসী, (৭৭) আবদুর রহমান, পাক বিমান বাহিনী ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, ধুলিয়া খাল, হবিগঞ্জ, (৭৮) জিতুমিয়া, পাক বিমান বাহিনী, -ঐ-, (৭৯) শামসুল আলম, পাক বিমান বাহিনী, সিকান্দারপুর, বানিয়াচং, (৮০) এ, রউফ, চৌধুরী, পাক বিমান বাহিনী, মুকিমপুর, নবীগঞ্জ, (৮১) মোঃ শাহজাহান, পাক বিমান বাহিনী, ইকরাম, বানিয়াচং, (৮২) মোঃ বাবরু মিয়া, পাক বিমান বাহিনী, মন্দইর, -ঐ-, (৮৩) এস, এ, হান্নান (অবঃ), লে, কর্ণেল, কালানজুরা, -ঐ-, (৮৪) সৈয়দ শফিকুল হক, শিক্ষাবিদ, কালানজুরা, -ঐ-, (৮৫) মোঃ আল্লাহ বকস, শিক্ষাবিদ, মজলিশপুর, হবিগঞ্জ, (৮৬) এম, এ, মছব্বির লস্কর, (অবঃ) ডি,এ,জি, গুজাইখাইর, নবীগঞ্জ, (৮৭) মুহাম্মদ আলী, কুমিল্লা বোর্ড স্কুল পরিদর্শক, যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, (৮৮) মোঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক বৃন্দাবন কলেজ, বাঘাউড়া, (৮৯) নূর মিয়া মুক্তার, জাহিদপুর, নবীগঞ্জ, (৯০) আবু তাহের চৌধুরী, শিক্ষক কাগাপাশা, বানিয়াচং, (৯১) দেওয়ান খলিলুর রহমান, খাগাউড়া, বানিয়াচং, (৯২) এস, বি, চৌধুরী, বিমান বাহিনী, কুবাজপুর, জগন্নাথপুর (৯৩) গোলাম মুস্তাফা চৌধুরী (অবঃ) সিনিয়র হিসাব রক্ষণ অফিসার, শাল্লা, (৯৪) শামসুল হুদা, শাহ বন্দর, মৌলভী বাজার,, (৯৫) গোলাম কিবরিয়া আজাদ, জেড, আই, ও পাউবো, ছাতক, (৯৬) এ, টি, এম, মাসুদ, সভাপতি, আসাম, এম, এস, এফ, বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনার, সিলেট, (৯৭) তাসাদ্দুক আহমদ, ভাদেশ্বর, সিলেট, বিলেত প্রবাসী, (৯৮) শাহেদ আলী, অধ্যাপক, সুনামগঞ্জ, (৯৯) এম, এ, সামাদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সুনামগঞ্জ, (১০০) দেওয়ান ফরিদগাজী, মন্ত্রী, সদরঘাট, নবীগঞ্জ, (১০১) এন, ফজলুর রহমান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন, কানাইঘাট, (১০২) এ, নূর চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক, সিলেট, (১০৩) জিয়া উদ্দিন আহমদ, সিলেট, (১০৪) এ, মতিন চৌধুরী, সিলেট, (১০৫) আবদুল হাই আজাদ, সিলেট, (১০৬) এম, দেলওয়ার হুসেন, ঐ, (১০৭) গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, ঐ, (১০৮) কাজী মুজিবুর রহমান, ঐ (১০৯) সি, এ, রহমান, ঐ, (১১০) এম, এ, জহুর, সুনামগঞ্জ, (১১১) সি, এন, ফারুক, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিমন্তপুর, মৌলভী বাজার, (১১২) সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, পাক করিমগঞ্জ, (১১৩) সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান, ম্যানেজর, চা বাগান, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর।

১৯৪৫ সালে পূজার ছুটির সময় সিলেট মজুমদারীতে মুসলমান ছাত্রদের এক সম্মেলন হয়। উদ্দেশ্যে সম্মেলনে সাধারণ নির্বাচনে ১৯৪৬ ইং মার্চে মুসলিম লীগকে জয়ী করে পাকিস্তানের দাবী প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী গ্রহণ করা। এম, সি কলেজের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমান পূজার ছুটিতে তাৎক্ষণিকভাবে হবিগঞ্জ এসে সব ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করে প্রায় ৩০ জন ছাত্রের একটি দল সম্মেলনের যোগদান করার ব্যবস্থা করে সৈয়দ হাফিজুর রহমানের পুত্র ঐ সিদ্দিকুর রহমান। তিনি ১৫-৮-১৯৪৭ইং পর হবিগঞ্জ সরকারী স্কুলের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপুর্বে এই পদে হিন্দুরাই ছিলেন। বৃন্দাবন কলেজে ও নবীগঞ্জ হাইস্কুলের অবস্থা এমনই ছিল।

(১১৪) বজলুর রহমান, স্টোর অফিসার, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, খাগাউড়া, বাহুবল, (১১৫) লাল মিয়া, পাক বিমান বাহিনী, স্নানঘাট, বাহুবল, (১১৬) জজ মিয়া, মাধবপুর, (১১৭) সালেহ উদ্দিন, মাধবপুর, (১১৮) আজিজুর রহমান খান চৌধুরী, ঐ, (১১৯) আবুল হাশেম, উকিল, হবিগঞ্জ, (১২০) আবদুল আউয়াল, নোয়াখাল চরগাঁও, হবিগঞ্জ, (১২১) আবদুল মতিন, চাকুরীজীবী, ভদরদী, নবীগঞ্জ, (১২২) হাবিবুর রহমান, হেডমাস্টার, ঐ, (১২৩) রইছ উদ্দিন চৌধুরী, ভাদেশ্বর, সিলেট, (১২৪) বেলায়েত হোসেন চৌধুরী, বিয়ানী বাজার, বিলেত প্রবাসী, (১২৫) কাজী জালাল উদ্দিন চৌধুরী, (খুশ) পাক নৌ বাহিনী, পাইকপাড়া, নবীগঞ্জ, (১২৬) আবদুল ওয়াহিদ (এলেমান মিয়া), জালাল সাপ, বিলেত প্রবাসী, (১২৭) আফজাল চৌধুরী, অধ্যক্ষ, কবি ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, খাগাউড়া, বাহুবল, (১২৮) পাখি মিয়া (বি, চৌধুরী), ডি, ডি-হেলথ প্রশাসন, ঢাকা, চানপুর, বানিয়াচং, (১২৯) গোলাপ মিয়া. চাকুরীজীবী. চানপুর. বানিয়াচং।

১৯৪৭ সলে (১৯৪৬-৪৭) হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল ঃ (১) আবদুস শহীদ, (২) আবদুল মছব্বির, (৩) আবদুল ওয়াহেদ, (৪) আবদুল কাদের, (৫) আবদুল ওয়াহাব, (৬) আবদুল জববার, (৭) আবুল হাশেম, (৮) আবদুর রউফ, (৯) শরীফ উদ্দিন, (১০) রইছ উদ্দিন, (১১) শামসুল হুদা, (১২) মাসুদ (১৩) দাইম উদ্দিন, (১৪) সফিক, (১৫) নূরুল হক, (১৬) নূরুজ্জামন, (১৭) জামী, (১৮) বেলায়েত, (১৯) আজিজুর রহমান, (২০) আশিক উদ্দিন, (২১) জাহিদ উদ্দিন, (২২) আবদুল গফফার, (২৩) সামছু, (২৪) শাহজাহান, (২৫) মাহতাব, (২৬) খলিলুর রহমান। খালেক নামে আরেক জন ছাত্র ঐ বর্ষে ছিল কিনা সন্দেহ। প্রথম বর্ষে প্রায় ২৫/৩০ জন, তৃতীয় বর্ষে ৩ জন, চতুর্থ বর্ষে ২ জন। মুসলমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬০। যদিও কলেজে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০০। ১৫ই আগস্ট পর ফারসীর অধ্যাপক সৈয়দ রমজান আলী অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ইং ৫ই জানুয়ারী আইরিশ ভদ্রলোক Major W, R, MCLIFF অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

(১৩০) তাইফুর রহমান চৌধুরী, ডাক্তার, পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা, কুলনজ, দিরাই, (১৩১) চৌধুরী এ, কে, আজাদ, পরিচালক, আই, ডাব্লিউ, টি, এ, ঢাকা, ভদরদি নবীগঞ্জ, (১৩২) কবি শামসুদ্দিন, আলীগড়ী, গ্রন্থপ্রণেতা ও পর্যটক, সায়েস্তানগর, হবিগঞ্জ, (১৩৩) আব্দুল আহাদ, আলীগড়ী, অবসরপ্রাপ্ত জিলা জজ, কসবা, বিয়ানী বাজার, (১৩৪) আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলীগড়ী, (অবঃ) জেলা জজ, কুবাজপুর, জগন্নাথপুর, (১৩৫) ইউনুছ মিয়া, আলীগড়ী, অধ্যাপক, মুনসেফ ও এডভোকেট, ভানুগাছ, মৌলভী বাজার, (১৩৬) এস, এ, নবী, ডি, সি, মশাজান, হবিগঞ্জ, (১৩৭) এম, এ, মুকীত খান, চাকুরীজীবী, ডি, সি, অফিস, গবিন্দশ্রী, বিয়ানী বাজার। (১৩৮) ওয়াহিদুদ্দীন চৌধুরী, অতিঃ

প্রধান প্রকৌশলী, পিতা আলা উদ্দিন চৌধুরী, পিয়াইম, মাধবপুর। (১৩৯) আব্দুল মুহিত চৌধুরী, আলীগড়ি, মৌলবী বাজার, উকিল। (১৪০) কাজী আব্দুল মালেক, (কৃষি অফিসার), ক্বারীপাড়, সদর, সিলেট। (১৪১) কাজী মঈনুদ্দিন আহমদ (সিএসপি) ক্বারীপাড়, সদর, সিলেট। (১৪২) আজিজুর রহমান চৌধুরী (সামরিক বাহিনী), আইনপুর, মৌলভীবাজার।

নেতা ও কর্মীদের তালিকা

(১) মুহাম্মদ মদব্বির হুসেন চৌধুরী, এম, এল, এ, উকিল, ১৯৩৭ইং, মন্ত্রী, সাদুল্লাহ মন্ত্রিসভা, আসাম, এম, এল, এ, ১৯৪৬ইং রাষ্ট্রদূত, ইন্দোনেশিয়া, মোস্তাফাপুর নবীগঞ্জ, (২) মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এম, এ, এল, এল, বি, এম, এল, এ, ১৯৪৬ইং, এডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট, বসিনা, বাহুবল, (৩) মৌলভী আব্দুল্লাহ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী, বক্তা ও সমাজ কর্মী, তোপখানা, বানিয়াচং, (৪) মাওলানা ইসমাইল, সমাজ কর্মী, রাইয়াপুর, নবীগঞ্জ, (৫) ডাক্তার মিম্বারুর রহমান, ঐ, (৬) মুকীম মিয়া, ঐ, (৭) মনির মিয়া, ঐ, (৮) ছউর মিয়া, খনকারিপাড়া, ঐ, (৯) মওলানা আবুল হাশেম, বাহুবল, (১০) ক্বারী মাওলানা মিছবাহুজ্জামান, কদুপুর, বানিয়াচং, (১১) মাওলানা আবদুল বারী, মশাজান, হবিগঞ্জ, (১২) মাওলানা রেদওয়ান উদ্দিন চৌধুরী, বেতাপুর, নবীগঞ্জ, (১৩) *আরজদ চৌধুরী, চরগাঁও, নবীগঞ্জ, (১৪) *আনোয়ার চৌধুরী, ঐ, (১৫) আবদুল মান্নান চৌধুরী (মনু মিয়া), ঐ, (১৬) লতীফ মিয়া, ঐ, (১৭) লালমিয়া, ঐ, (১৮) * হিরা মিয়া, রাজাবাদ, নবীগঞ্জ, (১৯) খলিফা আনোয়ার মিয়া, পরে হাজী, নবীগঞ্জ, (২০) আবদুর রহমান পরে হাজী, গুজাখাইর, ঐ, (২১) আবদুল হক লস্কর, ঐ, (২১) ছানাওর মিয়া, মিএগ্রাখানি, বানিয়াচং, (২৩) কমপেনী মিয়া, কাগাপাশা, ঐ, (২৪) কদ্দুছ মিয়া, ঐ, (২৫) মৌলভী ফরিদ মিয়া, ঐ, (২৬) খুরশেদ মিয়া, ঐ, (২৭) মুজাহের মিয়া, পোস্ট মাস্টার, প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে ১৯৯৬ইং ইন্তেকাল করেন, সমাজ কর্মী, জালাল সাপ, নবীগঞ্জ, (২৮) আহমদ হুসেন, ভদরদী, ঐ, (২৯) হাবিবুর রহমান, ছোট আলীপুর, (৩০) মওলানা আবদুল হক, পটিজুরী, (৩১) কাচন মিয়া, ঐ, (৩২) হাজী এমদাদুল্লাহ, ঐ, (৩৩) হাফেজ মোঃ ইসমাইল, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী, বহুলা, হবিগঞ্জ, (৩৪) বশির আহমদ, প্লাটুন কমান্ডার, এন, এন, জি, হবিগঞ্জ শহর, কামড়াপুর, (৩৫) হাজী জামান উল্লাহ, বক্তারপুর, বানিয়াচং এ বাড়ীতে বিদেশী কর্মীরা থাকতেন, (৩৬) মামদ মিয়া, ঐ, (৩৭) ক্যাপ্টেন এম, এ, রব (অবঃ) কর্ণেল, এম, সি, এ, সেকেন্ড ইন কমান্ড, ১৯৭১ যুদ্ধ, খাগাউড়া, বানিয়াচং, (৩৮) এম, এ, রউফ, ঐ, (৩৯) নছিব উল্লাহ, কসবা, মান্দারকান্দি, (৪০) আপতাবুল্লাহ, দাউদপুর, বানিয়াচং, (৪১) সৈয়দ আবদুন নুর, শিক্ষক, কদুপুর, ঐ, (৪২) সরপঞ্চ নছীবুল্লাহ, ঐ, (৪৩) হাশিমুল্লাহ, ঐ, (৪৪) আছিমুল্লাহ, ঐ, (৪৫) ছোয়াব মিয়া, ঐ, (৪৬) মাস্টার

www.pathagar.com

আব্দুল ওয়াহাব,ঐ, (৪৭) ছুয়াব মিয়া, কালানজুরা, ঐ, (৪৮) মুন্সী মফিজুর রহমান, কদুপুর, (৪৯) মখলিছ মিয়া, ঐ, (৫০) গিয়াস উদ্দিন,প্রাইমারী শিক্ষক, ঐ, (৫১) হেকিমুল্লাহ, রাজাপুর, ঐ, (৫২) আবদুল ঈমানী, নওগাঁও, ঐ, (৫৩) মনুমিয়া, ঐ, (৫৪) চাঁন মিয়া, ঐ, (৫৫) আখল মিয়া, শিক্ষক, ঐ, (৫৬) জামান উল্লাহ, শিক্ষক, ঐ, (৫৭) ছমরু মিয়া, হেডমাস্টার, এম, ই, স্কুল, সন্দলপুর, করচা, বানিয়াচং, (৫৮) মওলভী আবদুল বশীর, হেড মওলানা সরকারী হাইস্কুল, খাগাউড়া, বাহুবল, (৫৯) মওলভী আব্দুল আলীম, শিক্ষক, সরকারী হাইস্কুল, হবিগঞ্জ, বানিয়াচং, (৬০) মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, শিক্ষক, ঐ, দত্তগ্রাম, নবীগঞ্জ, (৬১) মাস্টার আব্দুল লতীফ, শিক্ষক, ঐ, বহুলা, হবিগঞ্জ, (৬২) মাস্টার তারাউল্লাহ, শিক্ষক, ঐ, বানিয়াচং, (৬৩) মাস্টার গোলাম মুহীত, শিক্ষক, ঐ, তগবজখানি, বানিয়াচং, (৬৪) মোঃ আব্দুল সালাম, কাজীরগাঁও, নবীগঞ্জ, (৬৫) শাহ রজব আলী, বৈতাপুর, ঐ, (৬৬) নজীর মিয়া, মার্চেন্ট, ইনাতাবাদ, নবীগঞ্জ, (৬৭) মাস্টার আহমদ হুসেন, শিক্ষক, নবীগঞ্জ হাইস্কুল, মাইজগাঁও, নবীগঞ্জ, (৬৯) মওলভী শামসুর রহমান খাঁন, ঐ , সাগর দীঘির পূর্বপাড়, (৭০) রহীম উল্লাহ, তাঁতের কারখানা, ইনাতগঞ্জ, (৭১) দেওয়ান মুজিবুর রহমান, ইজপুর, নবীগঞ্জ, (৭২) দেওয়ান আবদুর রহীম চৌধুরী, পানি উমদা, নবীগঞ্জ, (৭৩) বেগম জুবায়দা রহীম চৌধুরী, ঐ, (৭৪) দেওয়ান আবদুল কদ্দুছ চৌধুরী, ঐ, (৭৫) খান সাহেব মাহতাব আলী, আজমীরীগঞ্জ, (৭৬) বজলুর রহমান চৌধুরী, উজিরপুর, বানিয়াচং, (৭৭) মোঃ কবির মিয়া, সাগর দীঘির পূর্বপাড়, (৭৮) মতিউর রহমান খান, শিক্ষক, মধুপুর, বাহুবল, (৭৯) আলতাফ মিয়া ঠাকুর, শরীফ খানী, বানিয়াচং, (৮০) মনজিল মিয়া ঠাকুর, ঐ, (৮১) মুজাম্মেল হুসেন, ঐ (৮২) সৈয়দ এনামুল হক, ঐ, (৮৩) আজমল হুসেন, ডি, এফ, ও, ঐ, (৮৪) সৈয়দ মোঃ ইদ্রিস, নরপতি, (৮৫) আবদুল হাই চৌধুরী, কসবা, সুনাইত্যা, (৮৬) সৈয়দ খলিলুর রহমান, রামশ্রী, চুনরুঘাট, (৮৭) সৈয়দ জমিলুর রহমান, (৮৮) সৈয়দ আব্দুল মান্নান (আকছির মিয়া), সুলতানসী, (৮৯) সৈয়দ এয়াকুব রেজা, লস্করপুর, (৯০) সৈয়দ সোয়াব উদ্দিন, চারাভাঙ্গা, মাধবপুর, (৯১) মৌলভী আবদুর রহমান, আজমীরীগঞ্জ, (৯২) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (অবঃ) লাইব্রেরিয়ান, রাঃ বিঃ কাকাইলছেও, আজমীরীগঞ্জ, একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা, (৯৩) হাফেজ আব্দুল মান্নান, পানজারাই, নবীগঞ্জ, (৯৪) মতিউল বর চৌধুরী, বহরা, মাধবপুর, (৯৫) এস, বি, চৌধুরী (অবঃ) সিনিয়র কর্মকর্তা, ঐ, (৯৬) খান বাহাদুর আবু আলী আহমদ চৌধুরী, বানেশ্বর, ঐ, (৯৭) আবুল কাশেম, নবীগঞ্জ, (৯৮) মওলানা হাফিজ উদ্দিন, দাশপাড়া, (৯৯) সৈয়দ সইদুদ্দিন চৌধুরী, নয়াপাড়া, (১০০) মৌলভী রফিজ উদ্দিন, বাহুবল, (১০১) আবদুল মান্নান (ছানু মিয়া), এম, পি, ঘোলডোবা, নবীগঞ্জ, (১০২) আফতাব উদ্দিন আহমদ, বাখর নগর, মাধবপুর, (১০৩) আবদুল হাই, বি, এল, পাটলী, (১০৪) জাহিদুদ্দিন ফাজিল, মংগলাপুর, নবীগঞ্জ, (১০৫) সৈয়দ মহিবুল হাসান, এম, এল, এ, চেযারম্যান, এ্যাভোলুশন কমিটি,

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ওয়াপদা, মন্ত্রী, নরপতি, (১০৬) কে, বি, হায়দর, স্কুল পরিদর্শক, গজনভীপুর, নবীগঞ্জ, (১০৭) কাজী নজীর উদ্দিন, ঐ, (১০৮) কাজী মুহিউদ্দিন, ঐ, (১০৯) শাহ ক্বারী মুমীন উদ্দিন, সমাজকর্মী, নন্দীপাড়া, বানিয়াচং, (১১০) দেওয়ান মোয়াজ্জম আহমদ চৌধুরী, পানি উমদা, (১১১) জহুর আলী, সৈয়দপুর, হবিগঞ্জ, (১১২) আবদুল লতীফ চৌধুরী, , শুকদেবপুর, চুনারুঘাট, (১১৩) সিকান্দার আলী, দেওরগাছ, ঐ, (১১৪) আবদুল মান্নান, মাগুরউন্ডা, ঐ, (১১৫) আবুল হুসেন খান, সাগর দীগির পশ্চিম পাড়, (১১৬) মোঃ ইসহাক, বনগাঁও, (১১৭) মোঃ বশীর, উমেদ নগর, (১১৮) দরছ আলী চৌধুরী, বংশিপ্পা, আজমীরীগঞ্জ, (১১৯) ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ, মিয়াখানি, বানিয়াচং, (১২০) মুস্তাফা মিয়া, শরীফ খানী, ঐ, (১২১) জমসেদ খান, ধুলীয়াখাল, হবিগঞ্জ, (১২২) হেলাল উদ্দিন মাস্টার, মুহাম্মদপুর, হবীগঞ্জ, (১২৩) কাজী আবদুল মোতালেব, ময়নাবাদ, চুনরুঘাট, (১২৪) আবদুল মুহিত চৌধুরী, কসবা সুনাইত্যা, (১২৫) ডাঃ মসলন্দ আলী, গরীব হুসেন মহল্লা, বানিয়াচং, (১২৬) আবদুর রশীদ তালুকদার, ময়নাবাদ, (১২৭) আবদুল সালাম, অলীপুর, বাহুবল, (১২৮) আবদুল খালেক, আইতন, চুনারুঘাট, (১২৯) আবদুল হক, উকিল, ঐ, (১৩০) আবদুল জলিল, ঐ, (১৩১) হাজী আবুল হুসেন, জারুলিয়া, (১৩২) আবদুল গণি তালুকদার, বাগুলা, ঐ, (১৩৩) দেওয়ান আলী রেজা, এম, এল, এ, ১৯৩৭ইং বানিয়াচং, (১৩৪) আবদুল হামিদ চৌধুরী, খাগাউড়া, বাহুবল, (১৩৫) ইজাবত উল্লাহ, আদমপুর, চুনারুঘাট, (১৩৬) আবদুন্নুর চৌধুরী, ফান্দাইল, (১৩৭) আবদুশ শহীদ চৌধুরী, জলিলপুর, (১৩৮) আবদুল মন্নাফ তালুকদার, চেরাগনগর, (১৩৯) আলীমুল্লাহ, ধোলাইরপাড়, চুনারুঘাট, (১৪০) হাজী মুনছব উল্লাহ, অমৃতা, (১৪১) আবদুল বশীর, পুটিজুরী, (১৪২) মুহাম্মদ শহীদ মিয়া, কালাপুর, (১৪৩) আলফু মিয়া, বুল্লা লাখাই, (১৪৪) মুহাম্মদ আতাব মোল্লাহ, মুরাকইর, লাখাই, (১৪৫) আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী, করাব, (১৪৬) কছির উদ্দিন চৌধুরী, উজিরপুর, বানিয়াচং, (১৪৭) আবদুল বারী (বাবুল মাস্টার), বানিয়াগাঁও, বাহুবল, (১৪৮) আবদুল হামিদ, বগাডুবি, চুনারুঘাট, (১৪৯) আশরফ উল্লাহ, তেতৈয়া, হবিগঞ্জ, (১৫০) ডঃ আম্বর আলী, ঐ, (১৫১) আবদুল বারী, উকিল, শরীফাবাদ, চুনারুঘাট, (১৫২) ডাক্তার আবুল হুসেন, ডেবরা, নবীগঞ্জ, (১৫৩) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার, ঐ, (১৫৪) আবদুল হাশিম,ছয়বিরি, চুনারুঘাট, (১৫৫) হাফেজ আবদুল মান্নান, ভদরদি, নবীগঞ্জ, (১৫৬) আসাফুর রেজা চৌধুরী, হবিগঞ্জ, (১৫৭) আবদুল হাই চৌধুরী, (১৫৮) আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, (১৫৯) খন্দকার আবদুল লতীফ, (১৬০) মওলভী লফিক উদ্দিন, (১৬১) খন্দকার আব্দুল মন্নান, আহমদপুর, সিলেট, (১৬২) খন্দকার মওলানা ইদ্রিস, ভাতুগাছ, (১৬৩) মওলানা রমিজ উদ্দিন সিদ্দিকী, (১৬৪) মওলানা খন্দাকর হাসন, (১৬৫) মওলানা আবদুল লতীফ চৌধুরী, ফুলতলী, (১৬৬) খান্দুরার পীর সাহেবানদের নাম উল্লেখযোগ্য, (১৬৮৭) অধ্যাপক আবদুল হাই, দিঘলবাক, নবীগঞ্জ, (১৬৮) দেওয়ান

অধ্যাপক আবদুল কদ্দুছ, দুর্লভপুর, নবীগঞ্জ, (১৬৯) আজিজুর রহমান, ডাক্তার ভেটেরিনারী, করগাঁও, ঐ, (১৭০) দেওয়ান মোহাম্মদ মামুন চৌধুরী, বনগাঁও, দিনারপুর, ঐ, (১৭১) চুনুমিয়া চৌধুরী, সুনাইত্যা, ঐ, (১৭২) সৈয়দ ওয়াসিম উদ্দিন, হেড মাস্টার ও স্কুল ইন্সপেক্টর, সাগর দিঘীর দক্ষিণপাড়, (১৭৩) আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী, পাইকপাড়া, নবীগঞ্জ।

সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে মার্চের প্রথম সপ্তাহে কায়েদে আজম সিলেট ভ্রমণ করেন। বিকালে শাহী ঈদগাহে এক বিশাল জনসমাবেশে তিনি ভাষণ দেন। লিয়াকত আলী খান ও হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হবিগঞ্জ ও অনান্য স্থানে বক্তৃতা দেন। কলিকাতার মওলানা নূরুজ্জামান, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা দেন।

সিলেট

(১৭৪) আবদুল মতিন চৌধুরী, (১৭৫) আজমল আলী চৌধুরী, (১৭৬) এম, এ, সালাম, সালারে সুবা, এম, এন, জি, (১৭৭) আবদুল মজিদ, (১৭৮) আবদুল হামিদ চৌধুরী, মন্ত্রী, (১৭৯) মওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, (১৮০) এ, জেড, আবদুল্লাহ, (১৮১) টি, কে, নূরুল হক, আল ইসলাহ প্রতিষ্ঠাতা।

সুনামগঞ্জ

(১৮২) মনোয়ার আলী চৌধুরী, মন্ত্রী, আসাম সরকার, (১৮৩) মাহমুদ আলী, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সেক্রেটারী, (১৮৪) দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, ১৯০৬ইং জন্ম, এম, এল, এ, ১৯৪৬ইং। ১৯৪৭ইং এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসী বরদলই সরকার শিলচরে ১৪৪ ধারা জারি করে। দেওয়ান সাহেবসহ আরো নেতারা তথায় গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ফলে তাদেরকে গ্রেফতার করে ১০ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৪৭ইং ৩রা জুন ঘোষণার পর, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও অন্যান্যরা ৩৬ দিন জেল খাটার পর মুক্তি পান। অধ্যক্ষ নরসিংদী কলেজ, মতলব কলেজ ও আবুজর গিফারী কলেজ। জাতীয় অধ্যাপক, ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ১৪টা সাহিত্যিক চর্চা পুরস্কার লাভ করেন। একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, (১৮৫) দেওয়ান আহবাব চৌধুরী, (১৮৬) আবদুল বারী চৌধুরী, (১৮৭) মফিজ চৌধুরী, (১৮৮) সালারে আলা আবু হানিফা আহম্মদ।

মৌলভী বাজার

(১৮৯) দেওয়ান আবদুল বাসিত, নভেম্বর১৯৪৫ইং নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সেক্রেটারী, মন্ত্রী, (১৯০) মঈন উদ্দিন চৌধুরী, (১৯১) সরফরাজ আলী মুক্তার, (১৯২) সৈয়দ বদরুল হুসেন, (১৯৩) মিসির মুক্তার, (১৯৪) আলতাফ হুসেন, সম্পাদক ডন, দিল্লী ও করাচী এবং মন্ত্রী, (১৯৫) সৈয়দ

www.pathagar.com

আঃ নবী, অবঃ কূটনীতিবিদ, ভানুগাছ, (১৯৬) মওলানা আবদুর রহমান, সিংকাপনী, তারা ৪ ভাই, চারজনই মৌলভী, তাই মাওলানা চতুষ্টয় বলে পরিচিত, (১৯৭) ইনাম উল্লাহ, সালারে আলা, দিনাপুরের, (১৯৮) দেওয়ান ফজলুর রহমান চৌধুরী, (১৯৯) দেওয়ান আলী কাওসার চৌধুরী, (২০০) দেওয়ান আব্দুর রশীদ চৌধুরী, (২০১) নজাফত আলী, (২০২) ফজু কমান্ডার, (২০৩) তাহিরুল্লা (তারু), (২০৪) ইউসুফ মিয়া খলিফা, নবীগঞ্জ, (২০৫) দেওয়ান বরই মিয়া, পিঠুয়া, নবীগঞ্জ, (২০৬) মীর্জা আলী আকবর, শিক্ষক, বাউশা, ঐ, (২০৭) ল্যাফটেনেন্ট এম, এ, বারী লাখাই, (২০৮) মুস্তাফা মিয়া, ফরেন সার্ভিস, শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, (২০৯) আবদুর রহমান খান, পুরান, তোপখানা, ঐ, (২১০) সৈয়দ কামরুল হাসান, এম, এন, এ, ও গ্রন্থপ্রণেতা, খাগাউড়া, ঐ, (২১১) ডক্টর এম, এ, রশীদ সাবেক, ভি, সি, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, চুনারুঘাট, (২১২) সৈয়দ সৈয়দুর রহমান, (২১৩) সৈয়দ আব্দুল মুনীম (২১৪) কাজি আব্দুর রকীব, (২১৫) সোনা উল্লা, (২১৬) কারামত আলী, (২১৭) মৌলভী মুহাঃ ইয়াওর মুকতার, (২১৮) মওলানা সৈয়দ নজীর উদ্দিন আহমদ, (২১৯) মওলানা ইছহাক মুকতার, (২২০) সৈয়দ বজলুর রহমান, (২২১) সৈয়দ আব্দুল কাহার, (২২২) হাজী মুহাঃ উস্তার, (২২৩) মুহাঃ সৈয়দুল্লাহ, (২২৪) মওলভী আব্দুল মজীদ খান, (২২৫) গোলাম ইয়াজদানী খান, (২২৬) মুহাঃ আখলু মিয়া, (২২৭) আইনজীবী এ, এন, এম, ইউসুফ। ক্রমিক নং ১৯৮ হতে ২১১ পর্যন্ত হবিগঞ্জ।

সুনামগঞ্জ

(১) মকবুল হুসেন চৌধুরী, বিন্নাকুলি, তাহিরপুর, (২) আব্দুল হেকিম চৌধুরী, ধর্মপাশা, (৩) আব্দুল জহুর, বি, এ বিন্নাকুলি, (৪) ফজলুল হক সেলবর্ষী, ধর্মপাশা, (৫) কালাই মিয়া চৌধুরী, শাল্লা, (৬) মওলানা ফজলুল করীম ছাতক, (৭) হাজী মোহাম্মদ মহসীন, বটনিয়া, ছাতক, (৮) আব্দুস সুবহান চৌধুরী, হলদীপুর, জগন্নাথপুর, (৯) মোহাম্মদ চৌধুরী বেতাউকা, (১০) তসর উদ্দিন মাস্টার, কাতিয়া, (১১) আছাফুর রেজা চৌধুরী, আশারকান্দি, (১২) আবদুল খালিক চৌধূরী, কুবাজপুর, (১৩) মুন্সী রাহাত উল্লাহ কুবাজপুর, (১৪) আব্দুর রহমান কুবাজপুর, (১৫) শামসুদ্দোহা চৌধুরী, কুবাজপুর, (১৬) পীর মনর উদ্দিন আহম্মদ, সৈয়দপুর, (১৭) আবুল বশর বনগাঁও, (১৮) শরীয়ত উদ্দন লাউতলা, (১৯) হাজী মোহাম্মদ ইবরাহিম, লাউতলা, (২০) মোহাম্মদ হাসিম খান, বি,এ, বি,টি, জামালাপুর, (২১)আব্দুল হান্নান চৌধুরী, সেলবর্ষী, (২২) মোঃ বাদশা মিয়া সেলবর্ষী, (২৩) মোঃ তোতা মিয়া সেলবর্ষী, (২৪) গোলাম ইজদানী চৌধুরী, আটগাঁও, শাল্লা, (২৫) মোঃ ওয়াতির চৌধুরী, শ্রীহাইল, শাল্লা, (২৬) মোঃ শাহরাজ চৌধুরী, রাজাপুর, শাল্লা, (২৭) খান বাহাদুর গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, ভাটিপাড়া, (২৮) মোঃ এখলাছুর রহমান চৌধুরী, ভাটিপাড়া, (২৯) ফয়জুন নূর চৌধুরী, ভাটিপাড়া, (৩০) মুজিবুর রহমান চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,

www.pathagar.com

শরমঙ্গল, (৩১) মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, দিরাই, (৩২) গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কুলঞ্জ, দিরাই, (৩৩) মোঃ আব্দুল গফুর সর্দার, সাকিতপুর, দিরাই, (৩৪) মোহাম্মদ তারিফ চৌধুরী, লাড়ইল, দিরাই, (৩৫) গোলাম জিলানী চৌধুরী, তারল, দিরাই, (৩৬) মোঃ নজাবত মিয়া, চন্ডিপুর, দিরাই, (৩৭) তরিক উল্লা চৌধুরী, নগদীপুর, দিরাই, (৩৮) মোঃ আব্দুল হক, জগদল, দিরাই, (৩৯) খান বাহাদুর গণিউর রাজা চৌধুরী, তেঘরি, (৪০) আফতাবুর রাজা, তেঘরি, (৪১) আব্দুর রশীদ চৌধুরী, দরগাপাশা, (৪২) মোঃ আবদুল হক, আমিরিয়া, (৪৩) মোঃ ইয়াসিন মৃধা, পাগলা, (৪৪) রফিকুল বারী চৌধুরী, বীরগাঁও, (৪৫) মোহাম্মদ চৌধুরী, বীরগাঁও, (৪৬) শাহজাদা চৌধুরী, হাসকুড়ি, (৪৭) মোহাম্মদ তুতিউর রহমান, সুনামগঞ্জ, (৪৮) আব্দুল হাসন পছন্দ, আরফিন নগর, (৪৯) আবুল হুসেন চৌধুরী, মুক্তার মাটিয়াপুর, (৫০) মুসলিম চৌধুরী, ছৈলা, (৫১) দেওয়ান দিলওয়ার রাজা চৌধুরী, হরিনাপাটি, (৫২) মোঃ তেরামিয়া বুরাইয়া, (৫৩) হেকিম মওলানা আব্দুল মান্নান, জিয়াপুরী, (৫৪) মোঃ নুর মোহাম্মদ ছাতক, (৫৫) শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী, কুবাজপুর, জগন্নাথপুর, (৫৬) মোঃ আলী রাজা, শিমুল তলা, ছাতক, (৫৭) মোঃ জুয়াদুর রাজা চৌধুরী, শিমুল তলা, (৫৮) মোঃ হাসান আলী, ছাতক, (৫৯) মোঃ আব্দুল করীম, ভাদগাঁও, (৬০) মোঃ আব্দুল হক, ভাতগাঁও, (৬১) বি, করীম, ভাদগাঁও, (৬২) আব্দুল হাই আজাদ, কালারুকা, ছাতক, (৬৩) মোহাম্মদ মনোহর আলী চৌধুরী, কাঠাল খাইড, জগন্নাথপুর, (৬৪) মোঃ আব্দুল গনি চৌধুরী, তাজপুর, (৬৫) শাহ মাসুদ চৌধুরী, রঘুদাসী, (৬৬) মোহাম্মদ আব্দুল কদ্দুছ চৌধুরী, আশারকান্দি, (৬৭) মোঃ ওয়াছির উল্লাহ মাস্টার, তাহিরপুর, (৬৮) মোহাম্মদ মনোহর আলী, কাবিরচরা, (৬৯) মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ কামালী, সাহারপাড়া, (৭০) মোহাম্মদ আবদুর রউফ কামালী, সাহারপাড়া, (৭১) সৈয়দ তরাব আলম, পীরেরগাঁও, (৭২) সৈয়দ মদরিছ আলম, পীরেরগাঁও, (৭৩) মুহাম্মদ কনা মিয়া, শ্রীরামশী, (৭৪) মোহাম্মদ সাজিদ মিয়া, শ্রীরামশী, (৭৫) আইউব আলী, মাস্টার হাছান, ফাতেমাপুর, (৭৬) মোহাম্মদ ওয়ারিছ আলী, সৈয়দপুর, (৭৭) আবুল বশর চৌধুরী, সৈয়দপুর, (৭৮) মোহাম্মদ ফজল মিয়া, তেঘরি, (৭৯) মোহাম্মদ আব্দুর রউফ চৌধুরী, কুবাজপুর, (৮০) মোহাম্ম, ইদ্রিস চৌধুরী, শেরপুর, (৮১) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, হলদিপুর, (৮২) মির্জা মোহাম্মদ গোলাপ মিঞা ও মেহাম্মদ আব্দুল মান্নান ছিক্ক, মোহাম্মদ আবু বকর চৌধুরী, হবিবপুর, (৮৩) মোহাম্মদ আবুল বশর বি,এল, হবিবপুর, জগন্নাথপুর। (৮৪) মুহাঃ আব্দুল বারী চৌধুরী (কনা মিয়া), জাহিরপুর।

মৌলভীবাজার

(১) সৈয়দ বদরুল হোসেন, (২) মাং ইরসাদ আলী, হোসেনপুর, (৩) আঃ মজিদ চৌধুরী, জয়পাশা, (৪) আঃ মান্নান চৌধুরী, কানিহাটী, (৫) হাজী সামছউদ্দিন, কুলাউড়া

www.pathagar.com

টাউন, (৬) হাজী হানিফ মিয়া, কুলাউড়া, টাউন, (৭) আঃ লতিফ, কুলাউড়া টাউন, (৮) মাং আফতাব মিয়া, কুলাউড়া টাউন, (৯) হাজী আলাউদ্দিন, কুলাউড়া টাউন, (১০) ডাক্তার আব্দুল্লাহ, বরমল, কুলাউড়া, (১১) মাঃ আঃ মজিদ, বরমচাল, কুলাউড়া, (১২) মাঃ কালা মিয়া, বরমচাল, কুলাউড়া, (১৩) মাঃ সাজিদ মিয়া, শ্রীপুর, (১৪) মাঃ হবিব উল্লা (কন্ট্রাক্টর) মির্জাপুর, (১৫) মাং দরছ মিয়া, ব্রাহ্মণবাজার, (১৬) মৌলভী আঃ হক চৌধুরী, মনসুর নগর, (১৭) মৌলভী আঃ হাচিব, মনসুর নগর, (১৮) হাজী সিকন্দর আলী, জুরি, (১৯) আঃ রহমান, ভূকশিমইল, (২০) আশ্বাদ আলী (লুড়া) জয়পাশা, (২১) আঃ ছালাম, কুলাউড়া, (২২) আঃ বারি, কুলাউড়া, (২৩) সৈয়দ মহিবুন নূর চৌধুরী, খড়গাঁও, (২৪) হাজী হবিব উল্লা, কটারকুনা, (২৫) সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লা, জয়পাশা, (২৬) ডাঃ বশির উল্লা, কৌলারসী, (২৭) মাঃ ইসমাইল আলী চৌধুরী, হোসেনপুর, (২৮) আঃ মজিদ (শিক্ষক) হোসেনপুর, (২৯) মাঃ একরাম উল্লা, হোসেনপুর, (৩০) ডাঃ মন্তাজির আলী, কুলাউড়া, (৩১) হাজি রফিক আহমদ চৌধুরী, কুলাউড়া, (৩২) হাজী মছাব্বির আলী, কুলাউড়া বাজার, (৩৩) মাঃ সিরাজ আলম চৌধুরী, কৌলা, (৩৪) মাঃ রফিকুল হক চৌধুরী, কাদিরপুর, (৩৫) মোহাম্মদ মকবুল খান ও (৩৬) আনোয়ার খান, দেবীপুর, কমলগঞ্জ, (৩৭) মুন্সী আব্দুল আরিফ, শংকরপুর, ঐ, (৩৮) আব্দুল বারী চৌধুরী, গোবিন্দপুর, ঐ, (৩৯) হাবিবুর রহমান চৌধুরী, উলু আইল, মৌলভী বাজার, (৪০) আব্দুল গফুর চৌধুরী, বিক্রম, কমলগঞ্জ, (৪১) আহমদুর রহমান খান, আখাইলকুড়া, (৪২) মওলানা খন্দকার সুলেমান হুসেন, কমলগঞ্জ, (৪৩) মুহাম্মদ হাতিম, ধর্মপুর, কমলগঞ্জ, (৪৪) দেওয়ান আব্দুল মুনিম চৌধুরী, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, (৪৫) মুহাঃ সিদ্দিক আলী, আজীমগঞ্জ, বড়লেখা, (৪৬) নওয়াব আলী হায়দর খান ও আলী আসগর খান, পৃথিমপাশা, (৪৭) সৈয়দ আকমল হুসেন, বড় কাকন, কুলাউড়া, (৪৮) তজম্মল আলী চৌধুরী, গনিপুর, কুলাউড়া, (৪৯) গোলাম মোস্তাফা চৌধুরী, দরগাহপুর, কমলগঞ্জ, (৫০) মুন্সী আশরাফ হুসেন, রহিমপুর, কমলগঞ্জ, (৫১) চৌধুরী গোলাম আকবর, দরগাহপুর, কমলগঞ্জ, (৫২) আব্দুল জব্বার, বি, এ, ঢেউপাশা, (৫৩) দেওয়অন আব্দুর রশিদ, শ্রীমঙ্গল, (৫৪) মুহাম্মদ আব্দুল মছব্বির, শ্রীমঙ্গল, (৫৫) মুহাম্মদ আব্দুল করীম, পাত্রীকুল, শ্রীমঙ্গল, (৫৬) সৈয়দ সৈয়দুর রহমান, গোবিন্দ শ্রী, (৫৭) সৈয়দ সরফরাজ আলী, বেকামুড়া, (৫৮) মুহাম্মদ মিছির আলী, গোবিন্দ শ্রী, (৫৯) আব্দুল আজিজ চৌধুরী, উকিল, আলেপুর, (৬০) দেওয়ান মঈনুদ্দিন চৌধুরী, চাউতলী, (৬১) এ, এইচ, এম, এ, রশীদ গোবিন্দ শ্রী, (৬২) আব্দুল জালাল চৌধুরী, হবিব বক্ত চৌধুরী, কানিহাটি।

সিলেট

(১) আব্দুল হামিদ, বি, এল, পাঠনপুলী, (২) মুহাম্মদ আব্দুল বারী (ধলাবারী) চারাদিঘীরপাড়, (৩) এ, এ, আব্দুল হাফিজ, উকিল, রায়নগর, (৪) ডাঃ এম, এ, মজিদ,

www.pathagar.com

হাজরাই, (৫) মওলানা রাজিউর রহমান, সাংবাদিক, করুয়া, (৬) দেওয়ান আবদুর রব চৌধুরী, গহরপুর, (৭) আব্দুস সালাম ও আব্দুস সুবহান, বারুদখানা, (৮) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, কানাইঘাট, (৯) উছমান মিয়া, সুদাগর কুমারপাড়া, (১০) এ, এইচ, ফয়জুল হাসান, লংপুর, গোয়াইনঘাট, (১১) মওলানা রমিজ উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, তুরুকবাগ, গোলাপগঞ্জ, (১২) মওলানা হরমুজ উল্লাহ, সয়িদা তুরুখখলা, সিলেট, (১৩) মওলানা ওয়াছি উল্লাহ, লাউয়াই, সিলেট, (১৪) মোহাম্মদ ইসমাইল, মার্চেন্ট, ভার্থখলা, ৯১৫) শেখ সিকান্দর আলী, শেখঘাট, (১৬) মওলানা আব্দুর রশীদ, টুকের বাজার, (১৭) বদরুল হক চৌধুরী, মুক্তার, সালেশ্বর, বিয়ানী বাজার, (১৮) শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, উকিল, গণিপুর, জকিগঞ্জ, (১৯) আব্দুল খালেক, মার্চেন্ট, কুয়ারপাড়, (২০) তুতা উল্লাহ খান, ছড়ারপাড়, (২১) আব্দুল খালিক, জায়গীরদার, তমঘায়ে খেদমত, বালাগঞ্জ, (২২) মুহাম্মদ আব্দুল বারী (লালবারী) কুমারপাড়া, (২৩) বশির উদ্দিন, নয়া সড়ক, (বসুমিয়া), (২৪) আব্দুর রহমান, উকিল, শাহবাগ, জকীগঞ্জ, (২৫) শামসুল ইসলাম চৌধুরী, ভরন, জকীগঞ্জ, ২৬) ফজলুর রহমান, শরীঘাট, জৈন্তাপুর, (২৭) শহীদ আলী, উকিল, চান ভারাং, বিশ্বনাথ, (২৮) মুকাররম খান, গোপশহর, (২৯) মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ (সানামিয়া), রণকেলী, (৩০) মওলভী আব্দুল করিম, পাঠানটুলা, (৩১) মবারক আলী, কসবা, বিয়ানী বাজার, (৩২) কুতুব উদ্দিন, কোনাগ্রাম বিয়ানী বাজার, (৩৩) আব্দুর রহীম (বছন হাজী), শ্রীধরা বিয়ানী বাজার, (৩৪) আজিজুর রহমান মুক্তার, উসমানপুর, বালাগঞ্জ, (৩৫) কবি আব্দুল গফফার দত্ত চৌধুরী, বীর শ্রী, জকীগঞ্জ, (৩৬) কুতুব উদ্দিন আহমদ, ঐ, (৩৭) সৈয়দ আজাদ আলী, ধরাধরপুর, (৩৮) শাহ একরামুর রহমান, এওলাতল, বালাগঞ্জ, (৩৯) নজমুল হুসেন খান (তারা মিয়া), যতরপুর, (৪০) দেওয়ান তৈমুর রেজা, রামপাশা, (৪১) মুহাম্মদ মনির উদ্দিন আহমদ ভার্থখলা, (৪২) মুহাম্মদ মকবুল হুসেন গোয়াইঘাট, (৪৩) আব্দুল মুনিম চৌধুরী, ভাদেশ্বর, (৪৪) বেগম সিরাজুন্নেছা, দরগাহ মহল্লা, (৪৫) সৈয়দা শাহার বানু, রায়নগর, (৪৬) আব্দুল মালিক তফাদার, মোল্লাগাঁও, বিয়ানী বাজার, (৪৭) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, আখাজানা, বিয়ানী বাজার, (৪৮) আব্দুস সাত্তার চৌধুরী, ভ্রাহমন গ্রাম, বিয়ানী বাজার, (৪৯) মাস্টার আব্দুল মান্নান, আংগোরা, (৫০) মোহাম্মদ নিসার আলী, উজান বারাপৈত, কানাইঘাট। ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে গুর্খা সেনারা কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বন করায় তিনি প্রতিবাদ করেন। পরিণতি তিনি গুর্খা সেনাদের জুলুমের শিকার হন। (৫১) মওলানা কাজী গোলাম আকবর আজাদ, –ঐ–, (৫২) হাজী সেকান্দার আলী, দীঘিরপাড়, -ঐ- (৫৩) মোঃ উছমান আলী, উজানবারাপৈত, -ঐ-, (৫৪) হাজী আব্দুল হাসিম, দীঘিরপাড়, -ঐ-, (৫৫) মন্তাজ আলী চৌধুরী, -ঐ-, (৫৬) মোবারক আলী চৌধুরী, -ঐ-, (৫৭) তবারক আলী চৌধুরী, -ঐ-, (৫৮) মুহাম্মদ আশরফ হুসেন, মুন্সীবাজার। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের

www.pathagar.com

বিশিষ্ট কর্মী ও পাকিস্তানী আদর্শের সাহিত্যিক, কবি ও লেখক ছিলেন। সূত্র ঃ সৈয়দ মুস্তাফা কামাল।

সক্রিয় সংগ্রাম দিবস পালন উপলক্ষে ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ইং ১৭ রমজান কলিকাতার মুসলমান সমাজ রোজা রাখে গড়ের মাঠে সমবেত হন। সভা শেষে ফিরার পথে সক্রিয় হিন্দুরা নিরস্ত্র রোজাদার মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। স্থানীয় সংবাদপত্রের মতে হতাহতের সংখ্যা ৫০,০০০-এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ৩ দিন চলে। পরে নোয়াখালীতে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। কারো মতে কলিকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়াতে নোয়াখালীতে দাঙ্গা বাঁধে। কারণ খানিকটা সত্য হতে পারে। তবে বাস্তবে নোয়াখালীতে দাঙ্গার কারণ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও হিন্দু মহাসভার দ্বন্দ্ব। জমিয়ত প্রার্থী গোলাম সরওয়ার হুসেন লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ান। হিন্দু মহাসভা নেতা রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী জমিয়ত প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় বহণ করার কথা দেন। নির্বাচনে জমিয়ত নেতা পরাজিত। হিন্দু মহাসভা নেতা নির্বাচনী খরচ বহন করতে অস্বীকার করেন। যার পরিণতিতে দাঙ্গা বাঁধে। দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা প্রায় দুইশত। গান্ধীজী কাল বিলম্ব না করে নোয়াখালীতে এসে শান্তির বাণী, অহিংসার বাণী প্রচার করতে আস্তানা পাতেন।

পরে ৩০-১০-৪৬ইং হতে ০৫-১১-৪৬ইং পর্যন্ত বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার উদ্যোগে বিহারে নোয়াখালী দিবস পালিত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমানকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের মতে পনের হাজার লোক এবং লীগের মতে ত্রিশ হাজার লোক মারা যায়। গান্ধীজী নোয়াখালীতে দুইশত লোক মারা যাওয়ায় শান্তির বাণী প্রচার করেন। আর বিহারে ১৫,০০০/ ৩০,০০০ মারা যাওয়ায় বিহারে শান্তির বাণী প্রচার করতে সেখানে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ বিহারে মারা গেছে মুসলমান এবং নোয়াখালীতে হিন্দু। এবং গান্ধীজীও হিন্দু। বিহারে দাঙ্গা বিধ্বস্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করতে এম, এস, এফ, বিজ্ঞাপন দ্বারা দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন। বিজ্ঞাপনখানা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বিহারের দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনগণের জন্য দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন

বর্তমানে ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হওয়ায় বিহারের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিহারে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উপর যে অমানুষিক হত্যাকান্ড ও পৈশাচিক অত্যাচার চলিতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এই নারকীয় হত্যাকান্ড হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অচল অথর্ব কেহই বাদ যায় নাই। তাহাদের বাড়ী, ঘর পুড়াইয়া চারখার করিয়া দেয়া হয়েছে। কোন সম্প্রদায় বিশেষের মেয়েরা পর্দার বাহির হন নাই, তাহারা আত্ম-সম্মানের ভয়ে কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন। যাহারা বাঁচিয়াছে তাহারা গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন ও আহত। লক্ষ লক্ষ লোক রিলিফ কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়াছে। তাহাদিগকে পুনর্বসতি চিকিৎসা, খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার

www.pathagar.com

ক্ষমতানুযায়ী দুর্গত ভাই-বোনদিগকে সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া তুলুন।

ইতি-২৯-৭-৫৩ বাং।

খাকচার ঃ

এম এ, ওয়াহেদ, সভাপতি, মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন হবিগঞ্জ

শাহ শামছুল কিবরিয়া, সহঃ সভাপতি

এম, এ, শহীদ, সম্পাদক

এম, এ, ওয়াহাব

এফ, এম, জামী (ভূতপূর্ব) সম্পাদক

এম, আশিক উদ্দিন চৌধুরী

এম, আমিরুল ইসলাম

এম, নূরুল হক

এম, এন, ইসলাম চৌধুরী, ভূতপূর্ব সভাপতি

এম, ফরিদুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক

এম, জেড, উদ্দিন চৌধুরী

শাহ সামছুল হুদা

এম, এ, হান্নান

কাজী সিরাজুদ্দিন

এম, আবুল হুসেন

রামচনরণ প্রেস

মতামতের জন্য প্রিন্টার দায়ী নহে।

Alliance Press Delhi.

* * *

Habib Bank Limited
Chandni Chowk
DELHI

8232

No........... ..12..8......1947

Mr. To. M. A. Wahid President M.S.F. Habiganj Choudhury Bazar Sylhet

Received the sum of Rupees...Ten only

for credit to the account of Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Bihar Relief Fuud.

For Habib Bank Ltd.,

Rs. 10/-/-

Accountant Agent

www.pathagar.com

লেখক তার নিজের গ্রামের মুরুব্বিদের অনুমতিক্রমে গ্রাম হতে মুষ্টি ভিক্ষা (চাউল) সংগ্রহ করে চাল বিক্রি করে ১০ টাকা পান। এই ১০ টাকা দিল্লী হাবিব ব্যাংকে মনিওর্ডার করে পাঠান। প্রাপ্ত রশিদ নম্বর ৮২৩২ তারিখ ১২-০২-৪৭ইং। তখনকার সময়ে ১০ টাকায় ২০ খান লুঙ্গি পাওয়া যেত।

লাইন প্রথা (বাঙাল খেদা)

বৃটিশ আমলে বঙ্গ দেশের একাধিক জেলা হতে মুসলমান কৃষকরা আসামের হিন্দু জমিদারদের আহ্বানে সেখানে যান যাতে আসামে বনজঙ্গল আবাদ করা যায়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আসামে কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ায় ঐ মুসলমান কৃষকদেরকে বিতাড়িত করার অভিযান চালায়। একে, "বাঙাল খেদা" বলা হত। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করায় বাঙাল খেদা অভিযান বন্ধ হয়। কারণ মুসলিম লীগ সরকার গঠিত। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর আবার আসামে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয় এবং বাঙাল খেদা অভিযান নতুন উদ্যোগ চালানো হয়। ১৯৪৭ সালে ২৪ এপ্রিল সিলেট ও হবিগঞ্জসহ আসামে বাঙাল খেদার বিরুদ্ধে মিছিল হয়। সিলেটে পুলিশের গুলিতে আলকাস নামে জনৈক ছেলে শাহাদাত বরণ করে। তাহার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে না। এ সময়ে দেওয়ান আজরফ ও অন্যান্যরা শিলচরে জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন। অবশ্য ৩রা জুন ঘোষণার পর বের হয়ে আসেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য হবিগঞ্জ এম, এস, এফ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময়ের পোস্টারখানা সংযোজিত। যেহেতু ঐতিহাসিক।

যে তরবারির পূন্যে আবার সত্যকে তোরা দানিবে তখন
ছুছু মেরে তার খোয়াসনে মান ফুরায়ে এসেছে ওদের তখত।
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার কাঁটার দুটি আচড়
লাগে যদি গায় সয়ে যা না ভাই, আছেত কুঠার হাতের, পর।
"নজরুল"

নিরীহ মুসলমানদের উপর আজ আসামের কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার অবিচারের তান্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। সর্বত্রই সরকারের জুলুম আজ চরমে উঠিয়াছে। নিরন্নের মুখের গ্রাস কাড়িয়া তাহাদের শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া দিয়া এই সরকার ক্ষান্ত হয় নাই। নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার উপর স্থানে স্থানে (বড়পেটা, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, মানকাচর, শিলচর)। অন্যায়ভাবে লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণ করিয়াছেন। জাতির চরম মুহূর্তে মুসলমান ছাত্রদের কি কোন কর্তব্য নাই? জালিমের জুলুম যখনই চরমে উঠিয়াছে। তখনই মুসলমান জালেমের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে তাই মুসলমান ছাত্রদের আজ বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জাতির প্রতি তাহাদের কর্তব্য পালনের সময় আজ উপস্থিত। তাই এই নির্যাতীতের

www.pathagar.com

যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যরে তোরা দানিবে দণ্ড,

ছুঁড়ে ফেলে তার খোলাসনে মান ডুবাতে এসেছে ওদের তখত।

যে বন কাটিয়া বসালি নগর তাহারে কাঁটায় ছুটী আটক,

লাগে যদি গায় স'য়ে যা না ভাই, আছেত কুঠার হাতের পর।

—"নজরুল"

নিরীহ মুসলমানদের উপর আজ আসামের কংগ্রেস সরকার অত্যাচার অবিচারের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। বহুদিনই সরকারের জুলুম আজ চরমে উঠিয়াছে। নিরপরাধ মুখের গ্রাস কাড়িয়া তাহাদের শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া দিয়া এই সরকার ক্ষান্ত হয় নাই। নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার উপর স্থানে স্থানে (বড়পেটা, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, মালকাচর, শিলচর) অত্যাচারে লাঠি চালনা ও গুলিবর্ষণ করিয়াছে। আজিকার এই চরম মুহূর্তে মুসলমান ছাত্রদের কি কোন কর্তব্য নাই? জালিমের জুলুম যখনই চরমে উঠিয়াছে তখনই মুসলমান জালেমের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই মুসলমান ছাত্রগণ আজ বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আজিকার প্রতি তাহাদের কর্তব্যপালনের সময় আজ উপস্থিত। তাই এই নিপীড়িতের সংগ্রামে (আইন অমান্য আন্দোলনে) মুসলমান ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ৩০শে এপ্রিল মুসলিম ছাত্রফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির (জরুরী) সেক্রেটারী এবং প্রতিনিধিদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। এই সভায় আজিকার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা মুসলিম ছাত্রফেডারেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌলবী নুরুল ইসলাম চৌধুরী।

ইহাতে বক্তৃতা করেন সিলেট জেলা লীগ সেক্রেটারী ও চাঁদ মিয়া। তন্মধ্যে হাইলাকান্দি জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দিন, মৌলভী মসিরুদ্দিন চৌধুরী M L A, শালাবের জেলা মৌলবী সাহাবুদ্দিন প্রমুখ লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে আজিকার এই চরম সময়ে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং ছাত্রগণকে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইতে আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

১। এই সভা মুসলিম ভারতের অবিসংবাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তান অর্জনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইতেছে।

২। আসাম সরকারের মানবতা বিরোধী উচ্ছেদনীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

৩। লীগ নেতাগণ ও অন্যান্য নেতাদের বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করা যাইতেছে।

নিরস্ত্র ও অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

৪। মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের এই সভা মুসলমান ছাত্রদিগকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতেছে।

কেন না ইহা জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, ইহা অসাম্প্রদায়িক ও অহিংস।

www.pathagar.com

সংগ্রামে (আইন অমান্য আন্দোলনে) মুসলমান ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ৩০শে এপ্রিল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের প্রত্যেক ইউনিটের (স্কুলের) সেক্রেটারী এবং প্রতিনিধিদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। এই সভায় জাতির বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন হবিগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সদস্য মৌলভী নূরুল ইসলাম চৌধুরী।

ইহাতে বক্তৃতা করেন বিভিন্ন লীগ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র নেতকাগণ। তন্মধ্যে হবিগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দিন, মৌলভী নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, এম, এল, এ. সালারে জেলা মৌলভী সাহাবুদ্দিন প্রমুখ লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে জাতির এই চরম সময়ে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং ছাত্রদেরকে সংগ্রামের পুরুভাগে দাঁড়াইতে আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। এই সভা মুসলিম ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তান অর্জনের জন্য সর্বত্র উৎসর্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইতেছে।

২। আসাম সরকারের মানবতা বিরোধী উচ্ছেদ নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

৩। লীগ সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করা যাইতেছে। নিরুপদ্রব ও অহিংস শোভা যাত্রীদের উপর পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

৪। মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের এই সভা অমুসলমান ছাত্রদিগকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতেছে। কেন না ইহা জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, উহা অসাম্প্রদায়িক ও অহিংস।

৫। এই সভা শহিদগণের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য খোদার দরবারে দোয়া জানাইতেছে।

৬। এই সভা প্রত্যেক ছাত্রকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ-করিতে আহ্বান করিতেছে কেননা এই আন্দোলনের ফলাফলের উপর আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

৭। এই সভা এম, এস, এফ-এর প্রত্যেক প্রাইমারী ইউনিটকে মুজাহিদ বাহিনী ও এম্বুলেন্স বাহিনী গঠনের জন্য এবং স্থানীয় লীগ নেতৃবৃন্দের সহযোগে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে নির্দেশ দিতেছে।

প্রস্তাব গ্রহণের পর ছাত্র মুজাহিদদের এবং এম্বুলেন্স বাহিনীর নানা প্রকার কৌতুক ও প্রদর্শনীর পর সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। ২-৫-৪৭ইং।

www.pathagar.com

খাদেমুল কওম

শাহ ফরিদুল ইসলাম,
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, এম, এস, এফ।

মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, সভাপতি,
হবিগঞ্জ, এম, এস, এফ।

কাজী সিরাজুদ্দিন, সভাপতি,
হবিগঞ্জ রাজকীয় বিদ্যালয়।

সালেহ উদ্দিন, পুটিজুরী হাইস্কুল।

মোঃ মবারক আলী, সম্পাদক
রাজকীয় বিদ্যালয়।

মোঃ আব্দুল রউফ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক,
জে, কে, স্কুল

কাজী আলাউদ্দিন আহমদ,
জগদীশপুর হাইস্কুল।

মোঃ নজরুল ইসলাম, সালারে স্কুল

মোঃ আবুবকর, সায়েস্তাগঞ্জ মাদ্রাসা।

রামচরণ প্রেস, হবিগঞ্জ।

***

গণভোটের সময় যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ মিলে গ্রামে ২৯শে চৈত্র ১৩৫৪ বাংলা (১৯৪৮ইং) এক সভার আয়োজনে। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনখানা নিম্নে দেয়া হলোঃ

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

উত্তর হবিগঞ্জ পল্লী উন্নয়ন সভা

স্থান ঃ কদুপুর

তারিখ ঃ ২২শে চৈত্র, রবিবার, বেলা ১১ ঘটিকা

সভাপতি ঃ মৌলানা সৈয়দ জাহিদ উদ্দিন সাহেব

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পাকিস্তান লাভের পর রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কি কর্তব্য এবং পল্লী উন্নয়নের জন্য কি কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং সরকারকে আমাদের অঞ্চলের অভাব অভিযোগ শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অবগত করার জন্য পল্লী উন্নয়ন সভার আয়োজন করা হইয়াছে।

পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। স্থানীয় এস, ডি, ও মৌলভী মাসুদ সাহেব, লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলভী নূরুল হুসেন খান, এম. এল, এ, মৌলভী আবদুল্লাহ এম, এ, এম, এল, এ, ও ভাইস চেয়ারম্যান মৌলভী তালিব উদ্দিন আহম্মদ বি, এল। তাছাড়া হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের এম, এস, এফ, এর সভাপতি এম, এ, ওয়াহেদ ও সম্পাদক এম, এ, শহীদ পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

www.pathagar.com

অতএব আপনারা দলে দলে সভায় যোগদান করে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করিয়া তুলুন।

আরজ গুজার

১। সৈয়দ আবদুন্নুর, কদুপুর	১২। হাজী জামান উল্লা, বক্তারপুর
২। মোঃ নছিব উল্লা, ,,	১৩। শ্রী প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী, বেতাকান্দি
৩। ,, হাসিম উল্লা, ,,	১৪। .. অমূল্য কুমার চৌধুরী, ,,
৪। ,, ওয়াহাব উল্লা, ,,	১৫। প্রমথ নাথ চৌধুরী
৫। মাঃ আঃ ছাত্তার ,,	১৬। মোঃ ছুয়াব, কালাঙ্গুরা
৬। ,, আছিম উল্লাহ ,,	১৭। সৈয়দ আবদুল মন্নান, -ঐ-
৭। ,, শাহ নাসির আলী ,,	১৮। মোঃ হেকিম উল্লা, রাজাপুর
৮। হাজী ছুয়াব মিয়া ,,	১৯। ,, আপ্তাব উল্লাহ, দাউদপুর
৯। মোঃ মনুমিয়া, নওয়াগাঁও	
১০। ,, চান মিয়া ,,	
১১। মোঃ আঃ ইমানী ,,	

***

সিলেট ছাত্র সমাজের সম্মেলন ১৯৪৯ইং জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের সম্মেলনে সভার বিজ্ঞাপন নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সিলেট জিলা মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশন

প্রথম বার্সিক অধিবেশন

অভ্যর্থনা সমিতির আবেদন

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ইং। জাতির পিতা আমাদের প্রিয় কায়েদে আজমের আকস্মিক ইন্তেকাল পাকিস্তানের ঘরে ঘরে উঠেছিল মর্সিয়া হাহাকার। প্রতিটি নাগরিকের চোখে ফুটে উঠেছিল শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সেদিন সিলেটের জাগ্রত ছাত্র সমাজ খোদার নামে শপথ করিয়া তাহাদের অতীত দলাদলিকে চিরতরে বিদায় দেয়। তাহারা কায়েদে আজমের আদর্শকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে এক পতাকা তলে সমবেত হয়। সেই স্বরণীয় দিনে জন্ম নেয় সিলেট জিলা মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশন।

ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জগৎ আজ বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন, মুসলমানের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি এমন কি আজাদী পর্যন্ত আজ বিপন্ন। এই বিপন্ন মুসলিম জগতকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে। পাকিস্তানকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার পাকিস্তানের ভবিষ্যত নাগরিক ছাত্র সমাজের।

www.pathagar.com

১৯৪৯ইং আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতিত্ব করিবার জন্য জনাব মমতাজ দৌলতানা ও জনাব শাব্বির আহমদ ওসমানী ওসমানী সাহেবের নাম ও উদ্বোধন করিবার জন্য চৌধুরী খলিকুজ্জামানের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিলেট জিলার প্রতিটি ছাত্রের কাছে আমাদের আহ্বান তাহাদের নিজ নিজ মহকুমা কমিটির মারফতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ও বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতঃ পাকিস্তানকে গঠনে সহায়তা করেন।

জাতি ধর্ম ও দল নির্বিশেষে সিলেট জিলার প্রতিটি নাগরিকের কাছে আমাদের আরজ তাহারা যেন আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া উক্ত অধিবেশনকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলেন। অতীতে ও আমরা আপনাদের নেক নজর হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখনও আমরা আপনাদের দয়া-দাক্ষিণ্য হইতে নিরাশ হইব না।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ
সিলেট জিলা মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশন-জিন্দাবাদ
আরজ গোজার

এম, এ, সামাদ, চেয়ারম্যান,
অভ্যর্তনা সমিতি
এম, এ, মুকিত-ভাইস চেয়ারম্যান
আব্দুল আওয়াল চৌধুরী ,,
এ, মতিন চৌধুরী ,,
মোঃ নাজির উদ্দিন আহমদ
(মার্চেন্ট) ট্রেজারার
আবদুল হাই আজাদ-জয়েন্ট সেক্রেটারী
গোলাম কিবরিয়া ,,
সৈয়দ কুতুবুল হাসান-এসিসটেন্ট সেক্রেটারী
সৈয়দ বদরুল হক-এসিটেন্ট সেক্রেটারী
আজিজুল জব্বার চৌধুরী-জি,ও,সি
এম, এ, বশর-এ,জি,ও,সি
আবদুর রফিক-এ, জি, ও, সি
আবদুল মুক্তাদির চৌধুরী

এম,আবদুল নূর চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট,
জেলা মুসলিম ছাত্র এসোসিয়েশন
দেওয়ান ফরিদ গাজী-ভাইস প্রেসিডেন্ট
জিয়া উদ্দিন আহমদ ,,
এম, দিলওয়ার হুসেইন-সেক্রেটারী
মোঃ মোস্তফা চৌধুরী-এসিটেন্ট সেক্রেটারী
আবদুল মান্নান
এন, এ, ফজলুর রহমান
তুফেইল উদ্দীন চৌধুরী
আবু সালেহ চৌধুরী
ওয়াহিদুদ্দিন আহমদ কুতুব
আবদুল খালিক
(সদস্য, কার্যকরী সমিতি)

www.pathagar.com

সদস্য বৃন্দ

আবদুল মতিন (৪র্থ বর্ষ এম, সি, সি) — রফিকুর রাজা চৌধুরী (অই, এস, সি, পরীক্ষার্থী)

আলী হায়দার খান ,, ,, — আওলাদ আলী চৌধুরী (আই.এ. ,,)

আবদুল গফুর ,, ,, — কাজী বাহাউদ্দিন (এম,এম, কলেজ)

মোহাম্মদ ফিরোজ ,, ,, — ইয়াছিন আলী ,, ,,

আবদুল কাইয়ুম ,, ,, — আমীর আলী (রাজা, জি, সি, স্কুল)

সিরাজুল ইসলাম ,, ,, — আবদুল বারী (গভর্ণমেন্ট স্কুল)

আবদুল মুছব্বির (২য় বর্ষ, এম,সি,সি,) — মোঃ আবুল বশর ,,

আবদুল মন্নান (মেডিকেল স্কুল) — আপ্তাব হুসেইন ,,

এম, এ, জহুর (চেয়ারম্যান, সুনামগঞ্জ) — তৈয়বুর রহমান ,,

আবদুল ওয়াহিদ এম. এস. এ. চেয়ারম্যান হবিগঞ্জ) — আকদ্দছ আলী ,,

সৈয়দ রফিকুল ইসলাম (চেয়ারম্যান, পাক করিমগঞ্জ, এম, এস, এ)

ছাবির বক্ত মজুমদার (এইডেড সকুল)

সি, এন, ফারুক (চেয়ারম্যান মৌভলী বাজার) ,, — আবদুল হামিদ ,,

আবদুল মতিন চৌধুরী (এইডেড স্কুল) — ছদিদ উদ্দিন আহমদ (মাদ্রাসা)

মনাওর আহমদ (রসময় স্কুল) — আবদুল মালিক খান (রসময় স্কুল

আবদুল মুক্তাদির (মডেল স্কুল)

***

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল দুর্বার যা অপ্রতিহত। তখন বিশ্বের দৃষ্টি ছিল উপমহাদেশের দিকে। বুলেটের চেয়ে ব্যালট কত বড় শক্তিশালী তার প্রমাণ পাকিস্তান লাভ। একাধারে ইংরেজ বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ দূরদর্শীতা পাকিস্তান আন্দোলনকে মনজিলে মকসুদে নিয়ে আসে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে কারণ মুসলমানের অস্থিত্বের সাথে হিন্দুদের অস্থিত্বও স্বীকার করেন। হিন্দু নেতারা গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল গং, সুভাষ বসু ও চিত্ত রঞ্জন দাশ ব্যতিরেকে মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বীকার করেন না। কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্ প্রচার করত লীগ নওয়াব নাইটদের প্রতিষ্ঠান। আর জিন্নাহ্ বৃটিশ ভক্ত। এ বিশ্বে এ ধরনের মিথ্যা আর নেই। আরও বলা হত জিন্নাহ্ বাঙালী বিদ্বেষী। আমি সুভাষ বলছি গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে কংগ্রেসী নেতারা বৃটিশ দরদী ও বাঙালী বিদ্বেষী। কায়েদে আজম উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা বলায় যদি তাঁর অপরাধ হয়। তবে তাঁর অবদানের তুলনায় অতি নগণ্য। তাঁরই বদৌলতে আজকের বাংলাদেশ। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্র ভাষা বাংলা বলার অধিকার কে দিল? অখণ্ড ভারতে এ সব বলা হলে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে ফাঁসি বা জেল হত। গান্ধীজী হিন্দীকে বাঙালী হিন্দুর উপর চাপিয়ে দেয়ায় অপরাধ হয় না কেন? কায়েদে আজম-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সংখ্যা লঘু মুসলমানকে দুটা রাষ্ট্রীয় (ভৌগোলিক) জাতিতে পরিণত করেছেন। তাই পাকিস্তানের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান সবাই পাকিস্তানী। বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর হামলা আসেনি। আমাদের পূর্ব পুরুষদের চিন্তা ধারণা চিল অভ্রান্ত। কালের আবর্তনে দ্বিজাতিতত্ত্বের যৌক্তিকতা দৃঢ়তর হচ্ছে। ৪০ বৎসর পর শিখরা বলছে ত্রিজাতিতত্ত্ব। ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাত ভগ্নির আযাদী আন্দোলন তার বাস্তব প্রমাণ। দ্বিজাতিত্ত্ব ছিল মিনিমাম প্রোগ্রাম।

১৫ই আগস্টের কর্মসূচী

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ইং হবিগঞ্জ শহরে সকালে প্রত্যেক বাসায়ও অফিসে এবং দোকানে অর্ধ চন্দ্র খচিত পতাকা উত্তোলন। শহরে ছাত্ররা প্রভাত ফেরী বের করে। শহরের দক্ষিণে অবস্থিত ঈদগাহে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৯টার সময় সিনিয়র ই,এ,সি, সাজ্জাদুর রহমানের স্ত্রীর নেতৃত্বাধীন প্রায় বারো -তেরো জন মহিলার মিছিল বের হয়। মিছিলটি এস,ডি,ও বাংলোর সামনের সড়কে কিছুক্ষণ চলে। হবিগঞ্জে মুসলিম মহিলাদের এটা হল প্রথম শোভাযাত্রা। এ সময়ে কলেজে কোন মুসলিম ছাত্রী ছিল না। মিশন হাইস্কুলে পাঁচ-সাত জন ছাত্রী থাকতে পারে। রাতে টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হল লোকে লোকারণ্য ছিল। অনেকে বক্তৃতা করেন। ছাত্রদের মধ্যে লেখক বক্তৃতা করেন। পরদিন টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাত্রিতে। তখন এ ধরনের অনুষ্ঠান মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি অনুষ্ঠানটি ৩ ঘন্টা স্থায়ী হয়। এতে উদ্যোক্তা ও সবাই আনন্দিত।

১৯৯৩ সালে ঢাকার দেওয়ান শফিউল আলমের (পদ্মা প্রিন্টিং) সাথে তার অফিসে সাক্ষাৎ সাপ্তাহিক শুভেচ্ছার সম্পাদক মারফত। তিনি ছাত্র জীবনের সিলেট গণভোটে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে জানালেন। সাক্ষাতের কারণ লেখকের একটি লেখা শিরোনাম "কথা প্রসঙ্গে আজাদে ২৫ ও ২৮ নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং ছাপা হয়। লেখাটি সাপ্তাহিক শুভেচ্ছায় পুনঃ ছাপা হয়। লেখাটিই সাক্ষাতের কারণ।

মওলানা ভাষানী

সিলেটকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন সিলেট জেলার নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা। এদিকে সিলেটের ছাত্র নেতারা ও কর্মীরা পিছিয়ে নেই।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে কোন দিন মওলানা ভাষানীকে অন্ততঃ হবিগঞ্জে দেখিনি। তাবে নূরুল হুসেন খান সাহেবের ছেলে আরজু মিয়া ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে একদিন বলল, মওলানা ভাষানী এসেছিলেন এবং তাদের বাসায় ছিলেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং সেই আলোকে গণভোটে অবশ্যই তার অবদান আছে। এমন কি করিমগঞ্জ মহকুমার জনগণের অবদানও রয়েছে। যা অস্বীকার করা যায় না।

এ ক্ষেত্রে মওলানা ভাষানীর একক অবদান স্বীকার করা যায় না। সিলেটের আপামর জনগণের ইচ্ছায়ই সিলেট গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দেয়।

নবাব সলিমুল্লাহ

আমাদের আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মরহুম নবাব সলিমুল্লাহর নাম স্বাভাবিকভাবে স্মরণ করতে হয়। নতুবা এখানে একাধারে কার্পণ্য ও তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। এবং নিমকহারাম বলে চিহ্নিত হব। তাঁরই বদৌলতে আজকের বাংলাদেশ। যদিও সীমানা সংকোচিত।

তিনি ১৯০৬ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

মুসলিম লীগ একাধারে ইংরেজ বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করে। বুলেটের চেয়ে ব্যালট কত বড় শক্তিশালী মুসলিম লীগ তা প্রমাণ করে দিল। মুসলিম লীগের বদৌলতে বিভাগীয় শহর ঢাকা প্রাদেশিক রাজনীতিতে পরিণত পরে স্বাধীন দেশের রাজনীতি। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ঈমান, একতা ও শৃংখলা। তাঁরই প্রদত্ত পথে চলে আমরা মোটামোটি উন্নতির শিখড়ে আরোহণ করতে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর প্রদত্ত পথ হতে দূরে সরে যাওয়ায় পতনের দিকে চলছি। আমাদের মাথার উপর মঙ্গল প্রদীপ ও শিখা চিরন্তন। সর্বশেষ পতন ৮৫% মুসলমানের দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি পূজার আয়োজন। তার আমন্ত্রণ পত্রে মূর্তির নীচে আল-কুরআনের আয়াত। তওহীদী জনতার জন্য এর চেয়ে নিম্নতম পতন আর নেই। আমরা পথভ্রষ্ট হওয়ায়, পতনের নিম্নস্তরে নিমজ্জিত। পরিশেষে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী কলিকাতার হিন্দুদের "মুখ্যমন্ত্রী" সম্বোধন ও তিলক সিঁধুর সাদরে গ্রহণ করেন। তৌহিদী জনতার জন্য এ এক মহা বিপর্যয়।

www.pathagar.com

তথ্য সংগ্রহ

1. India Wins Freedom.
মওলানা আবুল কালাম আজাদ

2. Young Pakistan

3. Freedom at Midnight

4. Discovery of India
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু

5. History of Saracen
সৈয়দ আমীর আলী

6. ভূস্বর্গ, শেখ আবদুল্লা

7. Arab review 26.3.83

৮. আমি সুভাষ বলছি- শ্রী শৈলেন দেব

৯. স্বাধীনতার হাত বদল (কলিকাতা)

১০. পরাধীন ভারতে মুক্তিসংগ্রাম -কলিকাতা

১১. ভারত ভ্রমণ

১২. ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান

১৩. শহীদ তিতুমির
আবদুল গফফার সিদ্দিকী

১৪. গোলাম মোস্তাফা সংকলন

১৫. সর্বহারাদের পাকিস্তান - তালেবুর রহমান

১৬.তাহরিকে দেওবন্দ-মও মুশতাক আহমদ

১৭. হযরত মওলানা হুসেন আহমাদ মাদানীর (রহঃ)
জীবন ও সংগ্রাম - আল্লামা ফরিদুদ্দিন মাসুদ

১৮. আত্ম জীবনী মওলানা মুহাম্মদ আলী

১৯. কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী
এম.আর আখতার মুকুল

২০. সাময়িকীতে বাংলার সমাজ চিত্র - বিনয় ঘোষ

২১. বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ - মওলানা আকরাম খা

২২. স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেট
দেওয়ান নূরুল আনওয়ার হুসেন চৌধুরী

২৩. হবিগঞ্জের মুসলিম মানস
সৈয়দ মুস্তাফা কামাল

২৪. বাংলার মুসলমানের ইতিহাস
এম, এ রহীম (১৭৫৭-১৯৪৭)

২৫. দর্পন - মওলানা গোলাম রহমান

২৬. বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ
এম, এ, মুহাইমেন

২৭. মুজিব-ভুট্টো-ইন্দ্রিরা - হাসনা দিলরব

২৮. বাংলাদেশে ও ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতা
এস, এ, সিদ্দিকী

২৯. আমাদের মুক্তিসংগ্রাম - মোঃ ওয়ালী উল্লাহ

৩০. রবীন্দ্র রচনাবীল ৪র্থ খন্ড পৃঃ ২৮০

৩১. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান

৩২. মাসিক মদীনা ডিসেম্বর ৯৩ইং

৩৩. ইত্তেফাক ১৭.০৩.৮৪ইং

৩৪. ইনকিবলাব, ২৩,৬,৮৯ইং ১৮,০৭,৮৬ইং
২৫,৭,৮৬ইং, ০১-০৮-৮৬ইং

৩৫. দৈনিক সংগ্রাম ২৭.১২.৮৪ইং

৩৬. মাসিক পৃথিবী ফেব্রুয়ারী ৮৮ইং

৩৭. সাপ্তাহিক পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা ১৯৮৭ইং

৩৮. পূর্বদেশ ১৪.১২.৭০ইং

৩৯. অগ্রপথিক জুলাই, ১৯৯৪ইং এবং
নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৯৯১ইং সংখ্যাসমূহ

৪০. অধুনা লুপ্ত সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ ৬.১০.৭২ইং

৪১. দৈনিক আজাদ

৪২. আল কোরআনের তফসীর

৪৩. আফগানিস্তান
(ইতিহাস গ্রন্থ, রচয়িতা হাবিবুর রহমান)

৪৪. লেখকের ব্যক্তিগত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা
ইত্যাদি।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

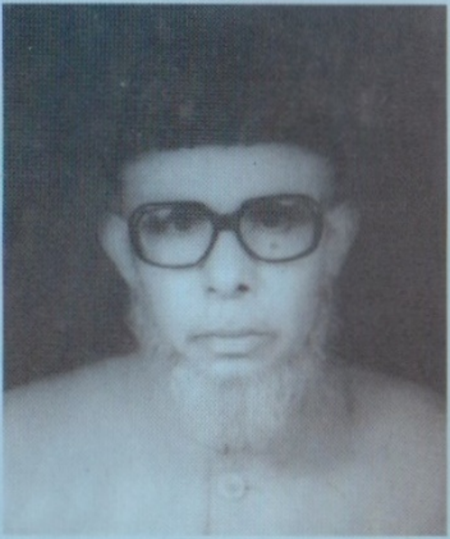

লেখক পরিচিতি

সি, এম, আবদুল ওয়াহেদ

সহকারী পরিচালক (অবঃ) পাউবো, ১৯৮২ইং। জন্ম ১৯২৫ইং, সাং-কদুপুর (মাঝের বাড়ী), পোঃ মান্দারকান্দি, হবিগঞ্জ, সিলেট। পিতা মরহুম মুন্সী আবদুল লতীফ, মাতা মরহুমা নূর জাহান বানু। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ উত্তরকালে বানিয়াচঙ্গ থানার বারো নম্বর সার্কেলের সেক্রেটারী "সার্কেল ডিফেন্স কমিটি" এবং ১৯৫১ সালে আদমশুমারী "সার্কেল সুপাভাইজার" নিয়োজিত। **গ্রন্থ–** বাস্তব দৃষ্টি এবং আফগান রণাঙ্গনে বদর যুদ্ধ। **পান্ডুলিপি–** আমাদের ইতিহাস, বারনাবাস বাইবেলে হযরত মুহম্মদ (সাঃ), জেহাদ, শরনার্থীর জবানবন্দী, পুরানো দিনের ছোট গল্প, মদীনার পথে এবং ইসরাইলের ইতিকথা, যা প্রকাশের অপক্ষায় এবং একাধিক সংকলনও রয়েছে। ৫০০ এর অধিক প্রবন্ধ নিম্নলিখিত পত্রিকাসমূহে ছাপা হয়েছে। **মাসিক–** অগ্রপথিক, তৌহিদী পরিক্রমা, মদীনা, জাগো মুজাহিদ, কাবার পথে, আল ইমাম, নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, নওরোজ এবং ইসলামী জীবন। **পাক্ষিক–** উষা, **সাপ্তাহিক–** সোনার বাংলা, পল্লী বাংলা, আলো, যুগভেরী, জীবনের আলো, নতুনপত্র, মুসলিম জাহান, এশিয়া, ঝরণা, আগামী, শুভেচ্ছা এবং আল ইসলাহ। **দৈনিক–** আজাদ, পত্রিকা, শক্তি, কিষাণ, আবির্ভাব, সমাচার, দিনকাল, দেশ, জালালাবাদী, সিলেট বাণী, জালালাবাদ, সকালের খবর, মিল্লাত, সংগ্রাম এবং ইনকিলাব। **স্ত্রী–** বেগম নাজমুন্নাহার। **সন্তান–** চার মেয়ে ও তিন ছেলে এবং এরা সকলেই তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

– প্রকাশক।